পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 105 Tuesday, 17 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১০৫ সংখ্যা ❋ ২ চৈত্র ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

ভবানীপুরে শুভেন্দু, খড়গপুরে দিলীপ, ১৪৪ আসনে প্রার্থীদের ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৬ মার্চ ঃ বঙ্গ বিধানসভা ভোটের সূচি ঘোষণা হওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিজেপি আংশিকভাবে তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবার একসঙ্গে দুটি কেন্দ্র থেকে লড়বেন-নন্দীগ্রাম এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুর। এর পাশাপাশি, পুরনো আসনে ফের প্রার্থী করা হয়েছে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে। খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে লড়বেন তিনি। এই প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, বিজেপি ১৪৪ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। বেশ কিছু আসনে পুরনো জয়ী বিধায়কদের ওপরেই আস্থা রেখেছে গেরুয়া শিবির। তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ নামগুলোর মধ্যে রয়েছে আসানসোল দক্ষিণে অগ্নিমিত্রা পল, শিলিগুড়িতে শংকর ঘোষ, শিবপুরে রুদ্রনীল ঘোষ এবং বরানগরে সজল ঘোষ। উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ আসনে পুরনো প্রার্থীদেরই নির্বাচিত করা হয়েছে। বিজেপির এই প্রার্থী তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে দল তাদের লক্ষ্য-বঙ্গের শাসন কাঠামো পরিবর্তন-কেই আরও দৃঢ়ভাবে সামনে এনেছে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব, বিশেষত দিল্লির নেতারা, বারবার বলেছেন যে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সরকারের বিদায় হবেই এবং বিজেপি সরকার গড়বে। গত শনিবার ব্রিগেডে অনুষ্ঠিত মেগা সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলেন, ব্রিগেডে বাংলায় বদলের বিউগল বেজে গিয়েছে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য বিজেপি দলের মধ্যে আলোচনার পর, দলের সদর দপ্তর থেকে ১৪৪ আসনের প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হয়। এই তালিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয় হলো-বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একসঙ্গে দুটি আসন, নঃদীগ্রাম এবং ভবানীপুর থেকে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, এবং দিলীপ ঘোষকে তাঁর পুরনো আসন, খড়গপুরে ফের প্রার্থী করা হয়েছে। নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের নির্বাচনে দুর্দান্ত লড়াইয়ের পর, শুভেন্দু এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরেও ভোটে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একুশের নির্বাচনে মমতাকে হারিয়ে নন্দীগ্রাম থেকে জয়ী হয়েছিলেন তিনি, এবং এবার আবার সেই একই লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অন্যদিকে, দিলীপ ঘোষ, যিনি এক সময় রাজ্যের বিজেপি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এবার ফের খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। একুশে বিধানসভা নির্বাচনে দল তাকে অন্য কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করে, যা নিয়ে তাঁর মধ্যে কিছুটা অভিমান তৈরি হয়েছিল। এবার সেই অভিমান মেটাতে দল তাকে খড়গপুরে ফিরিয়ে আনে। তবে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় কিছু পরিচিত নাম অনুপস্থিত রয়েছে। এই তালিকায় দেখা যায় না বিজেপি নেতা অর্জুন সিং এবং অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। তাঁদের অনুপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের এই প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর, দলীয় কর্মীরা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। দল মেগা র‍্যালি ও প্রচারের মাধ্যমে রাজ্যে তাদের শক্তি আরও দৃঢ় করতে চায়। দলের লক্ষ্য-এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মঞ্চে উঠে, জয়লাভ করে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করা। বিজেপির এই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ এবং দলের আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বরের পর, রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির কৌশল এবং প্রার্থী নির্বাচনের পাশাপাশি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আত্মবিশ্বাস রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও গরম করে তুলেছে। এখন দেখার বিষয়, নির্বাচনী লড়াইয়ে এই সব নতুন প্রার্থী এবং পুরনো মুখগুলি কতটা প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে এবং এই নির্বাচনে বিজেপি কতটা সফল হতে পারে।

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরেই রাজ্যজুড়ে ইডির তল্লাশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৬ মার্চ ঃ বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরের দিনই রাজ্যে শুরু হল কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। সোমবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় একযোগে অভিযান চালাচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা। অবৈধ কল সেন্টার এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতারণা চক্রের অভিযোগে এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। তবে ভোট ঘোষণার ঠিক পরের দিন এই অভিযান শুরু হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে কলকাতার বোড়াল এলাকায় একটি বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। একই সঙ্গে রাজ্যের আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় সমান্তরালভাবে অভিযান চলছে। হাওড়া, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি-সহ মোট প্রায় ১০টি স্থানে ইডির দল তল্লাশি চালাচ্ছে বলে খবর। এই অভিযানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তল্লাশি প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়। সূত্রের দাবি, অবৈধ কল সেন্টারের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে একটি সংগঠিত আর্থিক প্রতারণা চক্র কাজ করছিল। বিশেষ কিছু গোয়েন্দা তথ্য এবং অভিযোগের ভিত্তিতেই ইডি এই অভিযান চালাচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাযনি তদন্তকারী সংস্থাটি। তল্লাশিতে কী কী নথি বা প্রমাণ উদ্ধার হয়েছে, বা কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে কিনা-সেসব বিষয়েও এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট কোনও তথ্য সামনে আসেনি। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও একই মামলার সূত্র ধরে কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একাধিকবার তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতেই এবার আরও বিস্তৃত পরিসরে এই অভিযান চালানো হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা একাধিক ভুয়ো কল সেন্টার এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। এর আগে এই মামলার সূত্র ধরে কলকাতার বেনিয়াপুকুর এলাকার একটি বহুতলেও তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেখানে বেশ কিছু কম্পিউটার, সার্ভার এবং নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছিল। একইভাবে কৈখালি এলাকাতেও একটি সন্দেহভাজন কল সেন্টারে অভিযান চালানো হয়। তদন্তকারীদের মতে, ওই সব জায়গায় আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রতারণা চালানো হচ্ছিল। ইডি সূত্রে আরও জানা যায়, এই প্রতারণা চক্রের মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশি নাগরিকরা। সফটওয়্যার পরিষেবা বা প্রযুক্তিগত সহায়তার নাম করে বিদেশি গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হতো। প্রতারকরা নিজেদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিত। এরপর নানা কৌশলে গ্রাহকদের বিশ্বাস অর্জন করে তাদের কম্পিউটার বা অনলাইন অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার নেওয়া হতো। একবার সেই প্রবেশাধিকার পেয়ে গেলে প্রতারকরা ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য, পাসওয়ার্ড বা অন্যান্য গোপন আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করত। অনেক ক্ষেত্রে ভুয়ো সফটওয়্যার আপডেট বা সিকিউরিটি সমস্যার অজুহাত দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হতো। অভিযোগ রয়েছে, এই পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে কাজ করত।

‘ছুপারুস্তমে’র মতো মুখ্যসচিব বদলি

কমিশনকে নারী ও বাঙালি বিদ্বেষী বললেন তৃণমূল নেত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৬ মার্চ ঃ রাজ্যে বিধানসভা ভোট ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নির্বাচন কমিশন রাজ্য প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল করেছে, যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গভীর রাতেই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদগুলিতে পরিবর্তন আনায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে একযোগে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ছুপারুস্তমের মতো গুপ্তভাণ্ডবের অংশ। তাঁর ভাষায়, এটা একদম গুপ্ত পদ্ধতিতে কাজ করা, যা গভীর রাতের ছুপারুস্তমের মতো মনে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কমিশনকে শুধু পুরুষ এবং বাঙালি বিদ্বেষী বলে তোপ দেগেছেন, বলছেন, একজন বাঙালি মহিলা মুখ্যসচিবকে বদলে দেওয়া হয়েছে, যাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে। এটা স্পষ্টভাবে বাঙালি ও মহিলা বিদ্বেষী আচরণ। মমতার তোপের লক্ষ্য শুধু বাঙালি বা মহিলারাই নয়, তিনি অভিযোগ করেছেন যে অবাঙালিদেরও বাদ দেওয়া হয়েছে এবং যাঁদের নিয়ে এই রদবদল হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের মূল পরিচিতি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত। কমিশনের আচরণ সম্পর্কে মমতা আরও বলেন, এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা হয়নি। এমনভাবে কাজ করা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পাণ্ডে সহ একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটি শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং রাজ্যের মানুষের প্রতি অসম্মান। তিনি আরও জানান যে, নির্বাচন কমিশন যদি ভবিষ্যতে আরও কোনো কর্মী পাঠায়, তাহলে তাঁদের অবশ্যই মানুষের স্বার্থে কাজ করতে হবে, এবং তৃণমূল কংগ্রেস তাদের বিরুদ্ধে কোনো আপোস করবে না। মুখ্যমন্ত্রী এই ইস্যুতে বিজেপির দিকে তোপ দেগে বলেন, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, বাণিজ্যিক গ্যাস সরবরাহের হঠকারী সিদ্ধান্ত, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বিজেপি এখন শুধু রাজনীতি করছে। আর সেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে কমিশনও তাদের পুতুলের মতো কাজ করছে।

এরপরই মমতা জনগণের কাছে একটি শান্তিপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন, তিনি বলেন, মানুষকে ভরসা রাখার জন্য বলছি। আস্থা রাখুন, প্ররোচনায় পা দেবেন না। তাঁর মতে, সরকার নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনি ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ করবে, কিন্তু জনগণকে শান্তিপূর্ণ ও সজাগ থাকতে হবে। এদিকে, রাজ্য সরকারের এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি বা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া আসেনি। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এই ধরনের সরকারি পদক্ষেপ নির্বাচনকালে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। মমতার এই মন্তব্যগুলির পর রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে, বিশেষত যখন কমিশনের দিক থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে রদবদল করা হচ্ছে, এবং তার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ যে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি হাতে হাত মিলিয়ে রাজ্যে শাসন চালাচ্ছে। এছাড়া, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের ওপর ব। ধরনের প্রভাব প।বে কিনা, সে প্রশ্নও তোলা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, নির্বাচনের আগে এমন পরিস্থিতি তৈরি করলে তা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করতে পারে, এবং ফলস্বরূপ বাম, কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের জন্মও হতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেস এই ইস্যুতে নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, এবং রাজ্যের নাগরিকদের কাছে বিষয়টির প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে চাইছে। আগামী দিনগুলিতে এই বিতর্ক আরও তীব্র হতে পারে, যখন কমিশন ভোট প্রস্তুতির জন্য রাজ্য সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কাজ করবে। এভাবেই, নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বায়ুমণ্ডলে ঝড় তুলেছে, এবং একে কেন্দ্র করে শাসক এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে নতুন দ্বন্দ্বে সূচনা হয়েছে।

‘আট দফার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ, তাই এবার ২ দফা ভোট’-নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৬ মার্চ ঃ বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে। এবারের ভোট মাত্র দুই দফায় হওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র কটাক্ষ করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আগের নির্বাচনে আট দফায় ভোট করানোর পরেও কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয়নি বলেই এবার দফা কমিয়ে দুই করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট ভাল। রবিবার নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল-এই দুই দফায়। কমিশনের এই ঘোষণার পরই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, নির্বাচন কমিশন এতদিন ধরে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল। অথচ তারাই এবার ভোটের দফা কমিয়ে দুই করে দিল। এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল রয়েছে। যদি পরিস্থিতি খারাপ হতো, তাহলে নিশ্চয়ই এত কম দফায় ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো না। তিনি আরও অভিযোগ করেন, আগের বিধানসভা নির্বাচনে আট দফায় ভোট করানোর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর কথায়, গত নির্বাচনে আট দফায় ভোট করিয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সুবিধা করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক রায়ে সব কিছুর জবাব দিয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এবারও মানুষের রায় তাদের পক্ষেই যাবে। নির্বাচন যত দফাতেই হোক না কেন, ফলাফলে কোনও পরিবর্তন হবে না বলেই তাদের আত্মবিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতার কথা বললেও বাস্তবে তা দেখা যায় না। তিনি বলেন, কমিশন এখন নিরপেক্ষতার কথা বলছে। কিন্তু বাস্তবে তারা কতটা নিরপেক্ষ, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। অনেক সময়ই তাদের সিদ্ধান্ত দেখে মনে হয়েছে তারা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি সহানুভূতিশীল। কুণাল ঘোষ আরও বলেন, আমরা এক দফাতেও ভোটের জন্য প্রস্তুত, দুই দফাতেও প্রস্তুত। যত দফাতেই ভোট হোক, মানুষের সমর্থনে জয় তৃণমূল কংগ্রেসেরই হবে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি আগের নির্বাচনের ফলাফল টেনে এনে বিজেপিকেও কটাক্ষ করেন। তাঁর কথায়, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আট দফায় ভোট হয়েছিল। তখন বিজেপি ৭৭টি আসন পেয়েছিল। এবার যখন মাত্র দুই দফায় ভোট হবে, তখন তাদের ফল আরও খারাপ হবে। ৭৭ থেকে নেমে ২৭-এ চলে আসবে-এইটাই হবে বাস্তব। তৃণমূল নেতৃত্বের মতে, নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপকে নজরে রাখছে সাধারণ মানুষ। ভোটের প্রক্রিয়া যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হয়, সেই বিষয়েই তারা গুরুত্ব দিচ্ছে বলে দাবি করেছে শাসকদল। একই সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, ভোটের দফা কমানো বা বাড়ানো কোনও বিষয় নয়। আসল বিষয় হলো মানুষের রায়। আর সেই রায়ে তৃণমূল কংগ্রেসই আবার ক্ষমতায় ফিরবে বলে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছে। সব মিলিয়ে নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। ভোটের আগে কমিশনের সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক যে আরও বাড়বে, তা স্পষ্ট। তবে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের মানুষই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিক করবেন আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে।

ইরানে ‘কালো বৃষ্টি’-তৈলভাণ্ডারগুলিতে হামলা

তেহরান, ১৬ মার্চ ঃ ইরানে এক ভয়াবহ পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘কালো বৃষ্টি’। এই অস্বাভাবিক বৃষ্টি শুরু হয়েছে গত শনিবার থেকে, এবং তা তেহরানসহ পুরো দেশজুড়ে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি করেছে। সাধারণ বৃষ্টির মতো বড় বড় জলকণাড়লেও, সেগুলোর মধ্যে তেল মেশানো রয়েছে। ফলে, এই বৃষ্টি বেশ আঠালো, হাতে পড়লে তেলের মতো চটচটে অনুভূতি হয়। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির রংও স্বচ্ছ নয়, বরং কালো। এর প্রভাবে শহরের বাসিন্দারা শ্বাসকষ্ট এবং চোখে জ্বালাপোড়া সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। এটি শুধু একটি পরিবেশগত বিপর্যয় নয়, বরং স্বাস্থ্যগত সংকটও তৈরি করছে। তেহরানের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই ‘কালো বৃষ্টি’ পড়ার পর থেকেই শ্বাসকষ্ট বাড়ছে এবং চোখে জল পড়ছে। দূষণের পরিমাণ এতটাই ভয়াবহ যে, সাধারণভাবে শ্বাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে সৃষ্টি হল এই ভয়াবহ ‘ রেন’? উত্তর পাওয়া গেছে ইরানের শত্রুদের আক্রমণের মাধ্যমে। দেশটির বেশ কিছু তৈলভাণ্ডার এবং

শোধনাগারে গত কয়েক মাস ধরে হামলা চলছিল। এর মধ্যে আমেরিকা ও ইজরায়েল বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করেছিল ইরানের তেল সংস্থানগুলো। এসব হামলার ফলস্বরূপ, আকাশে ঘন কালো ধোঁয়া জমে যায় এবং বায়ুদূষণের মাত্রা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই দূষিত বাতাস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে কালো বৃষ্টি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাতাসে জমে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং দূষিত কণাগুলি বৃষ্টির সঙ্গে মিশে মাটিতে পড়ছে, যার ফলে এই ‘ব্লাক রেন’ তৈরি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘কালো বৃষ্টি’ শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতিতে ঘটে না, যেখানে কেবল বায়ুদূষণ হয়। এর পেছনে আরও নানা কারণ রয়েছে। যেমন, আগ্নেয়গিরির লাভা উদগিরণ বা বড় ধরনের দাবানল। শিল্পাঞ্চলে যখন বিপুল পরিমাণে কেমিক্যাল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, তখনও এমন ধরনের বৃষ্টি ঘটতে পারে। ইরানে ঠিক এমনটাই ঘটেছে। এই বৃষ্টির মধ্যে মিশে থাকা রাসায়নিক পদার্থগুলি-যেমন সালফার যৌগ, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক-মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যেই এই ‘ব্লাক রেন’ সম্পর্কে সতর্কতা জারি করেছে। তারা জানিয়েছে, এই ধরনের বৃষ্টি জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপদজনক হতে পারে। বিশেষ করে শ্বাসকষ্টের সমস্যা এবং ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভি ফাই ম্যাকনিলও একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, এই বিষাক্ত পদার্থগুলো মানুষের ফুসফুসে গিয়ে জমে থাকে, এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। এর ফলে ত্বকের সমস্যা, হৃদরোগ এবং এমনকি ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

ভোট ঘোষণার পরেই পুলিশ প্রশাসনে বড় রদবদল কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৬ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরেই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে নজিরবিহীন রদবদল শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার ভোট ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে বদলি করা হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বড়সড় পরিবর্তনের ঘোষণা করল কমিশন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের ডিজি, এডিজি আইনশৃঙ্খলা-সবকটি গুরুত্বপূর্ণ পদেই নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অন্য অফিসারদের। নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সুপ্রতিম সরকারকে। তাঁর পরিবর্তে এই দায়িত্বে আনা হয়েছে অজয় নন্দাকে। একইভাবে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদেও বদল আনা হয়েছে। পীযূষ পাণ্ডের পরিবর্তে আপাতত রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিদ্ধিনাথ গুপ্তাকে। এছাড়াও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ এডিজি (ল অ্যান্ড অর্ডার)-এর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন করা হয়েছে। এতদিন এই দায়িত্বে থাকা বিনীত গোয়েলের বদলে নতুন এডিজি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অজয় মুকুন্দ রানাডে। অন্যদিকে রাজ্যের কারা দপ্তরের ডিজি পদেও পরিবর্তন এনে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নটরাজন রমেশ বাবুকে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, যাঁদের উপর নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের সোমবারই দ্রুত নতুন পদে যোগ দিতে হবে। কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, এই সমস্ত অফিসারদের দুপুর ৩টার মধ্যে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে যাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কোনও প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না বলেও জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। ভোট ঘোষণার পর এত দ্রুত এবং একযোগে প্রশাসনিক রদবদল রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি করেছে। বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষস্তরে এমন বড় পরিবর্তন সাধারণত বিরল বলেই মনে করছেন অনেকেই। ফলে এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের এই ‘ নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তাদের দাবি, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবেই এত দ্রুত প্রশাসনিক বদল ঘটানো হয়েছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৯ ও ১০ মার্চ রাজ্যের নির্বাচনী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সেই সময় তারা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সেই বৈঠকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বলে জানা যায়।

বামফ্রন্টের তালিকায় বিকাশ, মীনাক্ষী থাকলেও সুজন-সেলিমের নাম নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৬ মার্চ ঃ বঙ্গ বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরেই প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে রাজ্যের বামফ্রন্ট। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই তালিকা ঘোষণা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এই প্রথম দফায় ১৯২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামের মধ্যে রয়েছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (যাদবপুর), মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) এবং কলতান দাশগুপ্ত। বামফ্রন্টের তালিকায় এবার কিছু নতুন মুখ দেখা গেলেও, এই প্রথম দফায় সিপিএমের বেশ কিছু শীর্ষ নেতা ও তরুণ মুখের নাম নেই। যেমন, সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী এবং সৃজন ভট্টাচার্যের নাম তালিকায় দেখা যায়নি। এতে প্রশ্ন উঠেছে, এই নেতারা এবার নির্বাচনে লড়বেন না কি না। তবে তালিকায় তাদের অনুপস্থিতির বিষয়ে পরিষ্কার কোনও মন্তব্য এখনও করা হয়নি। এদিকে, সিপিএমের তরুণ নেতা শতরূপ ঘোষও এবার নির্বাচনে লড়ছেন না বলে জানা গেছে। তবে, সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি, দ্বিতীয় দফায় এই নেতাদের নাম ঘোষণা হবে কি না। এমন পরিস্থিতিতে, বামফ্রন্টের মধ্যে আসন সমঝোতার বিষয়টি নিয়ে আগের তুলনায় অনেকটা স্বচ্ছতা এসেছে। এবার, শরিক দলের জন্য সিপিএম বেশ কিছু আসন ছেড়ে দিয়েছে, যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু আসনও রয়েছে। বামফ্রন্টের শরিক দল আইএসএফ (ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট)-এর সঙ্গে আসন সমঝোতা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। নওশাদ সিদ্দিকীর দলকে আসন ছাড়ার বিষয়ে সিপিএম নেতৃত্বে কোনো কুণ্ঠা ছিল না। তবে, কত আসন তাদের দেয়া হবে, সে বিষয়টি এখনও পরিষ্কার হয়নি। প্রার্থী তালিকায় দেখা গেছে, উত্তরবঙ্গের মেখলীগঞ্জ, মাথাভাঙা, কোচবিহার উত্তর, দিনহাটা এবং দমদম উত্তরসহ বেশ কিছু কেন্দ্র থেকে বামফ্রন্টের প্রার্থীরা লড়বেন। মেখলীগঞ্জ থেকে কমল রায়, মাথাভাঙা থেকে খগেন বর্মন, কোচবিহার উত্তর থেকে প্রণয় কাঞ্জি এবং দিনহাটায় বিকাশ মণ্ডল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াচ্ছেন। কলকাতার বেশ কিছু কেন্দ্রেও বামফ্রন্টের শক্তি ধরে রেখেছে। যাদবপুরে সিপিএমের প্রবীণ নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, বরানগরে সায়নদীপ, পানিহাটিতে কলতান দাশগুপ্ত এবং কামারহাটিতে মানস মুখোপাধ্যায় প্রার্থী হয়েছেন। এছাড়া, সিপিএমের তরুণ মুখ দীপ্সিতা ধরকে দমদম উত্তর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে।

নির্বাচনী আচরণবিধি সংক্রান্ত আরও আটটি নির্দেশিকা জারি কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.)ঃ নির্বাচনী আচরণবিধি সংক্রান্ত আরও আটটি নির্দেশিকা দিল নির্বাচন কমিশন। ভোটমুখী চার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা পালন করতে বলা হয়েছে। এই পাঁচটি জায়গায় নির্বাচন সংক্রান্ত আদর্শ আচরণবিধি (মডেল কোড অফ কনডাক্ট বা এমসিসি) কঠোর ভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে।নির্বাচন কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, সমস্ত সরকারি অফিস, দফতর থেকে বিজ্ঞাপন, নির্বাচনী হোর্ডিং, পোস্টার সরিয়ে ফেলতে হবে। কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী নির্বাচনের কাজে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না। তা ছাড়া কমিশনের তরফে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সরকারি কোষাগারের টাকায় কোনও রকম নির্বাচনী বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না। সূত্রের খবর,এদিন পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশে কঠোর বার্তাও দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন যাতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও হিংসামুক্তভাবে সম্পন্ন হয়, সেই দায়িত্ব পুলিশেরই। ভোটের সময় কোনও রকম গাফিলতি বা পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করা হবে না বলেও বার্তা দেওয়া হয়েছিল। এরপর রবিবার নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে। ঘোষণার পরপরই নির্বাচন আচরণবিধি কার্যকর হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথিতে মতুয়া সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ঃ পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণাবতার শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১৫তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আয়োজিত, পবিত্র মতুয়া ধর্ম মহামেলা ও পুণ্য স্নানের এই শুভক্ষণে মতুয়া সম্প্রদায়ের সকল ভাই ও বোনদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সোমবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিত শাহ লিখেছেন, শ্রীশ্রী ঠাকুর ছিলেন এক মহান ও ঐশ্বরিক আত্মা। তিনি আমাদের চিরন্তন জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রবেশ করে ভক্তি, সাম্য ও নৈতিক জীবনবোধের অমূল্য বাণী তুলে ধরেছিলেন, যা আজও আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে।পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনায় অনুষ্ঠিত মতুয়া ধর্ম মহামেলা ২০২৬-এ এই মহান আদর্শগুলির প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আরও দৃঢ় হোক এই প্রার্থনাই করি।

ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫ শতাংশ ডিএ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১৬ মার্চ ঃ ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারী ও পেনশন ভোগীদের জন্য অতিরিক্ত ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশের পরই তিনি এই ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে আগামী ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে এবং এর ফলে রাজ্য সরকারের প্রায় ৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের মোট ১ লক্ষ ২ হাজার ৫৬৩ জন নিয়মিত কর্মচারী উপকৃত হবেন। পাশাপাশি ৮১ হাজারেরও বেশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীও এই মহার্ঘ ভাতার সুবিধা পাবেন। তিনি আরও জানান, রাজ্যের অনিয়মিত কর্মচারীরাও এই ঘোষণার আওতায় আসবেন।বকেয়া ডিএ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারীদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ও জল্পনা চলছিল। সেই প্রেক্ষাপটে সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশের পর মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিধানসভার ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা টেবিল চাপড়ে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে রাজ্য সরকার কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছিল। সেই সময় রাজ্যের কর্মচারীরা মোট ৩৬ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছিলেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় তখন ডিএ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রায় ২২ শতাংশের ব্যবধান ছিল। নতুন করে ৫ শতাংশ ডিএ ঘোষণার ফলে সেই ব্যবধান কমে দাঁড়াল প্রায় ১৭ শতাংশে।

চতুর্থবারের মতো বার্সিলোনার প্রেসিডেন্ট হলেন লাপোর্তা

বার্সিলোনা, ১৬ মার্চ ঃ রবিবার অনুষ্ঠিত হওয়া বার্সিলোনার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভিক্টর ফন্টের বিপক্ষে জয় পেয়েছেন হুয়ান লাপোর্তা। প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে আবার আগামী পাঁচ বছরের জন্য বার্সিলোনার দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি।ক্লাবের সদস্যদের ৪৮,৪৮০ ভোটের মধ্যে ৩২,৯৩৪ ভোট পান লাপোর্তা, যেখানে ফন্ট ১৪,৩৮৫ ভোট পান, ৯৮৪ ভোট শূন্য থাকে এবং ১৭৭ ভোট বাতিল ঘোষণা করা হয়।রবিবার স্পটিফায় ভোট দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বর্তমান ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, কোচ এবং খেলোয়াড়রা। জয়ের পর লাপোর্তা বলেছেন,আমরা সবকিছুর বিরুদ্ধে এবং সবার বিরুদ্ধে বার্সিলোনাকে রক্ষা করে যাব। আশাকরি আসন্ন বছরগুলি রোমাঞ্চকর হবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কটকের এসসিবি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডঃ১০ রোগীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর, নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ মার্চঃ ও।শির কটকে অবস্থিত এসসিবি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার আইসিইউ-তে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১০ জন রোগীর মৃত্যু ঘিরে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবার ও আহতদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।সোমবার ভোররাতে হঠাৎ করেই কটকের ঐতিহাসিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান SCB Medical College and Hospital-এর ট্রমা কেয়ার আইসিইউ বিভাগে আগুন লাগে। হাসপাতালের ভেতরে তখন বহু গুরুতর অসুস্থ রোগী ভর্তি ছিলেন। আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছ।য়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং উপস্থিত রোগীর আত্মীয়রা প্রাণপণে রোগীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা ও ঘন ধোঁয়ার কারণে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রথমে আইসিইউ-র ভেতরে ধোঁয়া জমতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগে খবর দেন। খবর পেয়ে একাধিক দমকলের ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করে। দীর্ঘ চেষ্টার পর অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে, তবে ততক্ষণে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আগুনের ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া এবং আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মধ্যে অন্তত ১০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আইসিইউ-তে ভর্তি ছিলেন এবং অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। আগুন লাগার পর দ্রুত তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয়নি। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে ওঠে।এই ঘটনার খবর সামনে আসতেই শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী Narendra Modiও তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্সে একটি বার্তায় জানান, কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। নিহতদের পরিবারের প্রতি তিনি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় আরও ঘোষণা করেন, প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি যারা আহত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হবে। এই আর্থিক সহায়তা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর একটি সামান্য প্রয়াস বলেও তিনি উল্লেখ করেন।অন্যদিকে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে ওড়িশা সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী Mohan Charan Majhi ইতিমধ্যেই এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কীভাবে হাসপাতালের আইসিইউ-র মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল জায়গায় আগুন লাগল এবং কেন এত ব। দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতেই এই তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্তে যদি কোনও গাফিলতি বা অবহেলার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাসপাতালের অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং রোগীদের পরিবার-পরিজনেরা। তাঁদের অভিযোগ, এত বড় হাসপাতাল হওয়া সত্ত্বেও অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একাধিক ঘাটতি রয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, আইসিইউ-র মতো জায়গায় আগুন লাগার পর দ্রুত রোগীদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি কেন ছিল না।ঘটনার সময় হাসপাতালে উপস্থিত কয়েকজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীদের বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। অনেক রোগীকে দ্রুত অন্য ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু আইসিইউ-তে ভর্তি গুরুতর অসুস্থ রোগীদের সরানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।এদিকে অগ্নিকাণ্ডের পরপরই হাসপাতালে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ঘিরে রাখা হয়েছে এবং সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তদন্তকারী দল ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং আগুন লাগার সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে।প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের জেরে এই আগুন লাগতে পারে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন দমকল বিভাগের আধিকারিকরা। কটকের এই হাসপাতালটি ও।শার অন্যতম বৃহত্তম সরকারি চিকিসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী এখানে চিকিৎসা নিতে আসেন। ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, বড় হাসপাতালগুলিতে অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে আইসিইউ, অপারেশন থিয়েটার বা অক্সিজেন সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন।এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কটক সহ গোটা ওড়িশা জুড়ে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। হাসপাতালের বাইরে সকাল থেকেই ভিড় জমিয়েছেন নিহতদের আত্মীয়-স্বজনরা। অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, চিকিসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর এই ধরনের দুর্ঘটনায় প্রিয়জনকে হারানো অত্যন্ত মর্মান্তিক।তবে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের দুর্ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-সকলেই এই ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এই অগ্নিকাণ্ড তাই শুধু একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবার প্রয়োজনীয়তাও সামনে এনে দিয়েছে। এখন তদন্তের ফলাফলের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যবাসী, যাতে সত্য সামনে আসে এবং ভবিষ্যতে এমন মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

মতুয়াদের ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলা উপলক্ষে একাধিক স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৬ মার্চঃ ১৬ মার্চ বারুণী স্নান । আর তা কেন্দ্র করে মতুয়াদের ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলার আয়োজন। প্রতিবারের মতো এবারও বহু ভক্ত ভিড় জমাবেত হয়েছে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে মেলা উপলক্ষে একাধিক স্পেশাল ট্রেনের কথা ঘোষণা করল রেল কর্তৃপক্ষ।গত ১৫ মার্চ, ০৫০৩০ কাঠগোদাম-ঠাকুরনগর স্পেশাল ট্রেন কাঠগোদাম থেকে ছাড়বে। রাত ৮টা ৪০ মিনিটে ঠাকুরনগর পৌঁছবে। পরদিন ০৫০২৯ ঠাকুরনগর-কাঠগোদাম স্পেশাল ট্রেন সকাল ১০টা ২০ মিনিটে ঠাকুরনগর থেকে ছাড়বে। ১৮ মার্চ সাড়ে ১১টা নাগাদ কাঠগোদাম স্টেশনে পৌঁছয়। যাত্রাপথে ট্রেনটি নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, বোলপুর, শান্তিনিকেতন, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, পাকুড়, মালদা টাউন স্টেশনে থামবে।০৫৬০৪ লামডিং-বনগাঁ লোকাল ১৫ মার্চ সকাল ৭টা ১০ মিনিটে লামডিং স্টেশন থেকে ছাড়বে। সকাল ১১টায় ঠাকুরনগর স্টেশনে পৌঁছবে ট্রেনটি। ১৯ মার্চ বিকেল ৪টেয় লামডিংয়ে পৌঁছবে ট্রেনটি। যাত্রাপথে ট্রেনটি ঠাকুরনগর, নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, শান্তিনিকেতন, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, পাকুড়, মালদা টাউন স্টেশনে দাঁড়াবে।এভাবে ক'দিন ধরে বরাদ্ধ করা হয়েছে বেশ কিছু বিশেষ ট্রেন। এতে সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার যাত্রীরা উপকৃত হবেন।

ভবানীপুর-সহ একাধিক কেন্দ্রে টহলদারি কেন্দ্রীয় বাহিনীর

কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ ভোটের দিন ঘোষণা হতেই মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্র ভবানীপুর-সহ একাধিক কেন্দ্রে টহলদারি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। যে সব জায়গায় ভোটকেন্দ্র আছে, সেই সব জায়গায় টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এলাকা চিনিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে আছে কলকাতা পুলিশও। সোমবার সকালে গড়ফা থানার অন্তর্গত যাদবপুরের পালবাজারে রুটমার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। শহরের স্পর্শকাতর বুথগুলি ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।এদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলীয় এলাকায় কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনী তৈরি করতে ময়দানে নেমেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিশেষ করে ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায়। ফ্রেজারগঞ্জ থেকে শুরু করে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মৌসুনি, সর্বত্রই টহল দিতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। তাই সকালে থেকে আজ ভবানীপুর সহ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে টহলদারি করতে দেয়া যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আজ

অসমে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ক্যানসার কেন্দ্র সহ একাধিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস অমিত শাহের

গুয়াহাটি, ১৬ মার্চ ঃগুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাতে উদ্বোধন হয়ে গেল বহুপ্রতীক্ষিত 'প্রায়জ্যোতিষ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'। এর সঙ্গে উদ্বোধন করেছেন গোলাঘাট এবং তিনসুকিয়া ক্যানসার কেন্দ্র। এছাড়া শিলান্যাস করেছেন তিনটি জেলায় তিনটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং একটি জেলা হাসপাতালের।গুয়াহাটিতে ৬৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত অসমের চতুর্দশ অপারেশনাল মেডিক্যাল কলেজ ' প্রায়জ্যোতিষ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'টি অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামো ও চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।কয়েকটি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের উদ্বোধন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই অনুষ্ঠানের পর তিনি বিজেপির যুব সংগঠন ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার উদ্যোগে খানাপাড়ায় পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত বিশাল যুব সম্মেলনে অংশ নেবেন। ওই অনুষ্ঠানে থাকবেন যুবমোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্যা। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় কর্মী ও যুব নেতারা অংশগ্রহণ করবেন। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও যুবসম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে সম্মেলনে।

ভারী তুষারপাত জম্মু ও কাশ্মীরে বরফে ঢাকা পড়ল রাস্তাঘাট

শ্রীনগর, ১৬ মার্চ ঃ আবারও ভারী তুষারপাত জম্মু ও কাশ্মীরে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় হওয়া সত্ত্বেও, সোমবারের তুষারপাতের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের ভালেসার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। এদিন উঁচু পাহাড়ে ব্যাপক তুষারপাত হয়। উঁচু এলাকাগুলোতে নতুন করে তুষারপাত হলেও, সমভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়েছে।সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, ডোডা শহরের পৌর এলাকা ছা।। ডোডা জেলার বাকি সব স্থানের স্কুলগুলো বন্ধ ঘোষণা

কলকাতায় শুরু হলো বিরল রোগ বিষয়ক জাতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন 'পিডকন-২০২৬'

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৬ মার্চঃপ্রতিরোধজনিত বিরল রোগের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে কলকাতায় শনিবার থেকে শুরু হলো জাতীয় স্তরের বৈজ্ঞানিক সম্মেলন-'পিডকন -২০২৬'। ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর প্রাইমারি ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি এবং ফাউন্ডেশন ফর প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজেস -এর যৌথ উদ্যোগে শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।আয়োজকদের দাবি, পূর্ব ভারতে এই প্রথম জন্মগত রোগ প্রতিরোধজনিত ত্রুটি বা ' এনবর্ন এররস অব ইমিউনিটি' নিয়ে জাতীয় স্তরের এমন বড় মাপের বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক, গবেষক ও বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য হলো, বিরল এই রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো এবং নির্ভুল ও দ্রুত রোগ নির্ণয়ের উপায় খুঁজে বের করা।চিকিৎসকদের মতে, ' এনবর্ন এররস অব ইমিউনিটি' মূলত একাধিক জিনগত ত্রুটিজনিত রোগের সমষ্টি। এর ফলে শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়ে এবং আক্রান্ত ব্যক্তিরা বারবার সংক্রমণ বা জটিল প্রদাহজনিত রোগে ভোগেন। সচেতনতার অভাবে অনেক সময়ই এই রোগ নির্ণয়ে অনেক দেরি হয়ে যায়, যা রোগীর জন্য প্রাণঘাতী হতে পারে।এদিনের সম্মেলনে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুধীর গুপ্তা। আয়োজক সম্পাদক তথা ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথের শিশু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রিয়ঙ্কর পাল জানান, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে চিকিসা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করাই এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।সম্মেলনে জিন থেরাপির সম্ভাবনা, ' ফ্লো সাইটোমেট্রি' ও ' নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং'-এর মতো উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের পরিকাঠামো সম্প্রসারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষজ্ঞদের আশা, এই উদ্যোগের ফলে ভবিষ্যতে বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীরা অনেক দ্রুত উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন বলে জানান।

নন্দিনীদের অপসারণের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলের, রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট

নয়াদিল্লি,১৬ মার্চঃপশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ আমলাদের বদলি প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে এ বার রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করল তৃণমূল। রাজ্যে ভোট ঘোষণার রাতেই মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। গভীর রাতে কেন এ ভাবে বদলি করে দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।রবিবার রাতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কমিশনের এই পদক্ষেপকে ' বাঙ্গালি অস্মিতা'র ওপর আঘাত এবং বিজেপির গভীর ষ।যন্ত্র হিসেবে দেগে দিয়ে সোমবার রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট করে তৃণমূল কংগ্রেস।ভোট ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের শীর্ষ দুই প্রশাসনিক কর্তাকে সরিয়ে দেওয়ার খবরে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। সোমবার রাজ্যসভায় বিষয়টি উত্থাপন করেন তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন। রাতের অন্ধকারে কেন এভাবে সিনিয়র আধিকারিকদের সরানো হল, সেই প্রশ্ন তুলে বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি। তৃণমূলের বক্তব্য, দিল্লির ইশারাতেই কমিশন এই কাজ করেছে। প্রতিবাদে সোমবার সারাদিনের জন্য রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট করে ঘাসফুল শিবির।সংসদের উচ্চকক্ষে ' জিরো আওয়ার'-এর ঠিক আগেই শীর্ষ আমলাদের অপসারণের বিষয়টি রাজ্যসভায় তুলে ধরেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। তিনি বলেন, গভীর রাতে কমিশন মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এটি করার সমস্ত ক্ষমতা তাদের রয়েছে। রাজ্যসভায় একটি সাদা জামা পরে গিয়েছিলেন ডেরেক। নিজের পোশাকের কথা তুলে সাংসদ বলেন, ওরা (কমিশন) বলতেই পারে আমি সাদা জামা পরে নেই, নীল জামা পরে আছি। কিন্তু এই প্রতিবাদে আমরা, তৃণমূল সাংসদেরা আজকের জন্য অধিবেশনকক্ষ ত্যাগ করছি।

শুরুর ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার, সেনসেক্স ও নিফটি উর্ধ্বমুখী

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ঃ ঘরোয়া শেয়ার বাজারে সোমবার শুরুর কারবারে তেজি ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও এদিনের লেনদেন শুরু হয়েছিল পতন দিয়ে। বাজার খোলার পরেই বিক্রির চাপে সেনসেক্স এবং নিফটি- উভয় সূচকই বেশ খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রেতারা শেয়ার কেনায় সক্রিয় হওয়ায় সূচক দুটি ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয় এবং সবুজ সংকেতে পৌঁছায়। সকাল ১০টা পর্যন্ত লেনদেনের পর সেনসেক্স ০.০৫ শতাংশ এবং নিফটি ০.১৭ শতাংশ শক্তিশালী হয়ে লেনদেন করছিল।সকাল ১০টা পর্যন্ত হওয়া কারবারে বাজারের হেভিওয়েট শেয়ারগুলোর মধ্যে গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ, জেএসডাব্লিউ স্টিল, হিন্ডালকো ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্টারগ্লোব অ্যাভিযেশন এবং টাটা স্টিলের শেয়ার ২.৪৭ শতাংশ থেকে ১.৩৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে শ্রীরাম ফাইন্যান্স, কোল ইন্ডিয়া, ওএনজিসি, ম্যাক্স হেলথকেয়ার এবং ডক্টর রেড্ডিস ল্যাবরেটরিজের শেয়ার ১.৬৩ শতাংশ থেকে ০.২৪ শতাংশ পর্যন্ত পতনের সাথে লেনদেন করতে দেখা গেছে।এখনও পর্যন্ত বাজারে ২,০৪৫টি শেয়ারে সক্রিয় লেনদেন হচ্ছে। এর মধ্যে ৮৮২টি শেয়ার লাভের মুখ দেখে সবুজ সংকেতে রয়েছে এবং ১,১৬৩টি শেয়ার লোকসানের জেরে লাল সংকেতে রয়েছে। একইভাবে সেনসেক্সের অন্তর্ভুক্ত ৩০টি শেয়ারের মধ্যে ২০টি শেয়ারে কেনাকাটার চাপে সবুজ সংকেতে এবং ১০টি শেয়ার বিক্রির চাপে লাল সংকেতে রয়েছে। নিফটির অন্তর্ভুক্ত ৫০টি শেয়ারের মধ্যে ৩২টি শেয়ার সবুজ এবং ১৮টি শেয়ার লাল সংকেতে লেনদেন করছে।বিএসই-র সেনসেক্স এদিন ১৪৮.১৩ পয়েন্ট কমে ৭৪,৪১৫.৭৯ স্তরে খোলে। লেনদেনের প্রথম পাঁচ মিনিটেই বিক্রির চাপে সূচকটি আরও পড়ে ৭৪,৩৮৪.৬১ স্তরে চলে আসে। এরপর বাজারে কেনাকাটা শুরু হলে সূচকটি উর্ধ্বমুখী হয়। সকাল ১০টা পর্যন্ত কারবারের পর সেনসেক্স ৩৮.৯৩ পয়েন্ট বেড়ে৭৪,৬০২.৮৫ স্তরে লেনদেন করছিল।সেনসেক্সের মতোই এনএসই-র নিফটি এদিন ৩৫ পয়েন্ট পড়ে ২৩,১১৬.১০ স্তরে লেনদেন শুরু করে। বাজার খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই তা আরও পড়ে ২৩,০৯৮ স্তরে নেমে যায়। এরপর ক্রেতাদের আগ্রহ বাড়ায় সূচকের উন্নতি হতে থাকে এবং প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যেই তা সবুজ সংকেতে পৌঁছে যায়। সকাল ১০টা নাগাদ নিফটি ৩৯.২০ পয়েন্ট মজবুত হয়ে ২৩,১৯০.৩০ স্তরে ছিল।

সোমবার দুবাইয়ে উড়ান চলাচল স্থগিত এয়ার ইন্ডিয়া ও এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ঃ ড্রোন হানায় বিমানবন্দরের কাছে থাকা জ্বালানির ট্যাঙ্কে আগুন ধরে যাওয়ায় সোমবার সকাল থেকে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ান চলাচল অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতের উড়ান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে দুবাই থেকে এবং দুবাইগামী বিমান চলাচল স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মাঝ আকাশে থাকা বেশ কিছু বিমানকে আল-মাকতুম বিমানবন্দরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। পুরো ঘটনায় পশ্চিম এশিয়ায় উড়ান যোগাযোগ ফের ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, দুবাই বিমানবন্দরের সামনে আবারও ড্রোন হামলায় জ্বালানির ট্যাঙ্কে আগুন ধরে যায়। ঘটনার জেরে যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে দুবাই বিমানবন্দর থেকে সমস্ত বিমানের ওঠানামা সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবার ভোরের আলো ফোটার আগেই দুবাইতে ড্রোন হামলা হয়। বিমানবন্দরের সামনে একটি জ্বালানির ট্যাঙ্কে ড্রোন এসে পড়ে এবং তাতে আগুন ধরে যায়। কর্তৃপক্ষ দ্রুত সংশ্লিষ্ট বাহিনীকে আগুন নেভানোর কাজে মোতায়েন করেন। তবে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। গোটা এলাকার নিরাপত্তা এবং নজরদারি আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। ড্রোন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট জ্বালানির ট্যাঙ্কটি। বেশ কিছু ক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দুবাইয়ের অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী।

রেল পরিকাঠামোয় বড় পদক্ষেপঃমেদিনীপুরে একাধিক প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

মেদিনীপুর, ১৬ মার্চ ঃ রেল পরিকাঠামো ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শনিবার কলকাতা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো দেশবাসীকে উৎসর্গ করেন। এই পদক্ষেপের ফলে যাত্রী সুবিধা ও আঞ্চলিক রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।রেল সূত্রের খবর, ঐদিন প্রধানমন্ত্রী ' ভারত স্টেশন' প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত তমলুক এবং হলদিয়া রেল স্টেশনের উদ্বোধন করেন। এই স্টেশনগুলোতে আধুনিক প্রতীক্ষালয়, উন্নত যাত্রী পরিষেবা, যাতায়াতের সুগম ব্যবস্থা এবং দৃষ্টিনন্দন বাহ্যিক পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে।পাশাপাশি, রেলের গতি ও সক্ষমতা বাড়াতে বেলদা ও দাঁতন-এর মধ্যে নবনির্মিত তৃতীয় রেল লাইনটিরও উদ্বোধন করেন তিনি। রেল আধিকারিকদের মতে, এই অতিরিক্ত লাইনের ফলে ট্রেন চলাচলের গতি বাড়বে এবং যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনগুলো আরও সুশৃঙ্খলভাবে যাতায়াত করতে পারবে।রেল সুরক্ষাকে আরও মজবুত করতে এদিন কলাইকুণ্ডা ও কনিমাহুলির মধ্যে 'অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং' ব্যবস্থারও সূচনা করা হয়েছে। এই অত্যাধুনিক সিগন্যালিং প্রযুক্তির ফলে দুটি ট্রেনের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা সহজ হবে এবং ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটবে।এই উপলক্ষে তমলুক, হলদিয়া, বেলদা এবং কলাইকুণ্ডা স্টেশনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে জনপ্রতিনিধি, রেল আধিকারিক এবং সাধারণ মানুষের বিপুল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই প্রকল্পগুলো সচল হওয়ার ফলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও নতুন গতি আসবে।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য একটি অত্যন্ত শুভ এবং আনন্দের দিন। আবেগ এবং শক্তি আপনার জীবনকে পূর্ণ করবে, আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। আপনি যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন এবং আপনার ইতিবাচক মনোভাব আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ হবে

বৃষঃ কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। মনোক্ষুণ্ণ হবেন না বরং আকাঙ্খিত ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করুন। প্রতিকূলতাগুলিকে সাফল্যর পদক্ষেপে পরিণত হতে দিন। সঙ্কটের মুহূর্তে আত্মীয়রাও সাহায্য করবে। শুভ দিন হবে আজ

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হবে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনি উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে পারেন। তবে চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। সন্তান হতে পারে আজ

কর্কট রাশি ঃবন্ধু বান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু যত্নশীল হোন কারণ অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সকালটি খারাপ করতে পারে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখবে। এক খুশি-প্রাণোচ্ছল-স্নেহশীল মেজাজে-আপনার মিশুকে স্বভাব আপনার চারপাশে যারা আছেন তাদেরকে আনন্দ এবং খুশি এনে দেবে।

সিংহঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি প্রচুর ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। সমাজে আপনার ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করা হবে এবং লোকেরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইবে। এটি আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়ানোর সময়, আপনাকে আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ্যে প্রকাশ করার সুযোগ দেবে।

কন্যাঃ চাপ উপেক্ষা করা প্রয়োজন। এটি খুব দ্রুতগতিতে তামাক এবং মদের মত মারাত্মক মহামারীতে পরিণত হচ্ছে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজনের কারণে আপনাকে আজ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। আর্থিক উন্নতি হবে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি সামগ্রিকভাবে ভাল হবে। আপনার জীবনে ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির অনুভূতি বিরাজ করবে, যা আপনাকে আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে। কাজের সুযোগ।

বৃশ্চিকঃকোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া কোন বিশেষ প্রশংসা আপনাকে খুশি করবে। কারণ আপনি আপনার জীবন গাছের মত করে তৈরী করেছেন, যে নিজে রোদে দাঁড়িয়ে থেকে ঝলসানো রোদ সহ্য করে এবং অপরকে ছায়া দেয়।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিন খুবই বিশেষ দিন বলে মনে করা হয়। আপনি আপনার শক্তিতে একটি অনুপ্রেরণামূলক পরিবর্তন অনুভব করবেন। নতুন সম্ভাবনা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং আপনি সেগুলিতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবেন। শুভ রং হতে পারে লাল।

মকরঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিন অস্বাভাবিক চ্যালেঞ্জে ভরা থাকবে। এই দিনের চাপপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে আপনার চারপাশের পরিবেশ একটু অস্থির থাকবে। কাজের যোগাযোগ হবে।

কুম্ভঃসতর্ক থাকুন! আপনার বসের রাগ হয়তো দুর্ভাগ্যবশত আপনার ওপরেই প্রকাশ পাবে। শুভদিন হবে

মীনঃ পনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুৎসাহ

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কয়েকটি জেলায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। তবে, ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা কোথাও নেই। উত্তরবঙ্গে চলবে ভারী বর্ষণ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বেশ কিছু জেলাতে কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে শিলাবৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৬ ডিগ্রি বেশি। বিকেল অথবা সন্ধ্যার দিকে কলকাতায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৩শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৬ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫৫মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৪১মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৩মিনিটে হতে পারে।

রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের উদ্যোগে প্রথম ডিস্ট্রিক্ট পরিবেশ সেমিনার অনুষ্ঠিত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৬ মার্চ ঃ রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল, রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর এলিটের সহযোগিতায় ১৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রকৃতিঃ , সবুজ ভবিষ্যতের পথেদ শীর্ষক প্রথম ডিস্ট্রিক্ট পরিবেশ সেমিনার সফলভাবে আয়োজন করে। এই সেমিনারে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত রোটারিয়ান, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন এবং পরিবেশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ও টেকসই সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোটারির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, যেমন ডঃ অসীম কান্তি অধিকারী (ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ইলেক্ট), ডঃ পল্লবী মাজি (ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর নমিনি ডিজিগনেট), পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর শ্যামশ্রী সেন এবং পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর অশোক আগরওয়াল। তাঁরা 'পোলিও নির্মূল থেকে পরিবেশগত উদ্যোগদ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় তুলে ধরা হয় যে পোলিও নির্মূলে রোটারির বিশ্বব্যাপী সাফল্য কীভাবে পরিবেশ রক্ষার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। সেমিনারে একাধিক বিশিষ্ট বক্তা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ডঃ এন. আর. বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। পিডিজি রিন্তু গুহ নিয়োগী স্বস্তির নিশ্বাস, বায়ু দূষণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা বিষয়টি তুলে ধরেন। চন্দন গুপ্ত পরিবেশ ও রোটারি বিষয়ক বক্তৃতায় টেকসই উদ্যোগে রোটারির ভূমিকার উপর জোর দেন। ডঃ অসিত চট্টোপাধ্যায় শব্দ দূষণ বিষয়ক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে মিসেস অনুপমা ঝা পোশাক পুনর্ব্যবহার ও পুনর্নির্মাণের গুরুত্ব তুলে ধরেন, যা টেকসই জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রার্থী ঘোষণা হতেই অজয় রায়কে মিষ্টিমুখ প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর

দুরন্তবার্তা, শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৬ মার্চ ঃ গতকাল নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। লাগু হয়েছে নির্বাচন বিধি। সোমবার বিকেল নাগাদ প্রথম দফা নির্বাচনের কোচবিহারের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি। যার মধ্যে দুটি নতুন মুখ। তুফানগঞ্জের প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়িকা মালতি রাভা রায়। কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়ক সুকুমার রায়। অপরদিকে দিনহাটার প্রার্থী অজয় রায় এবং শীতলকুচির প্রার্থী সাবিত্রী বর্মন। শীতলকুচির প্রাক্তন বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মন এবার বিজেপির প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। অপরদিকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই কোচবিহার জেলা সদর কার্যালয়ে দিনাটার প্রার্থী অজয় রায় কে মিষ্টিমুখ করালেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব কর্মীরা। এই প্রসঙ্গে সদর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অজয় রায় বলেন - অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে দিনহাটার মানুষ এবার তার থেকে বেরোনোর সময় হয়ে এসেছে। সন্ত্রাস করে নয় মানুষের কাছে পৌঁছে আমরা আমাদের লক্ষ্যে এগোবো। মানুষ বিজেপির সাথে আছে। ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দিনহাটার বিজেপি নেতা অজয় রায় মূল প্রার্থীর দাবিদার ছিলেন। অপরদিকে বারংবার নির্বাচনের খবরের শিরোনামে ছিল দিনহাটা। এখন দেখার তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পরিস্থিতির বদল হয় নাকি একই ছবি আবারো দেখতে পাওয়া যাবে।

উদ্দীপনার সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ নারী কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন ও সুস্থতা প্রচারের লক্ষ্যে কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়া ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেন'স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে-এর সহযোগিতায় অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করেছে। এই উদযাপনের অংশ হিসেবে ৬ মার্চ থেকে ১০ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত 'নারী সপ্তাহ' পালন করা হয়। এই সময়ে নারী কর্মীদের জন্য বেশ কিছু তথ্যবহুল ও নির্দেশনামূলক সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল নারীদের জন্য আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ, সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা শিবির, কর্মক্ষেত্রে সঠিক শারীরিক ভঙ্গি ও স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ফিজিওথেরাপি সচেতনতা সেশন, নারী সুরক্ষা আইন ও নারী কর্মীদের আইনি সুবিধা সংক্রান্ত আলোচনা এবং মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য কর্মক্ষেত্রে যোগব্যায়াম সেশন। কর্মীদের সৃজনশীলতা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে সপ্তাহজুড়ে ফটোগ্রাফি, চিত্রাঙ্কন, কবিতা এবং নারী সুরক্ষা আইন ও আইনি সুবিধার ওপর কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

গ্যাস সংকটের প্রভাব চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী জলভরা সন্দেশে, বিকল্প জ্বালানিতে উৎপাদন বজায় রাখার চেষ্টা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ মার্চ ঃ জলভরা সন্দেশ- নাম শুনলেই জিভে জল আসে। বাংলার মিষ্টির জগতে এই বিশেষ সন্দেশের আলাদা কদর রয়েছে। বহু বছর ধরে খাদ্যরসিকদের কাছে এটি শুধু একটি মিষ্টি নয়, বরং একটি ঐতিহ্য। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবে এবার সেই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির স্বাদেও সংকটের ছায়া পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি গ্যাসের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় বাণিজ্যিক গ্যাস সরবরাহে টান পড়েছে। তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে মিষ্টান্ন শিল্পেও। বিশেষ করে হুগলির চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ তৈরির ক্ষেত্রেও এই সংকট উদ্বেগ তৈরি করেছে। জলভরা সন্দেশের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। জানা যায়, ১৮১৮ সালে এই বিশেষ মিষ্টি প্রথম তৈরি করেছিলেন সূর্য মোদক। তালশাঁসের আকৃতির বড় আকারের এই সন্দেশ একসময় 'জামাই ঠকানো মিষ্টি' নামে পরিচিত ছিল। বাইরে শক্ত করে পাক দেওয়া সন্দেশের আবরণ, আর তার ভিতরে থাকে রসে টইটম্বুর মিষ্টি তরল। খেতে গেলে হঠাৎ করেই সেই রস বেরিয়ে পড়ে, আর সেই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার কারণেই এর এমন নামকরণ হয়েছিল বলে লোকমুখে প্রচলিত আছে। দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই মিষ্টি চন্দননগরের পরিচয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। পর্যটক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দা- সবার কাছেই জলভরা সন্দেশ বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র। অনেকের মতে, অন্যান্য মিষ্টির তুলনায় এর স্বাদ এবং অভিনবত্ব একেবারেই আলাদা। ফলে এই মিষ্টির জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। তবে সাম্প্রতিক জ্বালানি সংকট মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের চিন্তায় ফেলেছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে জ্বালানি গ্যাস সরবরাহে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে হোটেল, রেস্তরাঁ এবং মিষ্টির দোকানগুলিতেও। বহু জায়গায় প্রতিদিনের মতো মিষ্টি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এমনকি কিছু নামী মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে দোকান বন্ধ করতেও বাধ্য হয়েছে বলে জানা গেছে। চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী জলভরা সন্দেশ তৈরির দায়িত্ব এখনও বহন করছেন সূর্য মোদকের বংশধর শৈবাল মোদক। তিনি জানান, তাঁদের কারখানায় সাধারণত মাসে প্রায় পাঁচটি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার হয়। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে একটি সিলিন্ডার দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে। গ্যাস শেষ হয়ে গেলে কীভাবে উৎপাদন চলবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। শৈবাল মোদকের কথায়, তাঁদের ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষের জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। ফলে উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই বিকল্প জ্বালানির পথ খোঁজা হচ্ছে। তিনি জানান, কেন্দ্র সরকারের তরফে এই সংকটকালে ডিজেল ও কেরোসিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই তাঁদের কারখানায় ডিজেল চালিত উনুন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতিতে অনেক ধরনের মিষ্টি, বিশেষ করে রসের মিষ্টি তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়বে। তবুও তাঁরা চেষ্টা করছেন যাতে জলভরা সন্দেশের উৎপাদন বন্ধ না হয়। কারণ এই মিষ্টি শুধু একটি খাবার নয়, বরং চন্দননগরের ঐতিহ্যের অংশ। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব এখন পৌঁছে গেছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির রান্নাঘরেও। তবুও বিকল্প জ্বালানির সাহায্যে জলভরা সন্দেশের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য চন্দননগরের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বঙ্গভোটের আগে নীতিবদল

তৃণমূল-বিজেপিকে একসারিতে রেখে ১০ আসনে লড়াইয়ের ঘোষণা সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ মার্চ ঃ ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিল সিপিআই (এমএল) লিবারেশন। এতদিন পর্যন্ত রাজ্যে বিজেপিকেই প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করলেও এবার দল তাদের অবস্থানে পরিবর্তন আনল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপিকে একই সারিতে রেখে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিবারেশন। সোমবার দলের রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানান, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দল ১০টি আসনে প্রার্থী দেবে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহত্তর বাম ঐক্য পুনর্গঠনের লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই সি পি আই (এম) নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা সেরে ফেলেছে লিবারেশন। যদিও কোন কোন আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে বা কারা প্রার্থী হবেন, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে দলীয় বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। গত বছরের শেষদিকে রাজ্যে নিজেদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিল সিপিআই(এমএল) লিবারেশন। সেখানে 'বাংলার বুকে চাই বামপন্থার পুনর্জাগরণ' স্লোগানকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর বাম ঐক্য গড়ে তোলার উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, লিবারেশনের এই নতুন অবস্থান কিছুটা বিস্ময়ও তৈরি করেছে। কারণ, এর আগে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বারবার বলেছেন যে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলকে এক সারিতে রাখা উচিত নয়। তিনি প্রকাশ্যে মত দিয়েছিলেন যে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বামপন্থার পুনর্জাগরণ জরুরি হলেও বিজেপিকে রুখতে প্রয়োজনে তৃণমূলকেও সমর্থন দেওয়া যেতে পারে। তাঁর মতে, বাংলায় একটি শক্তিশালী তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তির উত্থান দরকার। গত বছর বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে এই নীতির উপর ভর করেই লিবারেশন লড়াই করেছিল এবং সেখানে চারটি আসনে জয় লাভ করেছিল।

সেই অভিজ্ঞতা দলকে নতুনভাবে আত্মবিশ্বাসী করেছিল বলেই মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু বাংলার ভোটের আগে হঠাৎ করেই তাদের এই নীতিগত পরিবর্তন রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সোমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে অভিজিৎ মজুমদার জানান, বিজেপি এবং আরএসএসের বাংলা দখলের লক্ষ্যে যে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন চলছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যেমন জরুরি, তেমনই তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকেও তাঁরা সমালোচনা করছেন। তাঁর কথায়, রাজ্যে গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য বামপন্থার পুনর্জাগরণ অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যেই আসন্ন নির্বাচনে তাঁরা সরাসরি ভোটের ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলীয় সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। বৃহত্তর বাম ঐক্যকে সামনে রেখেই ১০টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের এই নীতিগত পরিবর্তন বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন আলোচনা শুরু করেছে। এখন দেখার, নির্বাচনের ময়দানে এই কৌশল কতটা প্রভাব ফেলতে পারে।

ভোট ঘোষণার পরই কমিশনের কড়া পদক্ষেপ, ভোট-পরবর্তী হিংসায় যুক্ত পুলিশকর্তাদের তালিকা চাইল নির্বাচন কমিশন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পরই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে, আগামী এপ্রিল মাসের ২৩ ও ২৯ তারিখ পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পরপরই রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল শুরু হয়েছে। রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ পুলিশের একাধিক শীর্ষকর্তাকে। এবার কমিশনের নতুন নির্দেশে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসার ঘটনায় যুক্ত বলে অভিযোগ থাকা পুলিশ আধিকারিকদের তালিকা চাওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই সেই তালিকা রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং বিভিন্ন কমিশনারেটের কর্তাদের জমা দিতে হবে। এই নির্দেশকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যের একাধিক এলাকায় হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। একই ধরনের অভিযোগ সামনে আসে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরেও। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেই সময় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এই প্রেক্ষাপটেই নির্বাচন কমিশন এবার সেই সব এলাকার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে নেমেছে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, সেই সব থানায় সেই সময় কারা অফিসার-ইন-চার্জ বা ওসি পদে ছিলেন, তাদের নাম-সহ বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী এই তালিকা সোমবার সন্ধ্যার মধ্যেই জমা দিতে হবে। এর আগেই রবিবার রাতে একটি নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১৯৯৩ ব্যাচের আইএএস অফিসার দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে। অন্যদিকে নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ১৯৯৭ ব্যাচের আইএএস অফিসার সংঘমিত্রা ঘোষকে। সংঘমিত্রা ঘোষ এর আগে নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁকে এবার হোম এবং হিল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার দুপুর তিনটের মধ্যেই নতুন মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। শুধু প্রশাসনিক স্তরেই নয়, পুলিশের শীর্ষ স্তরেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর,রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল বা ডিজি এবং কলকাতা পুলিশএর নগরপালের পদেও পরিবর্তন আনা হতে পারে। এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও না হলেও প্রশাসনিক মহলে তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই রাজ্যের প্রশাসনিক এবং পুলিশি কাঠামোতে এই বড়সড় পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী পরিবেশকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। এখন নজর রয়েছে কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

এসআইআর বিতর্কের আবহে মতুয়া ধর্মমেলাকে ঘিরে রাজনীতি, শুভেচ্ছা জানালেন অমিত শাহ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ মার্চ ঃ ভোটের আগে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এর মধ্যেই এসআইআর তালিকায় এখনও প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বিবেচনাধীন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষও রয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। এই পরিস্থিতিতে মতুয়া ধর্ম মহামেলাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক ধরনের দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা। এমন আবহেই মতুয়া সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে বাংলায় একটি বার্তা প্রকাশ করেন তিনি। সেখানে মতুয়া ধর্ম মহামেলা উপলক্ষে সম্প্রদায়ের সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তাঁর এই বার্তা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই নানা ব্যাখ্যা সামনে এসেছে। অনেকেই মনে করছেন, এস আই আর সংক্রান্ত বিতর্কের জেরে মতুয়া সমাজের মধ্যে যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে তা প্রশমিত করার জন্যই এই শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া হয়েছে। অমিত শাহ তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেন, 'পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণাবতার শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১৫তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আয়োজিত, পবিত্র মতুয়া ধর্ম মহামেলা ও পুণ্য স্নানের এই শুভক্ষণে মতুয়া সম্প্রদায়ের সকল ভাই ও বোনদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শ্রীশ্রী ঠাকুর ছিলেন এক মহান ও ঐশ্বরিক আত্মা। তিনি আমাদের চিরন্তন জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রবেশ করে ভক্তি, সাম্য ও নৈতিক জীবনবোধের অমূল্য বাণী তুলে ধরেছিলেন, যা আজও আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনায় অনুষ্ঠিত মতুয়া ধর্ম মহামেলা ২০২৬-এ এই মহান আদর্শগুলির প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আরও দৃঢ় হোক এই প্রার্থনাই করি।' মতুয়া সম্প্রদায় রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিচিত। প্রতিবছর পুণ্যস্নান উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্ত ঠাকুরনগরে ভিড় জমান। এই সময় উত্তরাখণ্ড, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিশেষ ট্রেন এবং এক্সপ্রেসে চেপে ভক্তরা ঠাকুরনগরে পৌঁছন। এমনকি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ থেকেও বহু মতুয়া ভক্ত এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে

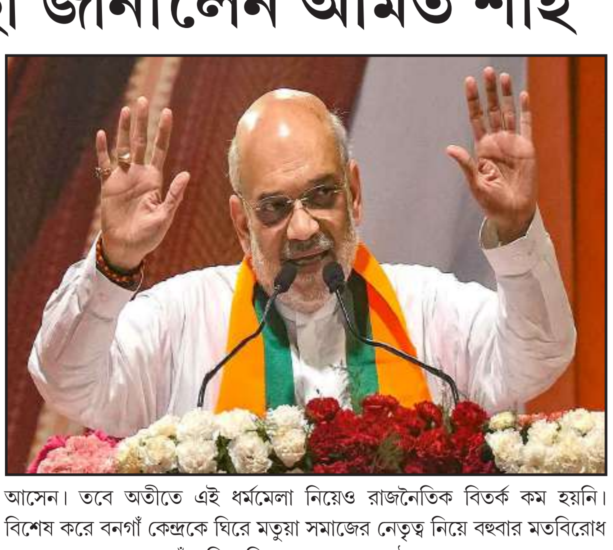

আসেন। তবে অতীতে এই ধর্মমেলা নিয়েও রাজনৈতিক বিতর্ক কম হয়নি। বিশেষ করে বনগাঁ কেন্দ্রকে ঘিরে মতুয়া সমাজের নেতৃত্ব নিয়ে বহুবার মতবিরোধ সামনে এসেছে। বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর এবং প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুরের মধ্যে মেলার আয়োজন নিয়ে অতীতে একাধিকবার প্রকাশ্যে বিরোধ দেখা গিয়েছিল। সেই বিরোধের জেরে মতুয়া ভক্তদের মধ্যেও বিভাজনের ছবি দেখা যায়। তবে এবারের পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। জানা গিয়েছে, এবার ঠাকুর নগরের ঠাকুরবাড়িতে থাকা তিনটি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ একত্রিত হয়ে মেলার আয়োজন করছে। দীর্ঘদিন পর এই ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগকে অনেকেই ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। সব মিলিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মতুয়া ধর্ম মহামেলা এবং সেই আবহে অমিত শাহের শুভেচ্ছা বার্তা রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখন দেখার, এই ঘটনাপ্রবাহ আগামী দিনে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলে।

ঘোষণার পরই ইডির তল্লাশি, কলকাতা সহ একাধিক জেলায় অভিযান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরই আবারও তল্লাশি অভিযানে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। অবৈধ কলসেন্টার এবং আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত একটি মামলাকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় একযোগে অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। নির্বাচনের ঘোষণার পরদিনই এই অভিযান ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে কলকাতার বোড়াল এলাকায় একটি বাড়িতে হানা দেন ইডির আধিকারিকরা। পাশাপাশি রাজ্যের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। হাওড়া, দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়ি-সহ মোট প্রায় ১০টি জায়গায় একযোগে এই অভিযান চলছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের ভিত্তিতেই অবৈধ কলসেন্টার এবং আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত মামলায় এই অভিযান শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে ইডির তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তল্লাশি অভিযানে উল্লেখযোগ্য কোনও নথি বা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে কিনা, তাও এখনও স্পষ্ট নয়। এই মামলায় এর আগেও একাধিকবার কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ইডি। তদন্তকারীদের দাবি, শহরের বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি ভাবে কলসেন্টার চালিয়ে বিদেশি নাগরিকদের টার্গেট করা হত। এর আগে বেনিয়াপুকুর এলাকার একটি বহুতলেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল। একই মামলায় কৈখালি এলাকাতেও অভিযান চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। ইডি সূত্রে জানা যায়, সফটওয়্যার পরিষেবা বা প্রযুক্তিগত সহায়তার নাম করে বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হত। এরপর বিভিন্ন কৌশলে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হত। সেই তথ্য ব্যবহার করেই আর্থিক প্রতারণা চালানো হত বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ। এই ধরনের একাধিক অভিযোগ সামনে আসার পরেই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

ঈদ উল ফেতরকে সামনে রেখে প্রশাসনিক সভা জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৬ মার্চ ঃ পবিত্র রমজান মাস চলছে।আর কয়েকদিন পরে খুশির উৎসব ঈদ উল ফেতর। এই উৎসবের আগে সোমবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে এক বিশেষ আলোচনা সভা হয়ে গেল।যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকার, উওর দুর্গাপুর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা নূর জামাল গাজী, লক্ষীনারায়নপুর মসজিদের ইমাম আব্বাস উদ্দিন মন্ডল, উওরপাড়া মাদ্রাসার ইমাম আবদুল জব্বার, পদ্মেরহাট জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ আবুল কালাম,জয়নগর বিদ্যুৎ অফিসের স্টেশন মাস্টার সাইফুল লস্কর,জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্রের আধিকারিক সহ আরো অনেকে।ঈদ উৎসবকে কিভাবে পালন করতে হবে সেই বিষয়ে এদিন আলোকপাত করা হয় এই আলোচনা সভায়।এদিন জয়নগর থানার পক্ষ থেকে রমজানের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

খাটিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে অভিনব প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৬ মার্চ ঃ রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক গ্যাস সরবরাহে কেন্দ্রের হঠকারী সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে সোমবার জয়নগর বিধানসভা তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জয়নগরে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল হয়ে গেল।এদিন জয়নগরের বিদায়ী বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদন থেকে শুরু করে এই মিছিল তালপুকুর মোড়, সিনেমাতলা, রথতলা হয়ে জয়নগর থানার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।এদিনের মিছিলে পা মেলালেন জয়নগরের বিদায়ী বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক,জেলা পরিষদ সদস্যা বন্দনা লস্কর,জয়নগর এক নং ব্লক নেতৃত্ব তুহিন বিশ্বাস,জয়নগর দু নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ,জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াংকা মন্ডল,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল জয়হীন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, হারুন মোল্লা, চন্দন চ্যাটার্জী, আবুল কাহার মোল্লা সহ আরো অনেকে।এদিন খাটিয়া করে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে মালা পড়িয়ে, খই ছড়িয়ে অন্তেষ্টিক্রিয়া যাত্রার মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ করা হয় তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে।

বিধানসভা ভোটের আগে ফুরফুরা শরিফে আরাবুল ইসলাম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৬ মার্চ ঃ ভোটের আবহ ক্রমেই ঘনাচ্ছে রাজ্যে। ইতিমধ্যেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে ভাঙড়ের পরিচিত রাজনৈতিক মুখ আরাবুল ইসলামকে ঘিরে। সোমবার তিনি হঠাৎ করেই উপস্থিত হন ফুরফুরা শরিফে। সেখানে গিয়ে নাম না করেই তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। আরাবুলের এই সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে যে তিনি ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফে যোগ দিতে পারেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, দল ছাড়ার ইঙ্গিত দেওয়ার পর ফুরফুরা শরিফে তাঁর এই সফর কার্যত ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থানেরই ইঙ্গিত। এই বিষয়ে আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকিও জানিয়েছেন, আরাবুল ইসলাম তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে তিনি জানিয়েছেন। তবুও আরাবুলের এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে আলোচনা তুঙ্গে উঠেছে। ভাঙড়ের রাজনীতিতে আরাবুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরেই এক প্রভাবশালী নাম। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বরাবরই অম্লমধুর বলে পরিচিত। একসময় ভাঙড় এলাকায় তাঁর দাপট নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা ছিল। স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁকে অনেকেই 'তাজা নেতা' বলেও অভিহিত করেন। তবে বিতর্কও কম নয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে। কয়েক বছর আগে এক কলেজ শিক্ষিকার মাথায় জগ ছুড়ে মারার মতো গুরুতর অভিযোগে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরে অবশ্য তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেয় এবং তিনি আবার দলে ফিরে আসেন। দলে ফিরে আসার পর আবারও নিজের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন আরাবুল ইসলাম। ভাঙড় এবং সংলগ্ন এলাকায় তাঁর সমর্থকদের সক্রিয় উপস্থিতি রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দেয়। অনেকের মতে, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে আরাবুল ইসলামেরই প্রভাব ছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের আরেক প্রভাবশালী নেতা শওকত মোল্লার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে দুই নেতার মধ্যে মতবিরোধ বারবার সামনে আসে। দলীয় নেতৃত্ব বারবার এই দ্বন্দ্ব মেটানোর চেষ্টা করলেও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। প্রায় তিন বছর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ভাঙড় এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার ঘটনায় উসকানির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন আরাবুল ইসলাম। পরে অবশ্য তিনি জামিনে মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়ে সমর্থকদের অভ্যর্থনা নিয়ে মালা পরে ভাঙড়ে ফেরার ঘটনাও সেই সময় আলোচনায় উঠে আসে। কিন্তু শওকত মোল্লার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব যে শেষ হয়নি, তা পরবর্তী সময়ে বারবার প্রকাশ্যে এসেছে। এবার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আবারও সেই দ্বন্দ্ব সামনে চলে এসেছে। আরাবুল ইসলামের অভিযোগ, তিনি বর্তমানে দলে কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। তিনি বলেন, একজনের প্ররোচনায় তাঁকে তিনবার দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং জেলে পাঠানো হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, যদি দল থেকে বহিষ্কারই করা হয়ে থাকে তাহলে তাঁকে জেলে পাঠানোর প্রয়োজন কী ছিল? যদিও তিনি সরাসরি কারও নাম উল্লেখ করেননি, রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে তাঁর এই মন্তব্যের নিশানায় ছিলেন শওকত মোল্লাই। এই পরিস্থিতিতে আরাবুল ইসলামের ফুরফুরা শরিফ সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ ফুরফুরা শরিফকে কেন্দ্র করেই আইএসএফের রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে। তাই অনেকেই মনে করছেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি নওশাদ সিদ্দিকির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে নামতে পারেন। যদিও এখনও পর্যন্ত আরাবুল ইসলাম নিজে এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। সব মিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরাবুল ইসলামকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই নতুন রাজনৈতিক জল্পনা ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আগামী দিনে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান কী হয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।সব মিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরাবুল ইসলামকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই নতুন রাজনৈতিক জল্পনা ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আগামী দিনে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান কী হয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

ঐতিহ্যবাহী কাঁকড়া বুড়ি মায়ের পূজা অর্চনায় জন মানুষের ঢল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ১৬ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের শিবনগর আবাদে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী কাঁকড়া বুড়ি মায়ের পূজা অর্চনা। ১১ ই মার্চ বুধবার এই পুজোর সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর ও বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, ছিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা পুজো কমিটির সহ-সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পুজো কমিটির সহ-সভাপতি বিদ্যুৎ বাবু বলেন, এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর উপস্থিতি সহ দূরদূরান্ত থেকে অগণিত হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে এই মেলা প্রাঙ্গন। দশ দিন ধরে চলবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথা নামখানা ব্লকের বৃহত্তম উৎসব কাঁকড়া বুড়ি মা অথবা চণ্ডী চিল উড়া মা নামে পরিচিত। এই বছর ৬৭ তম বর্ষে পদার্পণ করল। তিনি আরো বলেন, নদীতে ঘটত্তোলন করতে গিয়ে এই বছর আকাশে চারটি চণ্ডী চিল এবং নদীতে কাঁকড়া দেখা গিয়েছে। মায়ের অসীম কৃপায় এই বছর পুজোতে একটা আলাদা মাত্রা দিয়েছে। মন্দিরে সাক্ষাৎ মা বিরাজমান হয়েছে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ছাড়িয়ে অন্য জেলা থেকে অনেকে দোকান নিয়ে এসেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন দোকানদার বলেন, নামখানা ব্লকের এই কাঁকড়া বুড়ি মায়ের পূজা অর্চনায় এই নিয়ে আমি চার বছর এসেছি। এখানে দোকানে বিক্রি বাট্টা ও ভালো হয়। দশ দিন ধরে পুজো পার্বণ চললেও কিন্তু পুজো শেষ হওয়ার পরেও এখানে দোকানে বিক্রি বাট্টা থাকে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে এই বছর প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি ছোট, বড় মিলে অনেক রকমারি দোকান বসেছে। এখানে সবচেয়ে আশ্চর্য্যতম দিক হলো স্থানীয় ছাড়াও বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষের মায়ের কাছে মানত থাকে বাতাসা লুট করা। কুইন্টাল কুইন্টাল বাতাসা লুট করা হয়। এই পুজোর দিনগুলোতে স্টার জলসার সুপার সিঙ্গারদের নিয়ে বিচিত্রা অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে লোকসংগীত, সংকীর্তন ও যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকায় চলছে নাকা চেকিং

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ মার্চ ঃ বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকায় শুরু হয়েছে নাকা চেকিং।বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণার পর থেকেই শহরে নাকা চেকিং অভিযানে নেমেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। রবিবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে বাকি চার রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়। এরপরেই তৎপরতা দেখা যায় হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে। এদিন থেকেই হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাসের টিকিয়াপাড়া স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে নাকা চেকিং করে বিভিন্ন গাড়ি তল্লাশি করতে দেখা যায় হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ আধিকারিদের। যে সমস্ত ব্যক্তিগত গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া যতদিন না সমাপ্ত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত লাগাতার এই ধরনের অভিযান চলবে বলে জানা গিয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে। সবমিলিয়ে নির্বাচন ঘোষণা হতেই তৎপর হাওড়া সিটি পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১০৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২ চৈত্র, ১৪৩২

নীল বিদ্রোহে নির্ভীক নেত্রী

নীল বিদ্রোহের নির্ভীক নেত্রী প্যারীসুন্দরী দেবী। ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এমন কিছু সাহসী নারী আছেন, যাঁরা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক উজ্জ্বল কিন্তু অনেকটাই বিস্মৃত নাম হল প্যারীসুন্দরী দেবী। অবিভক্ত বাংলার নদিয়া ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে প্রবল গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেখানে এক দৃঢ়চেতা নারী জমিদার নিজের প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন;তিনি ছিলেন প্যারীসুন্দরী দেবী। প্যারীসুন্দরী দেবীর জন্মতারিখ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তাঁর পিতার নাম ছিল রামানন্দ সিংহ এবং স্বামীর নাম কৃষ্ণনাথ সিংহ। অল্প বয়সেই তিনি বিধবা হন এবং নিঃসন্তান অবস্থায় জীবনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়। তাঁর পিতা রামানন্দ সিংহ কুমারখালির ইংরেজ রেশম কুঠির নায়েব ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে কাজ করার সময় কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর অঞ্চলে জমিদারির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই জমিদারির একাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পান প্যারীসুন্দরী দেবী। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী এবং জমিদারির প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনায় দক্ষ। এই সময় বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্রিটিশ নীলকররা কৃষকদের জোর করে নীল চাষে বাধ্য করত। কুষ্টিয়া অঞ্চলে কুখ্যাত নীলকর টমাস আইভান কেনী অত্যাচারের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। কৃষকদের ওপর নীল চাষ চাপিয়ে দেওয়া, শারীরিক নির্যাতন ও লুটতরাজ;এসব অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত নির্যাতিত কৃষকেরা আশ্রয় ও ন্যায়বিচারের আশায় ছুটে যান প্যারীসুন্দরী দেবীর কাছে। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি চুপ করে থাকেননি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদের পথ বেছে নেন। প্রথমে তাঁর লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু নীলকর কেনীর শক্তি ও প্রভাবের সামনে সেই প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং কেনী তার ভাড়াকুঠি লুঠ করে আরও অত্যাচার বাড়িয়ে তোলে। এই অপমান ও অত্যাচারের জবাব দিতে প্যারীসুন্দরী দেবী নতুন করে কৃষক আন্দোলনের সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে চাষী ও মজুরদের একত্রিত করে নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেন। তাঁর নেতৃত্বে কৃষকরা কেনীর শালঘর ও মধুয়ার কুঠি আক্রমণ করে। সেই আক্রমণে কেনী প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর কেনী প্যারীসুন্দরীর বিরুদ্ধে মামলা করে। আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি নির্ভয়ে ঘোষণা করেছিলেন; আমার লাঠিয়ালরা সাহেবের কুঠি লুঠ করেছে জেনে আমি গর্বিত। বাঙালির মেয়ে হয়ে সাহেবের কুঠি লুঠ করেছি;এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে! এই কথায় অপমানিত হয়ে কেনী ঘোষণা করে;যে প্যারীসুন্দরীকে জীবিত ধরে আনতে পারবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তাকে কুঠিতে বন্দি করে রাখা হবে। কিন্তু সাহসী প্যারীসুন্দরীও পাল্টা ঘোষণা করেন;যে কেনীর মাথা এনে তার সামনে রাখতে পারবে তাকেও তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। এরপর আবারও কৃষক জনতা ও প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল বাহিনী কেনীর কুঠিতে আক্রমণ চালিয়ে সেটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। কেনী আবারও পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। তবে এই সংঘর্ষে দারোগা মহম্মদ বক্স নিহত হন। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার প্যারীসুন্দরীর বিরুদ্ধে কঠোর মামলা দায়ের করে। বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।

সুরের জাদুকর সতীনাথ

উৎপলা সেন যখন বাড়ি ফিরলেন, বিকেলের শেষ আলোটুকু মুছে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারপাশ ঘিরে ধরেছে। বাইরে থেকেই শোনা যাচ্ছে সতীনাথের রেওয়াজ। সারা বাড়ি আলোয় ঝলমল করলেও সংগীত কক্ষটি নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত। বিদ্যুত সংযোগের কোনো বিভ্রাট ঘটেছে কি না, সেই চিন্তায় উৎপলা ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা ঠেললেন। ভেতরে পাখা বা আলো কিছুই চলছে না। অন্ধকারে হাতড়ে সুইচবোর্ডের বোতাম টিপতেই ঘর আলোকিত হয়ে উঠল এবং সেই মুহূর্তে এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখে উৎপলা কার্যত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন! সামনে বসে আছেন সতীনাথ, হাতে ধরা প্রিয় তানপুরাটি, নয়ন দুটি নিমীলিত। নিবিষ্ট চিত্তে তিনি সুরের আরাধনা করে চলেছেন। তাঁর সমস্ত পিঠ জুড়ে কালো হয়ে অগণিত মশা দংশন করেই চলেছে, অথচ সেই যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র অনুভূতি তাঁর চেতনায় নেই। সুরের অতল গভীরে তিনি এতটাই মগ্ন যে দেহের তুচ্ছ অস্বস্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না। সতীনাথের এই একাগ্রতার কাহিনী মনে করিয়ে দেয় মহর্ষি বাল্মীকির সেই কিংবদন্তিপ্রতিম কৃচ্ছ্রসাধনের কথা। ধ্যানমগ্ন আদি কবির শরীর ঘিরে যেমন অলক্ষ্যে উইয়ের ঢিবি গড়ে উঠেছিল, অথচ তিনি ছিলেন বাহ্যজ্ঞানহীন; সতীনাথের এই সুর-তপস্যাও যেন সেই ঋষিকল্প তিতিক্ষারই আধুনিক সংস্করণ। সুরের সাধনায় শরীরী অস্তিত্বকে ভুলে যাওয়ার এই শক্তি কেবল একজন প্রকৃত সাধকের পক্ষেই সম্ভব। উৎপলা যখন তাঁর পিঠ থেকে মশাগুলো সরিয়ে দিতে উদ্যত হলেন, সেই স্পর্শে সতীনাথের সম্বিত ফিরল। সেদিন উৎপলা সেন আকাশবাণীর রেকর্ডিংয়ে গিয়েছিলেন, আর সতীনাথ বাড়িতে একা ছিলেন। গানের নতুন সুর সৃষ্টির নেশায় তিনি সেই দুপুর থেকে তানপুরা নিয়ে বসেছেন, মধ্যাহ্নভোজনটুকু করার কথাও বিস্মৃত হয়েছেন। সময়ের প্রবাহ যে বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যায় এসে ঠেকেছে, সেই বোধটুকুও তাঁর ছিল না। স্বামীর এই অসামান্য নিষ্ঠা দেখে উৎপলার চোখ সেদিন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। সেদিন তিনি নতুনভাবে অনুভব করেছিলেন, সতীনাথ কেবল একজন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীই নন, তিনি শিল্পের অনেক উঁচু স্তরের এক মানুষ। পবিত্র মিত্রের লেখনীতে আর সতীনাথের সুর ও দরাজ কণ্ঠের জাদুতে ১৯৫৭ সালে জন্ম নিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

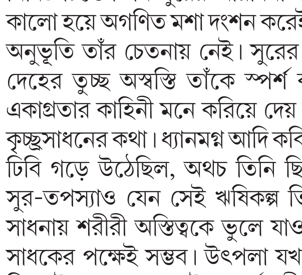

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন। মা কালী দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পুজো করতে হবে। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করে তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

ভারত ভাগ না করে কীভাবে স্বাধীনতা লাভ করা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন সুভাষচন্দ্র

বিশেষ প্রতিবেদক

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু চেয়েছিলেন যে, মুহম্মদ আলি জিন্নাহই স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হোন। বস্তুতঃ মুহম্মদ আলি জিন্নাহ যদি পাকিস্তান দাবির প্রস্তাব শিথিল করে অবিভক্ত ভারতের মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব কার্যকর করবার সিদ্ধান্তে রাজি হয়ে যেতেন;তাহলে হয়ত ভারত ভাগ হত না, এবং একই সাথে যে, ভারতের ভাগ্য এদেশের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপরে নির্ভর করছে। বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রধান গ্যারান্টি বলেই মনে করতেন। এখানে বলাই বাহুল্য যে, দেশবন্ধুর মানস-পুত্র হিসেবেই সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এই মানসিকতা লালিত ও পালিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ একথাও

সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ করবারও প্রয়োজন হত না। এর ফলে মুহম্মদ আলি জিন্নাহই অখণ্ড স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে, সুভাষচন্দ্র নিজেই এই প্রস্তাব মুহম্মদ আলি জিন্নাহর কাছে, এবং একইসাথে জহরলাল নেহরুর কাছেও দিয়েছিলেন। কিন্তু জিন্নাহ ও নেহরু;উভয়েই সুভাষচন্দ্রের এই প্রস্তাবে একমত হননি। আর শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং নেহরু-জিন্নাহর মিলন অসম্ভব বুঝতে পেরেই সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত এক অনন্যোপায় সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বোম্বাইতে জিন্নাহর সঙ্গে শেষবার সাক্ষাৎ করে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মঞ্চে সামিল হওয়ার, এবং জিন্নাহকে দেশের ভাবি প্রধানমন্ত্রীরূপে মেনে নেওয়ার যে প্রস্তাব করেছিলেন, আর জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই জওহরলালের কাছে ছুটে যান; এই কাহিনী হল এক ঐতিহাসিক সত্যি। ভিন্নভাবে বললে, ভারতবর্ষের ইতিহাস একটা বাঁকের মুখে পৌঁছে কিভাবে ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছিল;এটা হল সেই ঐতিহাসিক কাহিনী।

সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই সে সত্যটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, সেটা হল স্মরণীয় যে, দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' প্রণয়নের পরিবেশেই সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল, এবং এই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যই তাঁর কাছে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। আসলে সুভাষচন্দ্র তখন যে নিষ্ঠুর এবং নির্মম সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন, সেটা হল যে, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের সিংহভাগই কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল হতে পারেননি। একইসাথে তিনি ভালোভাবেই একথাও জানতেন যে, যদিও ইংরেজদের কূট-রাজনীতি এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের ইন্ধন যুগিয়েছিল, কিন্তু তবুও মুসলিম লীগই তখন এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। আর এই বাস্তব সত্যকে মেনে নিয়েই সুভাষচন্দ্র তখন লীগের সঙ্গে একটা আপোষ, এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মন জয় করবার চেষ্টায় ব্রতী হন। আর তাই হরিপুরা কংগ্রেস শেষ হওয়ার পরেই সুভাষচন্দ্র প্রথম যে কাজটা করেছিলেন, সেটা ছিল মিঃ জিন্নাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ইতিহাস বলে যে, ১৯৩৮ সালের ১১ই মে তারিখে তাঁদের মধ্যে এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল, এবং এরপরে একনাগাড়ে চারদিন ধরে আলোচনা চলে।

এসময়ে সুভাষচন্দ্র বসু বোম্বাইয়ের ২৬নং মেরিন ড্রাইভের একটি বাড়িতে, এবং মিঃ জিন্নাহ মালাবার হিলসে লিটল গিবস রোডের একটি বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। আর পর পর চারদিন তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলবার পরে অবশেষে ১৪ই মে তারিখে জিন্নাহ-বসু প্রস্তাব বিনিময় হয়েছিল। তখন সুভাষচন্দ্র জিন্নাহের কাছে তাঁর প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন ১৪ই মে তারিখে, আর জিন্নাহ এর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন ৬ই জুন তারিখে। এরপরে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সুভাষ-জিন্নাহর মধ্যে পত্রালাপ ও প্রস্তাব বিনিময় চলেছিল। এর প্রথমদিকে জিন্নাহ সুভাষচন্দ্রকে মুসলিম লীগ একজিকিউটিভ কমিটির যে প্রস্তাবটি জানিয়েছিলেন, সেটা এরকম ছিল-মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানগণের প্রামাণিক ও প্রতিনিধি স্থানীয় সংগঠন;একমাত্র এই ভিত্তি ছাড়া কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম মীমাংসার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা বা কংগ্রেসের নিকট এই প্রস্তাব করা কখনই সম্ভবপর নয়।(১৯৩৮ সালের ৬ই জুন তারিখে সুভাষচন্দ্রকে লেখা জিন্নাহর পত্র) এরপরে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৮ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে জিন্নাহকে একটি পত্র পাঠিয়ে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেটার মর্মার্থ ছিল যে, মুসলিম লীগই যে মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন; একথা কংগ্রেসের পক্ষে কিভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব? সুভাষচন্দ্র নিজের এই পত্রে তাঁকে জানান- 'ওয়ার্কিং কমিটি আশা করে যে, লীগ কাউনসিল কংগ্রেসকে অসম্ভব কিছু করতে বলবে না। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, লীগের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করতে এবং হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মতো বহু বিতর্কিত প্রশ্নের একটি সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত হতে কংগ্রেস কেবলমাত্র ইচ্ছুক নয় আগ্রহীও বটে। এই পর্যায়ে কংগ্রেসের দাবি কি তাও বলে রাখা ভালো। যদিও অগণিত কংগ্রেস সদস্যদের তালিকায় সর্বাধিক নাম যাঁদের তাঁরা হিন্দু; এ কথা মেনে নিলেও বহু সংখ্যক মুসলিম এবং বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরাও কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত। তবুও ওয়ার্কিং কমিটি আনন্দিত হবে যদি আপনার কাউনসিল কংগ্রেসের সঙ্গে এমন একটা বোঝাপড়ায় আসে যাতে আমরা জাতীয় অখণ্ডতা অর্জন করতে পারি এবং একই ভবিষ্যতের জন্য সর্বান্ত করণে কাজ করে যেতে পারি।'

অন্যদিকে এসময়ে সুভাষচন্দ্র মুসলিম লীগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যত তাড়াতাড়ি একটা সুরাহার পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, এর বিপরীতে তাঁর নিজের দলেই কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের পায়ের তলা থেকে পাটাতক সরিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত ততই দ্রুতলয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। আর শেষপর্যন্ত এরই ফলস্বরূপ একটা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়ে সুভাষচন্দ্র যেমন জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের সঙ্গে আর কোন রাজনৈতিক মীমাংসার অবসান ঘটাতে পারেননি, ঠিক তেমনই চক্রান্তেরই শিকার হয়ে দেশে থেকে এই স্বাধীনতা যুদ্ধ করা সম্ভব নয় ও জেলে পচে মরা ছাড়া তাঁর সামনে কোন অন্য পথ নেই;একথা চিন্তা করে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাই সেদিন যদি সুভাষচন্দ্র ও জিন্নাহর মধ্যে এই রাজনৈতিক মীমাংসা সফল হত, তাহলে হয়ত ভারত ভাগ হত না, সুভাষচন্দ্র দেশ ত্যাগ করতেন না, এবং জিন্নাহই স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু এই কাহিনীতে পৌঁছাবার আগে আরেকটু পিছনের কাহিনীতে যেতে হবে।

স্বাধীনতার আগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে কংগ্রেসের আপোষকামী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। এসময়ে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করবার জন্যই মূলতঃ বামপন্থী ও প্রগতি পন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। আর এরই সমর্থনে তখন ১৮ই আগস্ট তারিখে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রাদেশিক কিষাণসভা, লেবার পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন ও প্রগতি লেখক সংঘ মিলিতভাবে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল। একইসময়ে এই যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন করাকে কেন্দ্র করেও বিরোধ দানা বেঁধে উঠেছিল; এবং কংগ্রেসের মধ্যে ন্যাশনাল ফ্রন্টই তখন সর্ব প্রথম সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল। তারপরে ১৯৩৮ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে সাজ্জাদ জাহির, জেড. এ. আমেদ, মোহন সিং যশ, ভগৎ সিং, রামমূর্তি, পি. সুন্দরাইয়া, ই. এম. এস. নামুদ্রিপাদ প্রমুখ কংগ্রেস স্যোসিয়ালিস্ট পার্টির সদস্যরা একটি বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন দাবি করেন। অতঃপর ঠিক একইভাবে ২২শে অক্টোবর তারিখে হুমায়ুন কবীর, সৈয়দ হাসান আলী, মোয়াজ্জেম আলী চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, আবুল মনসুর আমেদ, এ. রশিদ খাঁ প্রমুখ মুসলিম নেতারা সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

কলকাতার ডায়েরি ঃ কলকাতা বিষয় গবেষকদের উৎসাহ করে

বুদ্ধদেব মিশ্র

বছর ত্রিশেক পরে আরও বিস্তার লাভ করে এই আদালত ভবন, কিন্তু ১৭৯২ সালে বাড়িটি বিপজ্জনক ঘোষিত হওয়ায় তা ভেঙে ফেলা হয়। ভাবুন, আজ থেকে ২৩৪ বছর আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে যে ভবন, তার স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে শহরের ব্যস্ততম রাস্তাগুলির একটি।

জানেন কি, এই ওল্ড কোর্ট হাউজেই ১৭৭৫ সালে কাঠগড়ায়

দাঁড়ান মহারাজা নন্দকুমার? ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার জাঁতাকলে পড়ে যাঁকে গলায় পরতে হয় ফাঁসির দড়ি। সৌজন্যে প্রধানত বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস, যাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিলেন নন্দকুমার। এবার চলে আসুন লালদীঘির পশ্চিম পাড়ে, জিপিও অর্থাৎ জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে। জিপিও সম্পর্কে নতুন করে বিশেষ কিছু বলার নেই। স্রেফ দুটো কথা। এক, বিবাদী বাগ এলাকায় গেলে জিপিও-র সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করেছেন নিশ্চয়ই। লালদীঘির দিকে মুখ করে দাঁড়ালে জিপিও-র বাঁ পাশে একটা লোহার গেট। সেই গেটের পাশে একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, মাটিটা কিছুটা অসমান। কয়েক বছর আগেও মাটির তলা থেকে সামান্য বেরিয়ে থাকত একটা মাঝারি মাপের নলের ডগা। খুব অবাক হবেন কি, যদি জানতে পারেন যে এই নল আসলে ছিল একটা কামানের মুখ?

জিপিও কি যুদ্ধের কাজে ব্যবহার হয়েছিল? না, হয়নি। কিন্তু আজ যেখানে জিপিও, সেখানেই ছিল ফোর্ট উইলিয়াম, এবং এই গোটা এলাকা ছিল গোবিন্দপুর গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। সুতানুটি, গোবিন্দপুর, এবং কলিকাতা মিলিয়েই প্রধানত আজকের কলকাতা। আজ আমরা যাকে ফোর্ট উইলিয়াম বলে জানি, তা আসলে 'নতুন' ফোর্ট, যদিও নয় নয় করে বয়স প্রায় ২৫০! পুরনোটি ১৭৫৬ সালে আক্রমণ এবং দখল করেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা, যার জেরে তার পরের বছর লেগে যায় পলাশীর যুদ্ধ। তো সিরাজের আক্রমণের সময় যেসব কামান ব্যবহার হয়, তারই কয়েকটি যদি আজও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে কলকাতার পথেঘাটে, খুব বেশি অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সেই আক্রমণ চলাকালীনই ঘটে কুখ্যাত 'ব্ল্যাক হোল অফ ক্যালকাটা'-র ট্র্যাজেডি। অন্তত সমকালীন ব্রিটিশ সেনা অফিসার জন হলওয়েল-এর দাবী অনুযায়ী। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে লোহার গেটের কথা একটু আগে জানলেন, মোটামুটি সেই জায়গাতেই ছিল একটি ছোটখাটো সেন্ট্রি হাউজ, অর্থাৎ সান্ত্রীদের ঘর। সিরাজের আক্রমণের সময় ওই ঘুপচি ঘরে নাকি কয়েদ হন অসংখ্য ইংরেজ নারী, পুরুষ এবং শিশু, এবং সারারাত আটকে থাকার ফলে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় অনেকেরই। অন্ধকার সেই কয়েদখানার বর্ণনা দিতে হলওয়েল ব্যবহার করেন 'ব্ল্যাক হোল' শব্দবন্ধ, যা পরবর্তীতে স্থান পায় মহাকাশ বিজ্ঞানেও।

সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনেই স্থাপিত হয়েছিল 'ব্ল্যাক হোল' স্মৃতিসৌধ, যা ১৯৪০-এর দশকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সহ একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর দাবী মেনে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার। আজ কোথায় সেই সৌধ? সেন্ট্‌ট জনস চার্চে গেলে সেই সৌধ দেখতে পাওয়া যাবে। কলকাতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাস এত বেশি রোমাঞ্চকর যে তাকে না জানলে বহু তথ্য অজানা থেকে যায়। শিক্ষা থেকে শুরু করে শিল্প সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে বাংলা তথা কলকাতার ইতিহাস কম নয়। বিশাল তার আকৃতি।

(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র)

বাংলার প্রথম ভোট ঃ নেই কোনও সন্ত্রাস, নেই ছাপ্পা ভোট

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯৫২ সাল। জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ। 'ভারত' নামক স্বাধীন দেশের প্রথম ভোট। বউবাজার কেন্দ্রের ওয়েলিংটন স্ট্রিটের কর্পোরেশন মডেল স্কুল ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এসেছেন তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে। সেখানে নেই কোনও দলীয় স্লোগান। নিরাপত্তা বাহিনী নেই কড়াকড়ি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোট দিচ্ছেন বিধানচন্দ্র রায়। মানুষজন ভোট দিচ্ছেন, বুথ থেকে বেরিয়ে আসছেন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের এখন থেকে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলের নেতারা। নেতাদের চারদিকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দিল্লি থেকে এসে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারা এ রাজ্যের ভোট কেন্দ্রগুলিতে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব গ্রঙম করেছে। ব্রিডে জনসমাবেশ ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলি ভোট করতে নারাজ। তারা সেখানে রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের নিয়ে এসেতাদের রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে ব্যস্ত থাকে। অতীতের ভোট রাজনীতির চিত্রটা ছিল বলতে গেলে আড়ম্বরহীন। কোনও জোরদার প্রচার ছিল না। ছিল না ফ্লেক্সের প্রচার। বাইক মিছলি ছিল না। শুধু মাত্র দলের প্রতিনিধিরা ভোটারদের দরজায় দাঁড়িয়ে হাত জোর করে ভোট চাইতো। সেই চাওয়ার মধে ছিল আবেদন। সেঅ ভোট চাওয়ার আবেদন আখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। ভোট রাজনীতর কৌশলটা এখন পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছে। হেভিওয়েট নেতারা 'হেলিকপ্টার ছাড়া ভোট প্রচার করতে নারাজ। ব্রিগেট ছাড়া মহা সমাবেশ করা যায় না। রাস্তা ঘাট বন্ধ করে দিয়ে চলে ভোট যুদ্ধ।

আর অতীতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ভোট দেওয়া নিয়ে নেই কোনও ও উত্তেজনা। দলীয় স্লোগান দেওয়া বিধিসম্মত ছিল না। সাধারণ মানুষজন ভোট দিচ্ছেন, শান্তিতে ভোট দিয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে আসছে।

কোথাও কোনও ইলেকট্রনিক চ্যানেলের ক্যামেরা দেখতে পাওয়া যায় না। নেই কোনও বিরাট মাস-মিডিয়া বাহিনী। দলের

ক্যাডাররা যে নেই, তা নয়। আছে বিক্ষিপ্তভাবে। তবে তাঁদের মধ্যে খুব কমজনই 'ডাক্তারবাবু' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন! বিধানবাবু গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। বিধানসভার নির্বাচন হচ্ছে এই প্রথম পশ্চিম বাংলায় একেবারে নিরুত্তাপ ভাবে। রাজনৈতিক সংঘর্ষ নেই।

বউবাজার কেন্দ্রে বিধানচন্দ্র রায় নিজেই প্রার্থী। মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভোটপর্ব চুকে যাওয়ার দুই প্রার্থী কোলাকুলি। হাসি মুখ করে মিডিয়ার সমানে উপস্থিত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ টালিগঞ্জের প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে দু'-দু'জন প্রার্থী। একজন সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী লীলা রায়। অন্যজন কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়রঞ্জন সেন। কলকাতা আজ উত্তাল! ভোটকে কেন্দ্র করে মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রবল। কিন্তু কোথাও কোনও বোমা ফাটল না। কোথাও কোনও বড় মারামারি হল না।

বউবাজার কেন্দ্রে বিধানচন্দ্র রায় নিজেই প্রার্থী। মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লোকসভা নির্বাচনও হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে। দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতা কেন্দ্রে জনসংঘের সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী মৃগাঙ্কমোহন সর। সেখানে ইনডিপেনডেন্ট প্রার্থী অধ্যাপক মেঘনাথ সাহা। পরে দেখা যাবে তিনি জিতেছেনও। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীপ্রভু দয়ালহিম্মত সিংকা। তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ভোট গ্রহণপর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। নির্বাচন দপ্তর জানাল, মহানগরীর ভোট গ্রহণপর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন! ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পুলিশ পাহারার থাকলে কড়াকড়ি ছিল না।

শুধু প্রথম দিনে বেলগাছিয়ায় একটা নিরামিষ পটকা বিদীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তাতে কেউ আহত হয়নি। অত্যুৎসাহী কিছু যুবক মহানন্দে সে কাজ করেছিল। ঠিক মারামারি করার উদ্দেশ্যে নয়। সে পটকা কালীপুজোয় যেমন পটকা ফাটানো হয়, তেমনটাই। ঠিক বোমাবাজি না হলে এখন। মনে হয় না যে, ভোট হচ্ছে। পরদিন বাংলার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, কলকাতা মহানগরীর ৪০০০ কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। 'বুথ ক্যাপচারিং', 'রিগিং', এইসব শব্দ তখনকার দিনে ছিল না। এই সব শব্দ এসে উপস্থিত হল ১৯৭১ সালের। তারপর থেকেই বুথ দখল করে ভোট রাজনীতি শুরু হল। কলকাতায় অতীতে সকাল আটটা থেকে শুরু করে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ভোট হতো তারপর একঘণ্টা বিরতি। প্রত্যেকে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম। পরে আবার ভোট গ্রহণ শুরু। পুলিশ শান্তি থাকতো। তখনকার সময়ে পুলিশ বাহিনীকে ভোটাররা ভয় পেত। ভয় পেত দলীয় প্রার্থীরা। তারা কাউকে বলতে সাহস পেত না তাদের হয়ে ছাপ্পা ভোট দিতে। ছাপ্পা ভোট বলে কোনও কথা রয়েছে তা কেউ জানতো না। তখনকার 'বহুবাজার'। কেউ বউবাজার বলতো না। সেদিনও মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র ঘিরে সাংবাদিকদের আগ্রহ থাকতো। ১৯৫২ সালে প্রথম লোকসভা নির্বাচন যখন হয় তখন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু চেয়েছিলেন, যাতে গরমে ভোট না হয়। তাঁর ইচ্ছে ছিল বসন্তকালে ভালো আবহাওয়ায় ভোট করার। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯৫১-১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে ভোটপর্ব শুরু হয়। নেহরু দেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার করে নিয়ে আসেন এক বঙ্গসন্তানকে , তাঁর নাম সুকুমার সেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের আমলা, গণিতজ্ঞ। লন্ডনে তাঁর দীর্ঘদিন পড়াশোনা, গবেষণা। নেহরুর মনে হয়েছিল, এত বড় একটা দেশের নির্বাচন করা মানে সেখানে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব থাকবে অনেক বেশি। পরিসংখ্যানের কাজটা জরুরি। ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন করার সময়ও সত্যি সত্যি পরিসংখ্যানবিদদের প্রয়োজন হয়। বিষয়টা শুধু রাজনীতির নয়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা থাকতো।

ইংরেজরা প্রথমে ব্যবসার অজুহাত দিয়ে ভারতে রাজত্ব করতে থাকে

জ্ঞান প্রকাশ সরকার

মহাবিদ্রোহের যোদ্ধা অমরচাঁদ বাঁথিয়া। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস শুধুই রাজ প্রাসাদের গাথা নয়;এই ইতিহাস গড়ে উঠেছে অজস্র বিস্মৃত বীরের আত্মত্যাগে, যাঁরা দেশের জন্য হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। তেমনই এক নাম; অমরচাঁদ বাঁথিয়া। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে যিনি ছিলেন এক নির্ভীক সংগ্রামী, আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

১৭৯৩ সালে রাজস্থানের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন অমরচাঁদ বাঁথিয়া। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল এক দৃঢ় দেশপ্রেম, যে আগুন পরবর্তী জীবনে পরিণত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের দীপ্ত শিখায়।

অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে তাঁর পরিবার রাজস্থান থেকে পরিবারসহ পাড়ি জমায় মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের তসরফাদ অঞ্চলে। সেখানে তাঁর পিতার কৃতিত্ব দেখে তৎকালীন রাজা তাঁকে রাজকোষের দায়িত্ব;কোষাধ্যক্ষের পদে আসীন করেন। অমরচাঁদ বাঁথিয়া নিজেও ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন গোয়ালিয়রের এক জনপ্রিয় এবং বিশ্বাসযোগ্য মুখ।

যখন সারা ভারতবর্ষ জ্বলছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগুনে, তখন অমরচাঁদ বাঁথিয়া শুধু দর্শক হয়ে থাকেননি। বিপ্লবীদের সহায়তা করার জন্য তিনি খুলে দেন পুরো রাজকোষ; নিঃশর্তভাবে। অর্থ, অস্ত্র ও রসদের জোগান দিয়ে বিপ্লবীদের তিনি করেন শক্তিশালী।

বিশেষত, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ তাঁর সহযোগিতায় যথেষ্ট উপকৃত হন। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের ঘুম কেড়ে নিতে এই সহায়তা ছিল অপরিহার্য। ইতিহাসের পাতায় অমরচাঁদ বাঁথিয়া যে পেছনে থেকে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন, তা আজও অনেকের অজানা। অমরচাঁদ বাঁথিয়ার এই নিঃস্বার্থ বিপ্লবী ভূমিকার পরিণতি ছিল নিষ্ঠুর। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রাজদ্রোহী' ঘোষণা করে গ্রেপ্তার করে। ১৭ই জুন, ১৮৫৮;ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগতি প্রাপ্ত হন। তাঁর মাত্র পাঁচ দিন পর, অর্থাৎ ২২শে জুন ১৮৫৮ সালে, গোয়ালিয়রের সরফা অঞ্চলের এক নিমগাছের নিচে অমরচাঁদ বাঁথিয়াকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি হাসিমুখেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন;বিপ্লবের পতাকা হাতে, দেশের জন্য চির অমর হয়ে। অমরচাঁদ বাঁথিয়া আজ হয়তো পাঠ্যবইয়ের পাতায় অনুপস্থিত, কিন্তু দেশের জন্য তাঁর অবদান অমর। তাঁর জীবন ও মৃত্যু ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও সাহসের পথ দেখিয়ে যায়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু ইতিহাস এখনও সকলের কাছে অজানা। বহু তথ্য এখনও পর্যন্ত প্রকাশলাভ করেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এত বিশাল যে একেবারে সব কিছু জানা খুবই মুশকিল। এখনও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছে পণ্ডিতেরা। তার থেকে বহু অজানা তথ্য উঠে আসতে শুরু করেছে। বহু ঘটনা এখন সটিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। গবেষকরা সেই সব তথ্য সংগ্র করে সকলের সামনে নিয়ে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। আসলে ইংরেজ আসার সময় থেকেই ভারতীয়রা স্বাধীনতা লাভ করতে মরিয়া হয়ে যায়। তারা ইংরেজ বণিকদের হাতে বন্দি হয়ে থাকতে চায়নি। ইংরেজরা প্রথমে প্রচার করে তারা শুধু মাত্র ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করবে। কিন্তু পরে দেখা গেল তারা ভারত জুড়ে রাজত্ব বিস্তার করতে শুরু করেছে। এটা ভারতীয়রা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি।

বাশবাড়িতে নতুন ওয়াগন পিওএইচ ওয়ার্কশপের দ্বারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য পরিবহন মজবুতকরণ

মালিগাঁও, ১৬ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩.০৩.২০২৬ তারিখে অসমের কোকরাঝারে বিভিন্ন রেল পরিকাঠামো উন্নয়ন

প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই কর্মসূচির অধীনে কোকরাঝাড় জেলার বাশবাড়িতে অবস্থিত 'ওয়াগন পিরিয়ডিক ওভারহ'ল (পিওএইচ) ওয়ার্কশপ-যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের একটি প্রকল্প এবং আনুমানিক ২৫৬ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মালবাহী ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা মজবুত করার লক্ষ্যে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে প্রায় ৬৬৯ একর জমিতে এই ওয়ার্কশপটি গড়ে তোলা হবে। একবার সম্পন্ন হলে, এটি মেরামতের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টার্নঅ্যারাউন্ড সময় হ্রাস করে মালবাহী ওয়াগনের নির্ভরযোগ্যতা ও উপলব্ধতা বৃদ্ধি করবে এর ফলে পরিচালনগত দক্ষতা উন্নত হবে, ক্রমবর্ধমান মাল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে সহায়তা পাবে এবং এই অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রজেক্টটি মালিগাঁওয়ে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের 'গতি শক্তি ইউনিট'-এর অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং বর্তমানে এর নির্মাণ-পূর্ব কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাশবাড়িতে প্রস্তাবিত ওয়ার্কশপটি উত্তর-পূর্ব ভারতের ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে মজবুত করবে, দূরবর্তী ওয়ার্কশপগুলোর ওপর নির্ভরতা হ্রাস করবে এবং এই অঞ্চলজুড়ে চলাচলকারী পণ্যবাহী ওয়াগনগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও সুরক্ষা উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত কাজের অন্তর্ভুক্ত বাউণ্ডেরী ওয়াল সহ ৩০০০ মিটার দীর্ঘ ফেন্সিং নির্মাণ একটি জি+২ প্রশাসনিক ভবন এমবেডেড ট্র্যাক-সহ একটি কাভারড ওয়ার্কশপ শেড এবং একটি রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি)-এর পাশাপাশি রেল, স্লিপার ও ব্যালাস্টের মতো স্থায়ী পথ-সামগ্রী রয়েছে। বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত থাকবে ৩৩ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন সংযোগ, সাবস্টেশন, ডিজি ব্যাকআপ ব্যবস্থা, হাই-মাস্ট ও এলইডি লাইটিং পাশাপাশি আধুনিক ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সিগন্যালিং, টেলিযোগাযোগ এবং ইওটি ক্রেন, চিএনসি পোর্টাল হুইল লেদ, হুইল প্রেস ও বগি ম্যানিপুলেটরের মতো উন্নত যান্ত্রিক সুবিধাসমূহ স্থাপন করা হবে। রেল পরিচালন জোরদার করার পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আনুষঙ্গিক শিল্পের বিকাশে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে এই ওয়ার্কশপটি বাশবাড়ি ও বৃহত্তর কোকরাঝাড় জেলায় উল্লেখযোগ্য আর্থ- সামাজিক সুফল আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রজেক্টটি ২০২০ সালের ২৭ জানুয়ারি বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজনের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকার, অসম সরকার এবং বোড়োল্যান্ড গ্রুপসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'মেমোরেন্ডাম অফ সেটেলমেন্ট'-র সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলা এই ওয়ার্কশপটি আঞ্চলিক উন্নয়নকে আরও মজবুত করবে এর পাশাপাশি, সুগম পরিচালনগত প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করতে বাশবাড়ি রেল স্টেশন ও গৌরীপুর রোড থেকে পরিকল্পিত রেল ও রোড সংযোগের ব্যবস্থাও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কালীগঞ্জে বামেদের প্রার্থী তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন, প্রার্থীতালিকায় বড় চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৬ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করতে গিয়ে বড় চমক দিল বামফ্রন্ট। নদীয়ার কালীগঞ্জ কেন্দ্র থেকে এবার প্রার্থী করা হয়েছে নিহত নাবালিকা তামান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিনকে। দীর্ঘদিন ধরে মেয়ের মৃত্যুর সুবিচারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এই মায়ের নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২৩ জুন কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন একটি বোমাবাজির ঘটনায় মৃত্যু হয় মাত্র ৯ বছরের নাবালিকা তামান্না খাতুন-এর। নদীয়ার মোলান্দি গ্রামে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা রাজ্য স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। ভোটের ফলপ্রকাশের দিন দুপুরে আচমকা বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে পড়ে যায় ছোট্ট তামান্না। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হলেও শেষ পর্যন্ত তার প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় রাজ্য রাজনীতিতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন পুলিশকে। পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থার কথাও জানান তিনি। প্রশাসনের তরফেও দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়। পুলিশ জানায়, ঘটনার তদন্ত শুরু করে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার পর কালীগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক আলিফা আহমেদ এই ঘটনাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একটি শিশুর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে বলেও তিনি জানান। কিন্তু তামান্নার পরিবার এত সহজে বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। মেয়ের মৃত্যুর ন্যায়বিচারের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মা সাবিনা ইয়াসমিন। গত বছরের জুলাই মাসে এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে পরিবার কলকাতা হাই কোর্টএর দ্বারস্থ হয়। তবে সময় পেরিয়ে গেলেও সেই ঘটনার স্মৃতি আজও তাড়া করে বেড়ায় সাবিনাকে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেয়ের মৃত্যুর শোক সামলাতে না পেরে দীর্ঘদিন ধরেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। প্রতিবেশীরা জানান, এই ঘটনায় তিনি গভীর অবসাদে ভুগছিলেন। এমনকি গত বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন। পরে স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁকে উদ্ধার করা হয় এবং তিনি প্রাণে বেঁচে যান। এরপরই মেয়ের মৃত্যুর সুবিচার চেয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন। সেই প্রেক্ষাপটে তাঁর নাম রাজনৈতিক আলোচনায় উঠে আসে। অবশেষে সোমবার বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় দেখা যায়, কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে তাকেই। প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করার সময় বিমান বসু বলেন, কালীগঞ্জ থেকে প্রার্থী হচ্ছেন এক শহিদ কন্যার মা সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর এই মন্তব্যের মধ্য দিয়েই বামেদের তরফে প্রার্থীর পরিচয় তুলে ধরা হয়। সব মিলিয়ে কালীগঞ্জে বামফ্রন্টের এই সিদ্ধান্ত বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখন দেখার, ভোটের ময়দানে সাবিনা ইয়াসমিনের প্রার্থিতা কতটা প্রভাব ফেলতে পারে।

অবৈধ পাথর খাদানে ধস নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ১৬ মার্চ ঃ এক অবৈধ পাথর খাদানে ধস নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো মুরারইয়ে। মৃত শ্রমিকদের নাম যথাক্রমে বাবু সেখ (২৯), রঘুনাথ সাহু (৩৮) ও আমির সেখ (৩০)। মৃত বাবু শেখের এবং আমির শেখের বাড়ি মুরারইয়ের বনরামপুরে এবং রঘুনাথ সাহুর বাড়ি পাকুড়ের মহেশপুর থানার কার্তিকপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে নলহাটি পাহাড়ের পারসিনালা গ্রামের কানুপুরে একটি অবৈধ পাথর খাদানে ড্রিলিং করার কাজ চলছিল। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ আচমকা খাদানটিতে ধস নামে। সেই সময় সর্বমোট ১৪ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন বলে জানান খাদান মালিক আয়াত প্রাপ্ত মনোমেট টুডু। যাদের মধ্যে তিন জন ধসের মাটিতে চাপা পড়ে দুর্ঘটনাস্থলে মারা যান। অন্য আরও বেশ কয়েকজন জখম হন। জখমদের অনেককেই চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কাগজে কলমে ২০১৬ সাল থেকে এই খাদানটি বন্ধ ছিলো। আহত শ্রমিক সেন্টু মাল অবশ্য দাবি করেন, খাদান বন্ধ ছিলো না। মৃত রঘুনাথ সাহুর পিসতুতো ভাই প্রসেনজিত সাহা বলেন, আমার দাদা রঘুনাথ সাহু ড্রিল করছিলেন টুটুল খানের এই খাদানে। সেই সময় ধস নেমে তিন জনের মৃত্যু ঘটে। তার মধ্যে আমার দাদাও আছে। তবে টুটুল খান কোন দল করেন জানি না। আর এই টুটুল খানের আসল পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে খাদানের সঙ্গে যুক্ত রবি খান বলেন, ২০১৬ সাল থেকে খাদানটি বন্ধ। ওখানে একটা চালা আছে। সেখানে তিন জন শ্রমিক বসেছিল। আগের রাতে বৃষ্টি হওয়ায় মাটি ধসে যাওয়ার ফলে তারা চাপা পড়ে মারা যান। বাকি কয়েকজন আহত হলেও তারা চিকিৎসার পর বাড়ি চলে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাঝে মধ্যেই বীরভূমের বিভিন্ন পাথর খাদানে ধস নেমে দুর্ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়েই ওই পাথর খাদানগুলিতে কাজ করায় মালিকরা। যার জেরে দুর্ঘটনাগুলি ঘটে। এর ফলে অনেক সময় শ্রমিকরা জখম হওয়ার পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে কিছুজনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। সম্প্রতি নলহাটির পাথরবলায় অবস্থিত এলাকার ভবানন্দপুর - নসিপুরে খাদানে ধসের ফলে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছিল এক শ্রমিকের। এরপরও আবার মঙ্গলবার একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়টি ঠিকঠাক মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে। এই ব্যাপারে জেলা শাসক ধবল জৈন বলেন, বিষয়টি তার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে তিনি দেখবেন।

হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ১৬ মার্চ ঃ রেল প্রশাসন হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে যাত্রীদের সুবিধার্থে পূর্বেই চালানো ০৫৫৭৫ / ০৫৫৭৬ সাহারসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল- সাহারসা গোরখপুর হয়ে হোলি বিশেষ ট্রেনটির পরিচালনা আগামী ১৮ ও ২৫ মার্চ, ২০২৬ (বুধবার) এবং ২৪ ও ৩১ মার্চ, ২০২৬ (মঙ্গলবার) দুটি অতিরিক্ত ফিরতি রুটের জন্য নিম্নরূপ করা হবেঃ ০৫৫৭৫ সাহারসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল হোলি বিশেষ ট্রেনঃ ১৮ ও ২৫ মার্চ, ২০২৬ (বুধবার) সাহারসা থেকে রাত ৮.০০ টায় ছাড়বে এবং গড় বারৌনি থেকে ২০.২২, সুপৌল থেকে ২০.৪৭, সরায়গড় থেকে ২১.৪৫, নির্মলি থেকে ২২.০২, ঘোঘরডিহা থেকে ২২.১৫, ঝঁঝারপুর থেকে ২২.৩৭, সকরি থেকে ২৩.০২, শিশো থেকে ২৩.৪০, পরদিন জনকপুর রোড থেকে ০০.৪৭, সীতামড়ি থেকে ০১.৩৫, বেয়ারগনিয়া থেকে ০২.১২, রক্সল থেকে ০৩.২০, নরকটিয়াগঞ্জ থেকে ০৪.৩০, বগাহা থেকে ০৫.০২, কাপ্তানগঞ্জ থেকে ০৮.২২, গোরখপুর থেকে ০৯.৫০, বস্তি থেকে ১০.৫০, গোন্দা থেকে ১২.১৫, সীতাপুর থেকে ১৫.৪৫, শাহজাহানপুর থেকে ১৭.২২, বেনারস থেকে ১৮.৩৪, মুরাদাবাদ থেকে ২১.২৫, হাপুড় থেকে ২৩.২২ এবং পরদিন গাজিয়াবাদ থেকে ০০.২৭ হয়ে আনন্দ বিহার টার্মিনাল ০১.০৫ টায় পৌঁছাবে। **ফেরত যাত্রায় ০৫৫৭৬ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-সাহারসা হোলি বিশেষ ট্রেনঃ** ২৪ ও ৩১ মার্চ, ২০২৬ (মঙ্গলবার) আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ০৫. ১৫ টায় ছাড়বে এবং গাজিয়াবাদ থেকে ০৬.০৫, হাপুড় থেকে ০৬.৪৮, মুরাদাবাদ থেকে ০৯.১০, বেনারস থেকে ১০.৪০, শাহজাহানপুর থেকে ১১.৫২, সীতাপুর থেকে ১৪.১৫, গোন্দা থেকে ১৬.৩০, বস্তি থেকে ১৭.৫০, গোরখপুর থেকে ১৯.৪০, কাপ্তানগঞ্জ থেকে ২০.৪৭, বগাহা থেকে ২৩.২০, পরদিন নরকটিয়াগঞ্জ থেকে ০০.২০, রক্সল থেকে ০১.১৫, বেয়ারগনিয়া থেকে ০২.০২, সীতামড়ি থেকে ০২.৪৫, জনকপুর রোড থেকে ০৩.১৭, শিশো থেকে ০৪.০৫, সকরি থেকে ০৬.০২, ঝঁঝারপুর থেকে ০৬.২৭, ঘোঘরডিহা থেকে ০৬.৪৭, নির্মলি থেকে ০৮.০৫, সরায়গড় থেকে ০৯.০০, সুপৌল থেকে ০৯.৩২ এবং গড় বারৌনি থেকে ০৯.৪৭ টায় ছাড়িয়ে সাহারসা ১০.৩০ টায় পৌঁছাবে। এই ট্রেনে ০২টি জেনারেটর সহ লাগেজ যানের, ০২টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির, ০৪ টি শয়নযান শ্রেণির এবং ১৪টি বাতানুকূলিত তৃতীয় ইকোনমি শ্রেণির কোচসহ মোট ২২টি কোচ সংযুক্ত করা হবে।

নারীর সাফল্যকে সম্মান, স্বাস্থ্যের বার্তা সবার জন্যঃ ইআরডব্লুডব্লুও -র আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ পূর্ব রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (ERWWO) আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০২৬ উপলক্ষ্যে ১৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কলকাতার আলিপুরে বেলভেডিয়ার পার্কে অবস্থিত পূর্ব রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে এক সংবর্ধনা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে। পূর্ব রেলের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত নারী কর্মীদের অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি ও সম্মান জানাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন মনোনীত মহিলা কর্মীদের তাঁদের নেতৃত্বগুণ, নিষ্ঠা এবং কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধিত কর্মীদের শংসাপত্র, উত্তরীয় এবং স্মারক উপহার প্রদান করেন ERWWO-র প্রেসিডেন্ট সীমা ডেউসকর, সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে। এই উপলক্ষ্যে হাওড়ায় অবস্থিত পূর্ব রেলের অর্থোপেডিক হাসপাতালের চিকিৎসক দলের সহযোগিতায় একটি স্বাস্থ্য সচেতনতার আয়োজন করা হয়। এই সেশনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বিষয় যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার, সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার, ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড, ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি এবং সাধারণ চক্ষুরোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একটি তথ্যসমৃদ্ধ স্লাইড

উপস্থাপনা এবং অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থিতদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সেশনে ৫০ জনেরও বেশি মহিলা কর্মী উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন, যা নারীদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিয়ে ERWWO-র অব্যাহত অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সীমা ডেউসকর একটি অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি সংগঠনের বিকাশে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ, ক্ষমতায়ন এবং নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে পূর্ব রেলের সাংস্কৃতিক বিভাগের শিল্পীদের পরিবেশিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যা উদ্‌যাপনে এক প্রাণবন্ত আবহ যোগ করে। এই অনুষ্ঠান পূর্ব রেলের নারী কর্মীদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ERWWO -র ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকেই তুলে ধরে।

প্রথম দফাতেই মহারণ মেদিনীপুরে, নজরে হটস্পট নন্দীগ্রাম অশান্তি রুখতে মরিয়া কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৬ মার্চ ঃ রবিবার ভোটের দামামা বেজেছে। আর ক্যালেন্ডার বলছে, আগামী ২৩ এপ্রিল অগ্নিপরীক্ষা পূর্ব মেদিনীপুরের। রাজ্যের প্রথম দফার ১৫২টি আসনের সঙ্গেই ভোট হতে চলেছে এই জেলার ১৬টি কেন্দ্রে। কিন্তু ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার চেয়েও এই মুহূর্তে বড় চর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছে জেলার নিরাপত্তা। সৌজন্যে- অতীতে খেজুরি থেকে ভগবানপুর কিংবা ময়না থেকে এগরার সেই রক্তমাখা ইতিহাস। সোমবার জেলাশাসক ইউনিস ঋষিন ইসমাইল সাংবাদিক সম্মেলন করে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এবার আর ফাঁক রাখা হচ্ছে না। জেলায় স্বচ্ছ ও অবাধ ভোট করাতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন। এবার প্রতিটি বিধানসভা পিছু এক জন করে অবজারভার বা পর্যবেক্ষক থাকছেন। তাঁরা দ্রুত জেলায় এসে রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আন্তঃরাজ্য এবং আন্ত ঃজেলা সীমান্তে নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। প্রচারের খরচ এবং গতিবিধির ওপর এখন থেকেই নজরদারি চালানো হচ্ছে। বর্তমানে বিচারাধীন ভোটারদের বাদ রেখেই বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে জেলাশাসক আশ্বাস দিয়েছেন, মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিনের আগেই ৮০ হাজার বিচারাধীন ভোটারের তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রয়োজনে বাড়ানো হবে অক্সিলারি বুথ। ভোটগ্রহণ (১ম দফা) ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ মনোনয়ন জমা ৬ এপ্রিল, ২০২৬ মনোনয়ন স্ক্রুটিনি ৭ এপ্রিল, ২০২৬ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ এপ্রিল, ২০২৬ একুশের নির্বাচনে হাইভোল্টেজ লড়াই দেখেছিল নন্দীগ্রাম। কিন্তু সেই লড়াইয়ের রেশ ভোট মিটতেই বদলে গিয়েছিল শ্মশানের নিস্তব্ধতায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র নন্দীগ্রামে ভোট-পরবর্তী হিংসায় বহু ঘরবাড়ি জ্বলেছে, ভাঙচুর হয়েছে শয়ে শয়ে দোকান। সেই ক্ষত এখনও টাটকা। তাই এবার স্পর্শকাতর বুথগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি আগেভাগেই শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬ টি আসন তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর, পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি দক্ষিণ, রামনগর এবং এগরা। রাজনীতির কারবারিদের মতে, ২৩ তারিখের এই লড়াই শুধু জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের নয়, বরং পূর্ব মেদিনীপুরের 'সন্ত্রাস' তকমা মোছার লড়াইও বটে। কমিশন কি পারবে রক্তপাতহীন নির্বাচন উপহার দিতে? উত্তর মিলবে এপ্রিলেই।

শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানেই দাঁড়াবেন সেখানেই হারবেন ... নিশীথ প্রামাণিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৬ মার্চ ঃ গতকালই নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ও প্রকাশ করেছে। সোমবার বামেরা তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে পাশাপাশি বিকেলবেলা প্রথম দফা নির্বাচনের ১৪৪ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। কোচবিহারের মাটি বিধানসভা

আসনের মধ্যে চারটি বিধানসভা আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। সোমবার প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি নিশীথ প্রামানিক বলেন - বিজেপি প্রথম দফার প্রার্থী ঘোষণা করেছে যদিও এখনও বাকি রয়েছে সময় মত ঘোষণা হবে। শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে তিনি বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের যে কোন সিটে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালে হেরে যাবেন। এর আগেও নন্দীগ্রামে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে গেছেন। তিনি বলেন ভোট ঘোষণার দেড় ঘন্টা আগে ডিএ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার একপ্রকার বাধ্য হয়ে। তবে তাতে চিরে ভেজেনি। যে সমস্ত রাজ্যে বিজেপি শাসিত সরকার রয়েছে সেখানে সপ্তম পে কমিশন চালু রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পাচ্ছে সমস্ত কর্মচারীরা। আমি রাজ্যের সমস্ত কর্মচারীদের আহ্বান করব তারা যেন বিজেপির সাথে যুক্ত হয় আর যদি বিজেপি সরকারে আসে তাহলে ৪০ দিনে তাদের সমস্যার সমাধান করা হবে। ভোটদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন - বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের নাম বাদ যাওয়াতে তৃণমূলের ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে। ভুয়ো ভোটার দিয়ে আর জেতা যাবে না। মানুষ বিজেপির সাথে আছে শুধু ভোট দেওয়ার অপেক্ষায় গণনার দিন ইভিএম খুললেই বিজেপির সরকার হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ব্যান্ডেল স্টেশনে জিআরপি ও আরপিএফ-র তল্লাশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৬ মার্চ ঃ বিভিন্ন জায়গায় চলছে কড়া নজরদারি। রেল স্টেশনগুলিও ব্যতিক্রম নয়। সোমবার সকাল থেকে ব্যান্ডেল স্টেশনে জিআরপি ও আরপিএফ-র তল্লাশি অভিযান চালায়। ভোট ঘোষণা হতেই জায়গায় জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ শুরু হয়ে গিয়েছে। যাত্রীদের ব্যাগ পরীক্ষা থেকে শুরু করে প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদও চলছে। নির্বাচনের আগে কোনওরকম নাশকতা যাতে দুষ্কৃতীরা না ঘটাতে পারে, তার জন্য এই তৎপরতা। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের ব্যাগ পরীক্ষা যেমন করা হচ্ছে, তেমনই ট্রেনের মধ্যে উঠে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে ব্যাগ চেক করছেন পুলিশ কর্মীরা। সন্দেহভাজন কাউকে মনে হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বড় লাগেজ থেকে শুরু করে বস্তা বা ব্যাগ- সমস্ত কিছুই হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাত্রীরা অবশ্য এতে খুশি। বরং তাঁদের বক্তব্য, শুধু ভোটের সময় কেন, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে সারা বছর এই রকম অভিযান চলা উচিত। এত মানুষ নিয়মিত ট্রেনে যাতায়াত করেন, তাই নিরাপত্তার বিষয়টা সারা বছরই আঁটসাঁট হওয়া দরকার। ব্যান্ডেল জিআরপি-র ওসি বলেন, 'নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। তাই একটু বেশি সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কোনও রকম দুর্ঘটনা বা নাশকতা যাতে না হয়, সে দিকে নজরদারি চালানো হচ্ছে। যাত্রীদেরও আশ্বস্ত করা হচ্ছে। বেআইনি অস্ত্র বা নগদ টাকা পাচার হচ্ছে কি না তার জন্যই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এখন থেকে প্রতিদিন নিয়মিত চেকিং হবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এমএসডিএসি-জেওএক্স-২৬-আরই২, তারিখ ঃ ১৩.০৩.২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১-এর কর্তৃক **টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এমএসডিএসি-জেওএক্স-২৬-আরই২**-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** জেওএক্স (জনাই রোড) স্টেশনে ডুয়াল ডিটেকশন মোডে ডিসি ট্র্যাক সার্কিটের পরিবর্তে ডুয়াল এমএসডিএসি-এর ব্যবস্থা; **টেন্ডারের ধরণ ঃ** ওপেন; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৪.২০২৬, দুপুর ৩টায়; **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ₹ ৮,১৯,৮১,৬১৩.৭৫; **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি (টাকা) ঃ** ₹ ৫,৫৯,৯০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) ঃ** ₹ ০.০০; **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২৫.০৩.২০২৬; **বিডিং সিস্টেম ঃ** একক প্যাকেট; **প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ** ৬০; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৩.২০২৬, বিকাল ৪টা ১১ মিনিটে; টেন্ডারদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার শুধুমাত্র শেষের তারিখ ও সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। HWH-694/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway

Eastern Railway Headquarter

নদীয়ায় চার আসনে নাম ঘোষণা, রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৬ মার্চ ঃ নির্বাচন কমিশন বিধানসভা নির্বাচনের

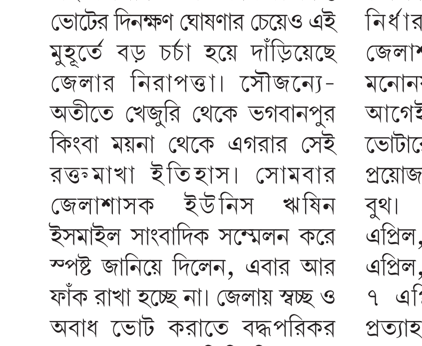

দিনক্ষণ ঘোষণা করতেই আর দেরি করেনি বিজেপি। প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল দল। ইতিমধ্যেই নদীয়া জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। বিজেপির ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী নদীয়ার হরিণঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অসীম সরকারকে। চাকদহ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ। রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী পার্থসারথি চ্যাটার্জি এবং রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অসীম বিশ্বাসকে। প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরেই নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন চাকদহের বিজেপি প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ। তিনি বলেন, দল আমাকে টিকিট দিয়েছে, আমি লড়াই করব। ব্যক্তির উর্ধ্বে দল। গতবার যে ভোটে জিতেছিলাম, এবার তার দ্বিগুণ ভোটে জিতব বলে আমি আশাবাদী। আমাদের একটাই বার্তা-মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারে। সেই বার্তা প্রশাসনকেও দেব, সাধারণ মানুষকেও জানাব। অন্যদিকে রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পার্থসারথি চ্যাটার্জি বলেন, দল আবারও আমার উপর আস্থা রেখেছে, এর জন্য আমি গর্বিত। দ্বিতীয়বার আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। মানুষের সঙ্গে থেকে তাদের সমস্যা নিয়ে কাজ করাই আমার লক্ষ্য। আমি নিশ্চিত, আগামী নির্বাচনে মানুষের সমর্থন নিয়ে আমরা জয়ী হব। রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অসীম বিশ্বাস বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বস্তরের নেতৃত্বকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। দল আগে আমাকে প্রার্থী করেছিল, সেই আস্থা রাখার চেষ্টা করেছি। এবারও দল যে আমার উপর আস্থা রেখেছে, তার মর্যাদা রাখব। আমার পূর্ণ বিশ্বাস রানাঘাট উত্তর-পূর্বের সমস্ত কর্মী ও সমর্থকদের উপর। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দলকে সর্বোচ্চ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত। প্রথম দফায় বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরেই জেলার রাজনৈতিক মহলে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে।

ভারতের অগ্রগণ্য ফ্রি স্ট্রিমিং সার্ভিস আমাজন এমএক্স প্লেয়ার আজ এর সবচেয়ে বিস্তৃত কনটেন্ট সূচি ঘোষণা করল যেখানে রয়েছে ২০২৬-এর জন্য ১৫০ নতুন এবং রিটার্নিং শো। জঁর, ফরম্যাট, কাহিনিকথনের শৈলীতে বিস্তৃত এই লাইন-আপ শক্তিশালী করবে এই প্ল্যাটফর্মের প্রিমিয়াম বিনোদনের উদ্দেশ্য যা হল দেশের দর্শকদের কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বৈচিত্র্যময় কাহিনি পৌঁছে দেওয়া।

ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা চুঁচুড়া-তারকেশ্বর রোডে, দুর্ঘটনায় তিন যাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৬ মার্চ ঃ সজোরে গিয়ে প্রথমে রাস্তার বাঁদিকের একটি গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি। পরে উল্টোদিকের একটি গাছে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় গাড়িটি। দ্রুত গতিতে ছুটছিল চার চাকা গাড়ি। সামনে থেকে একটি কুকুর রাস্তা পার হওয়ার সময়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে গাড়িটি। রবিবার রাতে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা চুঁচুড়া-তারকেশ্বর রোডে। দুর্ঘটনায় তিন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মৃতেরা হলেন যোগিতা রানা (২১), জ্যোতি বিশ্বাস (২১) ও সেখ হাসিব আহমেদ (৩০)। গুরুতর আহত গাড়ির চালক সৈয়দ সাগির হোসেন। জানা গেছে, যোগিতা ও জ্যোতি স্থানীয় একটি পানশালায় ড্যান্সার হিসেবে কাজ করতেন। রবিবার রাতে গুড়াপের আজাদ হিন্দ ধাবায় খাওয়া-দাওয়ার পরে চুঁচুড়ায় ফিরছিলেন তাঁরা। পোলবার আলিনগর পেরিয়ে গোটুর দিকে রকেটের গতিতে ছুটছিল গাড়িটি। সেই সময়েই গাড়িটির সামনে থেকে একটি কুকুর রাস্তা পার করছিল। সেই সময়েই ঘটে দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয়। গাড়ির চালককে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় দোকানদার বলেন, 'আমার দোকানের সামনেই দুর্ঘটনাটি হয়েছে। তিন জন মারা গিয়েছেন।' রাতের দিকে এই রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চলাচল করে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি প্রিয়ব্রত বক্সী জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পেয়ে একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। চালক আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ মার্চ ঃ উত্তর ২৪ পরগনায় দ্বিতীয় দফায় বিধানসভা ভোট ২৯ এপ্রিল, ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৩৩ টি বিধানসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফায় আগামী ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তাই জেলাজুড়ে কার্যকর হয়েছে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট। এদিন জেলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক সৈয়দ এন সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলার ভোট প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, নির্বাচন সূচি অনুযায়ী আগামী ২ এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। ১০ এপ্রিল মনোনয়নপত্র যাচাই করা হবে এবং ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন। এরপর ২৯ এপ্রিল বুধবার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৪ মে ভোট গণনা হবে এবং সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া ৬ মে-র মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের দফতরে মনোনয়ন জমা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ভোট সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে ও তথ্য পেতে একটি অভিযোগ ও হেল্পলাইন সেল গঠন করা হয়েছে। এর জন্য টোল ফ্রি নম্বর ০৩৩-২৫৮৪-৭০০৭ এবং ১৯৫০ চালু করা হয়েছে। নির্বাচনী অনুমতি দ্রুত পাওয়ার জন্য 'সুবিধা' নামে একটি সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সভা, মিছিল, গাড়ি ব্যবহার বা হেলিকপ্টার অবতরণের মতো বিভিন্ন অনুমতি নেওয়া যাবে। একইসঙ্গে যানবাহন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য 'সুগম' সফটওয়্যারও চালু করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কৃষ্ণা বোদক, স্বামী- সুরজিত বোদক, সাং ও পোঃ- চর্তুভুজকাটা, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২০।০২।২০২৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৯৭৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা টিঙ্কু মাখাল, পিতা-কালীপদ মাখাল এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন চর্তুভুজকাটী মৌজায় জে. এল. ২৩ নং ভুক্ত, এল, আর. ১০২৬ নং খতিয়ানে এল, আর. ৩১৬ নং দাগে শালি ০১ কাঠা ১৩ ছটাক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী-১৭।০২।২০২৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০০৮৭৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে পিয়ালী মাখাল স্বামী- টিঙ্কু মাখাল, সাং- মহিষগোট, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল, আর, ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. পে-এন-ইউজ-১০

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-এইউবি-টিওআই-২১৮-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	কেবল তিন বৎসরের জন্য আলুয়াবাড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ঠিকা প্রদান।
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-বিওই-টিওআই-২১১-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	কেবল তিন বৎসরের জন্য বারসোই জংশনের কিশানগঞ্জ প্রান্তে প্লাটফর্ম নং ০২-এ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ঠিকা প্রদান।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-০৪-২০২৬ তারিখে **১০.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১০.৪০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং বরফ গলার ফলে পৃথিবীর দিন দীর্ঘ হচ্ছে, গবেষণায় নতুন তথ্য

বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাবগুলি শুধু পরিবেশের ক্ষতি করেই থেমে নেই, এখন তা পৃথিবীর ঘূর্ণনকে প্রভাবিত করছে। গবেষকরা জানাচ্ছেন যে মেরুপ্রদেশে বরফ গলানো ও সমুদ্রতল বে।ে যাওয়ার কারণে দিনগুলো দীর্ঘ হচ্ছে। সম্প্রতি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইটিএইচ জুরিখের গবেষকরা এমন একটি অবাক করা তথ্য প্রকাশ করেছেন যা বলছে, ৩৬ লক্ষ বছর পর এমন ঘটনা ঘটছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন একদিকে পৃথিবীর পরিবেশে তীব্র ক্ষতি সাধন করছে, অন্যদিকে এটি পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতিতে পরিবর্তন আনছে। গবেষকদের মতে, মেরুপ্রদেশের বরফ গলার ফলে সমুদ্রতল কিছুটা উঁচু হয়ে গেছে এবং এর কারণে পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব হিসেবে, প্রতি শতাব্দীতে প্রায় ১.৩৩ মিলিসেকেন্ড করে পৃথিবীর দিন বা।ছে। যদিও এই সময় বৃদ্ধি একেবারে ছোট মনে হতে পারে, বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে এর প্রভাব ভবিষ্যতে অনেক ব। হয়ে উঠতে পারে।

দিনের দীর্ঘ হওয়া ও এর কারণ- বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, পৃথিবী যেহেতু একেবারে নিখুঁতভাবে ঘুরে চলেছে না, বরং চাঁদের মহাকর্ষীয় টান, গ্রহের অভ্যন্তরের গতিবিধি এবং বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার পরিবর্তন- এই সবই পৃথিবীর ঘূর্ণনকে প্রভাবিত করে। এসবের মধ্যে মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন এবার একটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে। মেরুপ্রদেশের বরফ গলে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর উপরের স্তর পুনর্বিন্যাস হচ্ছে এবং এর ফলে পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হচ্ছে, যা দিনগুলোর বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।৩৬ লক্ষ বছর আগে কি ঘটেছিল? তবে প্রশ্ন উঠে আসছে, যদি আমরা লক্ষ লক্ষ বছর আগে ফিরে তাকাই, তখন কীভাবে জানা যাবে পৃথিবীর ঘূর্ণন কেমন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে। বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের এককোষী জীবাণুদের জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, এবং এর রাজনৈতিক গ।ন দেখার মাধ্যমে তাঁরা সমুদ্রের স্তরের পরিবর্তন বুঝে নিয়েছেন। এরপর গাণিতিক হিসেবের মাধ্যমে জানা গেছে সেই সময়ের দিনে কতটা সময় লেগেছিল। এরপর সেই তথ্যের সঙ্গে বর্তমান সময়ের তথ্য তুলনা করা হয়েছে এবং ভয়াবহ পরিবেশগত পরিবর্তনসমূহ উদঘাটিত হয়েছে। মানবজীবনে প্রভাব-এবার প্রশ্ন হল, পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হওয়ার ফলে মানবজীবনে কী ধরনের প্রভাব প।বে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, এমন পরিবর্তন ছোট হলেও তা আমাদের দৈনঃদিন জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে জিপিএস সিস্টেম, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন অস্বাভাবিকভাবে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। গবেষকরা সতর্ক করেছেন যে, এই শতাব্দী শেষ হতে হতে এই পরিবর্তনগুলি আরও বৃহত্তর প্রভাব ফেলবে, যা সভ্যতার জন্য এক ব। চ্যালেঞ্জ হতে পারে। বিশ্ব উষ্ণায়নের এই প্রভাবগুলি নিঃসংদেহে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক ব। সংকট তৈরি করতে পারে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি কমে যাওয়ার প্রভাব শুধু আমাদের জীবনে নয়, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। ফলে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আরও গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা চালানো প্রয়োজন। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং এর পরিণতি-বিশ্ব উষ্ণায়ন পৃথিবীর পরিবেশের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলছে। পরিবেশের অবস্থা যে হারে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা শুধুমাত্র মানবজাতির জন্য নয়, সমস্ত প্রাণীজগতের জন্য এক ব। হুমকি। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বরফ গলানো, সমুদ্রতল বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি এবং জীববৈচিত্র্যের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এর পাশাপাশি, বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আছ।ে প।। বৃষ্টি, বন্যা, খরা, সাইক্লোনের মতো প্রকৃতিক বিপর্যয়ের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশ্বব্যাপী তপরতা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া না গেলে ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। পৃথিবী যদি আমাদের প্রতি আরও এইভাবেই বদলাতে থাকে, তাহলে তা আমাদের জীবনযাত্রা, অর্থনীতি এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং তার প্রভাবের ফলে পৃথিবীর দিন দীর্ঘ হচ্ছে- এটি শ্রেফ একমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের একটি উদাহরণ। বিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তনগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের ভবিষ্য প্রভাব নিয়ে সতর্ক করছেন। এই ধরনের পরিবর্তনগুলি যদিও বর্তমানে ছোট মনে হলেও ভবিষ্যতে তা মানবসভ্যতার উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এখনই এই সংকটকে বুঝে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া খুব জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে পৃথিবীর ঘূর্ণন ও এর প্রভাব থেকে ।

কানাডায় খুন ভারতীয় ছাত্র, সহপাঠীরা গাড়ির চাকায় পিষে হত্যা করেছে

১৬ মার্চ ঃ কানাডার ফোর্ট সেন্ট জন শহরে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন ২৩ বছরের ভারতীয় ছাত্র গুরকিরাত সিং মনোচা। তবে সেখানে তাঁর জীবন ঘাতক পরিণতির মুখে পড়ে। সহপাঠীদের হাতে নৃশংসভাবে আক্রমণিত হয়ে গুরকিরাতকে শেষ পর্যন্ত গাড়ির চাকায় পিষে হত্যা করা হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ১৪ মার্চ, যার পর থেকে শোকে ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিবার। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী থেকে পাড়ি দেওয়া এই ছাত্রের হত্যাকাণ্ডে কানাডার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যুবকের দেহ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছে। গুরকিরাত সিং মনোচা, যিনি কানাডায় নরদার্ন লাইটস কলেজে বিজনেস ম্যানেজমেঃট নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন, স্থানীয় একটি ওয়ালমার্ট স্টোরে পার্টটাইম কাজও করতেন। ১৪ মার্চ রাতে, তাঁকে একদল সহপাঠী মারধর করে এবং শেষে তাকে গাড়ির নিচে পিষে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ। গুরকিরাতের ব। ভাই, প্রবকিরাত সিং জানিয়েছেন, ঘটনার দিন তাঁর ভাইকে ১০-১২ জন যুবক রাস্তায় আক্রমণ করে। পূর্বের কোনো দ্বন্দ্বের কারণে এই হামলা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর গুরকিরাতের অবস্থা সংকটজনক ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ঘটনার পর গুরকিরাতের পরিবারকে মৃত্যুসংবাদ জানানো হয় এবং তাঁদের জন্য এটি ছিল এক অপ্রত্যাশিত ও ভীতিকর খবর। পরিবারের সদস্যারা শোকে ভেঙে পড়েন এবং পুরো পরিবার হতভম্ব হয়ে যায়। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, যিনি এটি একটি তীব্র বেদনার ঘটনা বলে মন্তব্য করেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। এছাড়া, ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক যুবকের দেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। গুরকিরাতের দেহ দ্রুত দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং পরিবার তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত। কানাডার পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গুরকিরাত সিং মনোচার অকাল মৃত্যু দেশ-বিদেশে ব্যাপক শোকের সৃষ্টি করেছে এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশিত হয়েছে।

গুরসাহায়গঞ্জ স্টেশনকে ১০.৫০ কোটি ব্যয়ে পুনঃবিকাশ করা হচ্ছে

গোরখপুর, ১৬ মার্চঃ পূর্বোত্তর রেলওয়ের ইজ্জতনগর মন্ডলের

অধীনে গুরসাহায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প অনুযায়ী ₹১০.৫০ কোটি ব্যয়ে পুনঃবিকাশ করা হচ্ছে। গুরসাহায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন। এই স্টেশন কানপুর, লখনউ, কাসগঞ্জ, ফতেহপুর, বড়লি প্রভৃতি স্টেশনের সাথে যুক্ত। তাই এই স্টেশনটি আশপাশের বাণিজ্যিক ও কৃষি অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। গুরসাহায়গঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কানপুরকে বিশ্বের ঐতিহাসিক আতরনগর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই অঞ্চলের মূলত গম, আলু, চাল প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য উৎপাদন হয়। এই স্টেশন থেকে কৃষিপণ্য পরিবহনও হয়। আগামী ৫০ বছরের প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প অনুযায়ী গুরসাহায়গঞ্জ স্টেশন পুনঃবিকাশ করা হচ্ছে। স্টেশন ভবনটি নতুন করে নির্মিত হয়েছে এবং ৩৮৬ বর্গ মিটার নতুন স্টেশন ভবন তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে জনগণের জন্য ওষুধ কেন্দ্র, আধুনিক শৌচাগার, টি-স্টল ও অফিস রয়েছে। প্ল্যাটফর্ম ১ ও ২ এ স্ল্যাবিং, গ্রানাইট বসানোর কাজ, রিজার্ভেশন অফিস, নতুন যাত্রী হল, ফ্যাসাড, সার্কুলেটিং এরিয়া এবং ড্রেনেজের জন্য VDC স্ল্যাবিং, আধুনিক শৌচাগার, পোর্টিকো, প্রতিবন্ধীদের জন্য শৌচাগার, পানির বুথ, হেল্প বুথ, কম উচ্চতার টিকিট কাউন্টার, ৯০০ মিটার র‍্যাম্প নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এখানে ৬৪০ বর্গ মিটার পিপি শেল্টার স্থাপন করা হয়েছে, নতুন একটি পেডেস্ট্রিয়ান ওভারব্রিজ (পিভিওবি) তৈরি করা হয়েছে এবং VIP রুমের উন্নয়ন করা হয়েছে। স্টেশনটিতে আন্তর্জাতিক মানের সাইনেজ স্থাপন করা হবে এবং স্টেশন ভবনটি আকর্ষণীয় ফ্যাসাড লাইট দিয়ে সজ্জিত করা হবে, যাতে এখানে আসা যাত্রীরা উন্নত ও আকর্ষণীয় সেবার সুবিধা অনুভব করতে পারবেন এবং যাত্রীরা উন্নত যাতায়াত সুবিধার লাভ পাবেন।

মধ্যপ্রদেশে বন্ধ হওয়ার মুখে প্রায় ৫০ হাজার হোটেল-রেস্তোরাঁ

ভোপাল, ১৬ মার্চ (হি.স.)ঃ মধ্যপ্রদেশে রান্নার গ্যাস (এলপিজি) সঙ্কট ক্রমেই গভীর হচ্ছে। বিগত পাঁচ দিন ধরে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় রাজ্যজুড়ে প্রায় ৫০ হাজার হোটেল ও রেস্তোরাঁ বন্ধ হওয়ার মুখে পড়েছে। ভোপাল, ইন্দোর, গোয়ালিয়র ও ছি ন্দওয়ারা-সহ একাধিক শহরে গ্যাসের জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছে। কোথাও গ্যাস গুদামের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়ছে, আবার কোথাও পুলিশি নজরদারিতে সিলিন্ডার বিতরণ করতে হচ্ছে। অনেক হোটেল ও খাবারের দোকানগুলি বাধ্য হয়ে কাঠ, কয়লা বা ডিজেল চুল্লিতে রান্না করছে। ভোপালের গান্ধী মেডিক্যাল কলেজেও এই সঙ্কটের প্রভাব পড়েছে। কলেজের ১৬টি হোস্টেল মেস, জেডিএ ক্যান্টিন এবং রোগীদের জন্য কেন্দ্রীয় রান্নাঘরে গ্যাসের মজুত মাত্র দুদিনের জন্য রয়েছে। বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বুকিং করলে প্রায় ২৫ দিনের অপেক্ষার সময় দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। এদিকে রায়সেনে গ্যাস না পেয়ে ক্ষুব্ধ মানুষ সাগর রোডের একটি গ্যাস এজেন্সির সামনে রাস্তা অবরোধ করেন। বহু মহিলা এই বিক্ষোভে অংশ নেন। পরে এসডিএম মনীশ শর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এজেন্সি কর্তৃপক্ষকে তিরস্কার করে বিতরণ শুরু করান। ছিন্দওয়ারায় প্রশাসনকে পুলিশি নজরদারিতে সিলিন্ডার বিতরণ করতে হচ্ছে। গোয়ালিয়রে বিয়ে ও অনুষ্ঠানে ডিজেল চুল্লি , কাঠ ও কয়লার চুল্লিতে রান্না করা হচ্ছে। ইন্দেরের বিখ্যাত সরাফা বাজারের ফুড হাবেও গ্যাস সঙ্কটের প্রভাব পড়েছে। অনেক দোকানদার ইন্ডাকশন চুল্লি ও ইলেকট্রিক গ্রিলে খাবার তৈরি করছেন। অন্যদিকে জব্বলপুরে ও দমোহে গ্যাস এজেন্সির সামনে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। অনেক জায়গায় হোম ডেলিভারি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রাহকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যদিও প্রশাসনের দাবি, রাজ্যে গ্যাসের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং ট্রাক দেরিতে পৌঁছানোর কারণে সরবরাহে সাময়িক সমস্যা হয়েছে। তবে মাটির স্তরে পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক নয়।

তামিলনাড়ুতে গ্যাস সিলিন্ডারের ঘাটতি

চেন্নাই, ১৬ মার্চ (হি.স.)ঃ তামিলনাড়ুতে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ঘাটতি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্র হয়েছে। রাজ্যের শাসক দল দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম (ডিএমকে)-এর নেতৃত্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল জোট কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে রবিবার (১৫ মার্চ) রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা করেছে। জোটের অভিযোগ, কেন্দ্রের নীতি ও ভুল বিদেশনীতি কারণে গৃহস্থালি এবং বাণিজ্যিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। এর প্রভাব শুধু সাধারণ গ্রাহকদের উপর নয়, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেও পড়ছে। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে বহু ছোট ব্যবসা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে বলে তারা দাবি করেছে। শনিবার জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিন ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে এই বিষয়ে কেন্দ্রের জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ে স্পষ্ট পদক্ষেপ বা সংসদে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোট কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগও তুলেছে। শিক্ষা সংক্রান্ত তহবিল আটকে রাখা, মনরেগা প্রকল্পের অর্থ প্রদানে বিলম্ব, পানীয়জল পাইপলাইন প্রকল্পে অর্থ ছাড় না করা এবং মাদুরাই ও কোয়েম্বাটুর মেট্রো রেল প্রকল্পে জটিলতা তৈরির মতো একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া হোসুর বিমানবন্দর প্রকল্পে বিলম্ব এবং তিন-ভাষা নীতির নামে তামিল ভাষাকে উপেক্ষা করার অভিযোগও করেছে

NAME CHANGE

I, AYESA BIBI SEKH, W/O- HADIS SEKH VILL+P.O- MAHATPUR, PS-CHAPRA, DIST-NADIA AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 23/3/26 MY DAUGHTER SABANA KHATUN SEKH AND SABANA KHATUN SHAIKH AND MY HUSBEND HADIS SEKH AND HADIS SHAIKH BOTH ARE SAME PERSON.

NAME CHANGE

I, ASIK SHAIKH, S/O- ROWSAN SHAIKH VILL +P-O - MAHATPUR, P.S CHAPRA DIST-NADIA AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 22/09/2025 MY FATHER ROWSAN SHAIKH, ROWSHAN SEKH, ROWASHAN SHAIKH AND RAWSON SHAIKH ALL ARE SAME PERSON. THAT MY FATHER ACTUAL NAME IS ROWSAN SHAIKH.

NAME CHANGE

I, Sk Md Soriful Islam, Son of Late Sk Md Abuzafar, residing at Patul Dakshin Para, Po-Illahipur, Ps-Chanditala, Hooghly Pin-712707, West Bengal, India, do hereby notified that my minor Son Mohammad Nasemul Islam Sekh (old name) shall henceforth be known as Sk Md Nasemul Islam (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 16/03/2026. Mohammad Nasemul Islam Sekh (old name) and Sk Md Nasemul Islam (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Mohammad Soriful Islam (old name) Son of Late Sk Md Abuzafar, residing at Patul Dakshin Para, Po-Illahipur, Ps-Chanditala, Hooghly Pin-712707, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Md Soriful Islam (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 16/03/2026. Sekh Mohammad Soriful Islam (old name) and Sk Md Soriful Islam (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tarak Sonkar (old name) Son of Shyamlal Sonkar, residing at 61A, Joy Mitra Street, Burtolla, Kolkata-700005, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Tarak Nath Sonkar (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 16/03/2026. Tarak Sonkar (old name) and Tarak Nath Sonkar (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, JIBARAIL SK (old name) S/O - NAJAD SK residing at VILL-BAGAGARIA PO - BARNIA PS - TEHATTA DIST - NADIA PIN -741156. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from JIBARAIL SK (old name) to JIBRAIL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as JIBRAIL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 16/03/2026.JIBRAIL SK (new name)& JIBARAIL SK (old name) both name are same and one identical

NAME CHANGE

I,GANIABDUL SHEIKH (old name) S/O - TAHID SHEIKH residing at VILL- RAUTBATI PO - NANDANPUR PS - KARIMPUR DIST - NADIA PIN -741165. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from GANIABDUL SHEIKH (old name) to GANI ABDUL SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as GANI ABDUL SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 16/03/2026. GANI ABDUL SEKH (new name)& GANI ABDUL SHEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,TAHID SHEIKH(old name) S/O - KURAN SEKH residing at VILL- RAUTBATI PO - NANDANPUR PS - KARIMPUR DIST - NADIA PIN - 741165. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from TAHID SHEIKH (old name) to TAHID SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as TAHID SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 16/03/2026. TAHID SEKH (new name& TAHID SHEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I BAISHAKHI DAS W/O AVISHEK DAS residing at 166/2, Sri Ram Dhang Road, P.O.-Salkia, P.S.- M.P. Ghora, Howrah-711106, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BAISHAKHI DAS MUKHOPADHYAY as declared before the Notary Public at Alipur Judges Court vide affidavit No 22, Dated 16/03/2026. BAISHAKHI DAS and BAISHAKHI DAS MUKHOPADHYAY both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Rafik (old name) son of Late Sk Sahraf, residing at Vill: Dighasipur, P.O. – Chakdwipa, Haldia (M), Dist: Purba Medinipur, Pin: 721645, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Rafik (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit SL No. 7, dated 12/03/2026. Sekh Rafik (old name) and Sk Rafik (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ashok Shukla (old name) son of Laxmi Dhar Shukla, residing at 3, Watkins Lane, AC Market, Howrah – 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ashok Kumar Shukla (new name) as declared before the Ld 1 st Class Judicial Magistrate at Kolkata, vide affidavit no.655, dated 10/12/2025. Ashok Shukla (old name) and Ashok Kumar Shukla (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I DILIP RUNGTA S/O RADHESHYAM RUNGTA residing at Krishnav, FD-40, Sector-III, Salt Lake City, P.S.-Bidhannagar South, North 24 Parganas-700106, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DILIP KUMAR RUNGTA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit, Dated 16/03/2026. DILIP RUNGTA and DILIP KUMAR RUNGTA both are same and identical person.

NAME CHANGE

I,MAUSUMI KHATUN (old name) D/O - ASEM ALI residing at VILL-KHAMARPARA PO & PS - DAULATABAD DIST - MURSHIDABAD PIN -742302. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MAUSUMI KHATUN (old name) to MOUSUMI KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as MOUSUMI KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the SDEM court at Berhampore on 22/08/2025. MOUSUMI KHATUN (new name)& MAUSUMI KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ASIMUDDIN SK (old name) S/O - ALIMUDDIN SK residing at VILL-KHAMARPARA PO & PS - DAULATABAD DIST - MURSHIDABAD PIN -742302. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ASIMUDDIN SK (old name) to ASEM ALI (new name) and henceforth, I shall be Known as ASEM ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the SDEM court at Berhampore on 22/08/2025.ASEM ALI (new name)& ASIMUDDIN SK (old name) both name are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Shuli Gomes, Shuli Mary Gomes (Old Name) W/o Simon Sanjoy Gomes Residing at The Satyam Apartment, 44 P.K Guha Road, Vtc - Dumdum S.O, District - Kolkata, Pin - 700028, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shiuli Gomes (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 26/2026 Dated 16-03-2026. Shuli Gomes, Shuli Mary Gomes (Old Name) and Shiuli Gomes (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jaspritkaur Dhruvin Dashani, Jasprit (Old Name) D/o Gurdeep Singhwalia Residing at South City Complex, Tower 4 Flat 16L, Prince Anwar Shah Road, Nr South City Mall, Jadavpur, Vtc+P.o - Jodhpur Park, District - Kolkata, Pin - 700068, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jasprit Kaur (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 25/2026 Dated 16-03-2026. Jaspritkaur Dhruvin Dashani, Jasprit (Old Name) and Jasprit Kaur (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Milan Kanti Talukdar (Old Name) S/o Lalmohan Talukdar Residing at Deganga, Vtc+P.o - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743423, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Milan Talukdar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 27/2026 Dated 16-03-2026. Milan Kanti Talukdar (Old Name) and Milan Talukdar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Moni Dey (Old Name) W/o Shankar Dey D/o Late Rangalal Dey Residing at Balibhara, P.o - Nabanagar, P.s - Jetia, District - North 24 Parganas, Pin - 743136, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Mani Dey (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore vide affidavit no 15 Dated 23-02-2026. Moni Dey (Old Name) and Mani Dey (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Simon Sanjay Gomes (Old Name) S/o Nicholas Peyor Gomes Residing at Satyam Apartment, 44 P.K Guha Road, P.s - Dum Dum, Dum Dum (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700028, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Simon Sanjoy Gomes (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 24/2026 Dated 16-03-2026. Simon Sanjay Gomes (Old Name) and Simon Sanjoy Gomes (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Debiprasad Jaiswal (Old Name) S/o Ram Prasad Shaw Residing at 37/B, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Debi Prasad Shaw (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Debiprasad Jaiswal (Old Name) and Debi Prasad Shaw (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Piyush Gohel (Old Name) S/o Vasant Kumar Gohel Residing at 456, Ideal Grand, G.T. Road, Shibpur PO- Shibpur District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Piyush Kumar Gohel (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Piyush Gohel (Old Name) and Piyush Kumar Gohel (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rita Sanyal, Rita Ray Sanyal (Old Name) W/o Sovon K Sanyal D/o Late Rajat Kumar Roy Residing at 82/7E, Ballygunge Place, District - Kolkata, Pin - 700019, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rita Ray (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-03-2026. Rita Sanyal, Rita Ray Sanyal (Old Name) and Rita Ray (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ekhtiyar Mollick, Aektiyar Mollick (Old Name) S/o Samad Mallik Residing at Vill - Sujagalpur, P.o - Kalsa, P.s - Falta, District - South 24 Parganas, Pin - 743504, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ektiyar Mallik (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-03-2026. Ekhtiyar Mollick, Aektiyar Mollick (Old Name) and Ektiyar Mallik (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aalamayara Bibi Mondal (Old Name) W/o Kutub Uddin Mondal Residing at Panchsata, P.o - Sarisha, District - South 24 Parganas, Pin - 743368, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Alomaraya Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-03-2026. Aalamayara Bibi Mondal (Old Name) and Alomaraya Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dipu Roy (Old Name) S/o Sushil Ray Residing at Vill - Changdahara, P.o - Habibpur, P.s - Ranaghat, District - Nadia, Pin - 721402, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Dipu Ray (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Dipu Roy (Old Name) and Dipu Ray (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mrinal Singha (Old Name) S/o Jaminikanta Singha Residing at 11B, Sankar Ghosh Lane, P.o - Beadon Street, Nandakumar, District - Kolkata, Pin - 700006, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Mrinal Kanti Singha (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 16-03-2026. Mrinal Singha (Old Name) and Mrinal Kanti Singha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ronibabu Dalal (Old Name) S/o Bazlur Rahaman Dalal Residing at Vill+P.o - Hakimpur, P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743273, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Roni Babu (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Basirhat no 10230 vide affidavit Dated 18-02-2026. Ronibabu Dalal (Old Name) and Roni Babu (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sadhan Kumar Dey Mondal (Old Name) S/o Benoarilal De Mondal Residing at Uttar Nimta Paik Para, Vivekananda Pally, P.o - Nimta, P.s - Nimta, District - North 24 Parganas, Pin - 700049, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sadhan Kumar De Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Sadhan Kumar Dey Mondal (Old Name) and Sadhan Kumar De Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Moidul Islam (Old name) S/o-Abdul Gofar Sarkar, Resident at, Vill-Bathanpara, Po-Mahishasthali, Ps-Bhagwangola, Dist-Murshidabad, 742178, I have changed my name Moidul Islam to Maidul Islam (New name) I shall be known as Maidul Islam vide affidavit before the Notry at Berhampore on 16/03/2026 Maidul Islam & Moidul Islam same and one identical person.

সুচিকিৎসা মাসিক
স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Abdul Malek Mondal S/o Late Chhorab Mondal residing at Vill.-Kharun, PO.-Fatespur, P.S. Hili, Dist. Dakshin Dinajpur, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Chhorab Mondal instead of Soraf Mondal, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Balurghat, Dakshin Dinajpur dated on 07/01/2026. Chhorab Mondal and Soraf Mondal both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Fazlul Haque (old name) S/o- Saidur Rahaman residing at Uttarpara More, Radharghat , Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742187 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD FAZLUL HAQUE to FAZLUL HAQUE and henceforth I shall be known as FAZLUL HAQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 16/03/2026. MD FAZLUL HAQUE (old name) and FAZLUL HAQUE (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nashima Begum (Old Name) W/O–Sukh Mahammad Hoque residing at Vill-Islampur , PO-Jangipur , PS-Raghunathganj , Murshidabad, West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Nashima Begum to Nasima Begum and henceforth I shall be known as Nasima Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/03/2026. My name Nasima Begum & Nashima Begum both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Budo Das (Old Name) S/O– Bhagyamantar Das residing at Duttapulia Puratan Bazar , Duttapulia , Dhantala , Ranaghat, West Bengal 741504 do hereby declared that I have changed my name from Budo Das to Budho Das and henceforth I shall be known as Budho Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/03/2026. My name Budho Das & Budo Das both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sagar Shaikh (Old Name) S/O– Khijmat Sk resident of Vill-Dasturpara , Po & Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Sagar Shaikh to Sagar Sk and henceforth I shall be known as Sagar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M (1st class) Berhampore court on 11/03/2026. My name Sagar Sk & Sagar Shaikh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Khijmat Shaikh (Old Name) S/O– Hajaruddin Sk resident of Vill-Dasturpara , Po & Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Khijmat Shaikh to Khijmat Sk and henceforth I shall be known as Khijmat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M (1st Berhampore court on 11/03/2026. My name Khijmat Sk & Khijmat Shaikh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Musaraf Biswas (Old Name) S/O– Ismail Biswas residing at Vill-Bhatgachhi, PO-Ranabanda, PS-Chapra , Nadia , West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Musaraf Biswas to Mosaraf Biswas and henceforth I shall be known as Mosaraf Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/03/2026. My name Mosaraf Biswas & Musaraf Biswas both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sahajat Biswas my father's (Old Name) Ohab Biswas residing at Vill-Soli , PO-Bikrampur , PS-Nakashipara , Nadia , West Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my father's name from Ohab Biswas to Ohab Sekh and henceforth my father's shall be known as Ohab Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/03/2026. My father's name Ohab Sekh & Ohab Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Mukter Ali (Old Name) S/O– Sepat residing at Sahebnagar , Sagarpara , Jalangi , Murshidabad, West Bengal 742306 do hereby declared that I have changed my name from Md Mukter Ali to Md Muktar Ali and henceforth I shall be known as Md Muktar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/03/2026. My name Md Muktar Ali & Md Mukter Ali both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Furkan Hossain my father's (Old Name) Efther Hossein residing at Vill-Khanabari , PO-Daharpar , PS-Suti , Murshidabad, West Bengal 742201 do hereby declared that I have changed my father's name from Efther Hossein to Efther Hossain and henceforth my father's shall be known as Efther Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/03/2026. My father's name Efther Hossain & Efther Hossein both are same and one identical person.

মেদিনীপুরে হাতির তাণ্ডবে তিনটি বাড়ি তছনছ, নষ্ট ১০০ বিঘা ফসল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬ মার্চ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর সদর ও ঝাড়গ্রাম ব্লকে ১২ থেকে ১৫ টি হাতির তাণ্ডবে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত। রবিবার গভীর রাত থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত হাতির দল বেলিয়া, জমুনি ও শিবপুরের মতো গ্রাম ও আবাসিক এলাকায় ঢুকে তিনটি বাড়ি ভেঙে দেয় এবং প্রায় ১০০ বিঘা ধান, সবজি ও ডালশস্য পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, ঝাড়গ্রাম রেঞ্জ ও গুড়গুড়িপাল এলাকার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাতিরা রাত একটা নাগাদ গ্রামে ঢুকে পড়ে। ডুমুরকোটা গ্রামে সত্যজিত মাহাতোর বাড়ি তছনছ করার পাশাপাশি খড়িকাশুলি গ্রামে নীলিমা ধরের বাড়ির দেওয়াল ভেঙে চার বস্তা ধান খেয়ে ফেলে তারা। একইভাবে লক্ষ্মীকান্ত মাহাতোর বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সোমবার সকাল আটটা নাগাদ উত্তেজিত গ্রামবাসীরা বেলিয়া এলাকায় মেদিনীপুর থেকে ঝাড়গ্রাম যাওয়ার মূল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান, যার ফলে কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয়। তাঁদের দাবি, হাতির উপদ্রবে তাঁদের জীবন ও চাষবাস দুই-ই বিপন্ন। ঘটনার খবর পেয়ে বন দফতর ও পুলিশের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বনকর্মীরা গ্রামবাসীদের আশ্বাস দেন যে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং হাতিদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর গ্রামবাসীরা অবরোধ তুলে নেন। গ্রামবাসীরা বন দফতরের কাছে দাবি জানিয়েছেন যে, হাতিদের জনবসতি এলাকা থেকে অবিলম্বে সরাতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এলাকায় স্থায়ী সুরক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং হাতিদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া হুলা পার্টিদের সতর্ক করা হয়েছে যাতে হাতিরা আর জনবসতি এলাকায় ঢুকতে না পারে।

আইসক্রিম কারখানায় আগুন, ক্ষয়ক্ষতি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ মার্চ ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার অন্তর্গত লালবাজার এলাকায় রবিবার গভীর রাতে একটি আইসক্রিম কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক ধারণা স্থানীয়দের। কারখানার মালিক জানান, রাতে সকলে ঘুমিয়ে থাকাকালীন আচমকাই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার বাসিন্দারাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন, পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে কারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কারখানার মালিকপক্ষের দাবি, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আকস্মিক এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই ময়দানে বিজেপি, দেওয়াল লিখনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ ঃ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই রাজ্যজুড়ে পুরোদমে প্রচার শুরু হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে সোমবার সকাল থেকে শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের ব্যাপক সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেল। এদিন শহরে বিজেপির পক্ষ থেকে দেওয়াল লিখন অভিযান শুরু হয়। হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে কর্মীদের স্লোগান দিতে, প্রচার চালাতে দেখা যায়। এদিনের দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বর্তমান বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর উপস্থিতিতে কর্মীদের উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। দলীয় স্লোগান লেখার পাশাপাশি পুরো এলাকায় বিজেপির সমর্থনে দেওয়াল লিখন করা হয়। যদিও সংশ্লিষ্ট আসনে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, রাজ্যের মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছেন। তাঁর দাবি, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এখন মানুষের কাছে স্পষ্ট। এই কারণেই সাধারণ মানুষ আর তৃণমূলকে ভোট দেবেন না। তিনি আরও জানান, প্রার্থী ঘোষণার জন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। খুব শীঘ্রই দল প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবে।

চাষিদের নাম নথিভুক্তিকরণ শুরুঃ দাঁড়িয়ে থেকে তত্বাবধান ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেজি প্রতি ৯ টাকা ৫০ পয়সা দরে আলু কেনার ঘোষণা হওয়ার পর পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই জামালপুর

ব্লকে হিমঘরের মালিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। বৈঠকের পরই জামালপুর ব্লক কৃষি আধিকারিকের (এ ডি এ) অফিসে আলু চাষিদের নাম নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার সেই অফিসে উপস্থিত হন তৃণমূল কংগ্রেসের জামালপুর ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন। সেসময় সেখানে জামালপুর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ছয় হাজার আলু চাষি লাইনে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রেশনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরিস্থিতি দেখে মেহেমুদ খাঁন দ্রুত কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং চাষিদের কাগজপত্র দ্রুত গ্রহণ করে রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেন। মেহেমুদ খাঁন বলেন, আমরা সবসময় কৃষকদের স্বার্থে তাদের পাশে আছি। চাষিদের যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই এখানে এসেছি।

ভোটের আগে উত্তপ্ত দিনহাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা, ১৬ মার্চ ঃ ভোট ঘোষণার পরেই আবারও শিরোনামে কোচবিহার জেলার দিনহাটা। উদয়ন গুহ ঘনিষ্ঠ যুবনেতাকে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ বিরোধী পক্ষ বিজেপি-র বিরুদ্ধে। তৃণমূল যুবনেতাকে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ভিলেজ-টু গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। জানা যায় দিনহাটার ভিলেজ-টু গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৭৭ নম্বর বুথের যুব তৃণমূল সভাপতি সায়ন চক্রবর্তীকে বিজেপি নেতা দীপেন চক্রবর্তী ছুরি দিয়ে কোমরে আঘাত করে।এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় দিনহাটা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ওই যুবনেতাকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আহত সায়ন চক্রবর্তীর অভিযোগ, রবিবার রাতে পরিকল্পিতভাবে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। তৃণমূল করার অপরাধেই বিজেপি নেতা দীপেন চক্রবর্তী ও পরিমল বর্মন তাঁর ওপর চড়াও হন। এর আগেও এই দুই বিজেপি নেতা তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। সায়নের পরিবারের দাবি, বাড়ির সামনে কথা কাটাকাটির সময় আচমকাই বিজেপির নেতা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। যদিও আশেপাশে লোকজন ছুটে আসায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় সায়ন। নয়ত তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল বলেও পরিবারের অভিযোগ।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ২ যুবক, আহত আরও ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ মার্চ ঃ ঈদের মুখে সামশেরগঞ্জে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। জাতীয় সড়ক অতিক্রম করার সময় দ্রুত গতিতে আসা লরির ধাক্কায় প্রাণ যায় দুই যুবকের। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন আরও দু'জন। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত জয় কৃষ্ণপুর ঘোষপাড়া ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত দুই যুবকের নাম আসিফ শেখ এবং মাসাদুল শেখ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফরাক্কার দিক থেকে জঙ্গিপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি লরি। সেই সময় জয় কৃষ্ণপুর এলাকায় একটি বাইক নিয়ে জাতীয় সড়ক অতিক্রম করছিল দুটি বাইক। বাইক দু'টিতে চারজন ছিলেন। লরিটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এসে তাদের ধাক্কা মারে। বিকট শব্দে চারিপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ভোট ঘোষণা হতেই পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের তৎপরতাঃ নাকা চেকিং ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল শুরু

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ মার্চ ঃ নির্বাচন কমিশনের ঘোষণার পরই পূর্ব

বর্ধমান জেলায় ভোটকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তৎপরতা জোরদার হয়েছে। সোমবার সকালে সাংবাদিক সম্মেলন করে আসন্ন নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মসূচি ঘোষণা করেন জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক আয়েষা রানী এ। তিনি সকলকে নির্বাচন বিধি মেনে চলার জন্য সতর্ক করেন এবং ভোট পরিচালনা, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, সামাজিক মাধ্যমে নজরদারি ও রাজনৈতিক দলগুলির আচরণবিধি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। মুখ্য নির্বাচন কমিশনের ঘোষণামতো পূর্ব বর্ধমান জেলায় ভোটগ্রহণ হবে আগামী ২৯ এপ্রিল। সেই অনুযায়ী নির্বাচন সূচি সাজানো হয়েছে বলে জানান জেলাশাসক। জেলায় মোট ১৬ টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। এই আসনগুলির জন্য ২ এপ্রিল নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৯ এপ্রিল, মনোনয়নপত্র যাচাই হবে ১০ এপ্রিল, এবং ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাবে। জেলাশাসক জানান, রবিবার ভোট ঘোষণার পর থেকেই জেলায় ২৪ টি জায়গায় নাকা চেকিং শুরু হয়েছে এবং সোমবার থেকে তা আরও জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলায় দু'দফায় ২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে। আগামী দিনে আরও বাহিনী আসবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছে এবং কোনওরকম ভয়ভীতি বা সমস্যা হলে তা জানানোর জন্য আবেদন করা হচ্ছে। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় জওয়ানদের টহলদারিও শুরু হয়েছে। এবার মেমারি, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, কেতুগ্রাম, গলসি ও খণ্ডঘোষ সহ কয়েকটি বিধানসভা এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের মধ্যে রদবদল করা হয়েছে। সেই সংক্রান্ত একটি তালিকাও প্রকাশ করেছেন জেলাশাসক। জেলাশাসক আরও জানান, ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যালট বাক্স সহ সমস্ত সামগ্রী অনেক আগেই প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এবারের নির্বাচনে শহর বর্ধমানের দুটি বহুতল আবাসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। সেই অনুযায়ী দুটি নতুন বুথ যুক্ত হয়েছে। ফলে জেলায় মোট বুথের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫০৮ টি। এই দুটি আবাসনের মধ্যে একটি হল শহরে কলকাতার দিক থেকে ঢোকার মুখে অবস্থিত উল্লাস উপনগরী এবং অন্যটি নবাবহাট পেরিয়ে দুর্গাপুরমুখী রাস্তায় অবস্থিত রেনেসাঁ উপনগরী। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে ভোটারদের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করার প্রস্তুতিও চলছে বলে জানান জেলাশাসক। পাশাপাশি নির্বাচন বিধি কার্যকর হওয়ায় সোমবার থেকেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচার সংক্রান্ত ব্যানার-পোস্টার খুলে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। এদিনই জেলার সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠকও করেন জেলাশাসক। সেখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভোটের সময় কোনওভাবেই ভয়ভীতি প্রদর্শন বা ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানো চলবে না। এদিকে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরও পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষাধিক ভোটারের নাম এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৩৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬২২ জন। এর মধ্যে ৩৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬০৮ জনের নাম যাচাই প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তবে জেলা নির্বাচন দপ্তরের সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই প্রায় ৮০ হাজার ভোটারের নামের নিস্পত্তি করে নতুন তালিকা প্রকাশ করা হবে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের মতে, ভোট হতে এখনও এক মাসের বেশি সময় বাকি রয়েছে। তার আগেই যদি বিবেচনাধীন ভোটার তালিকার সম্পূর্ণ নিস্পত্তি করা যায়, তাহলে ভোটারদের মধ্যে কোনও ক্ষোভ বা অসন্তোষ থাকবে না।

অনুষ্ঠিত হলো সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের ৪৮ তম সমাবর্তন উৎসব

ইন্দ্রজিত আইচ, কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ সম্প্রতি তিনদিন ধরে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হলো সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের ৪৮ তম সমাবর্তন উৎসব। ১৯৭৬ সালে এই সংস্থার পথ চলা শুরু হয়েছিলো। দেখতে দেখতে পঞ্চাশ বছর পার করে ফেলেছে এই সর্বভারতীয় পরিষদ। এইদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ড. অমিতা দত্ত এবং ড. গুরু থ্যাঙ্কমনি কুট্টি। এবারের এই বর্ণাঢ্য সমাবর্তন উৎসব উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য , প্রফেসর নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তপতি চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আই এ এস ড. কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী প্রাণনাথানন্দ, দা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান অনন্ত সিনহা, সি এ বি - এন এ বি সি ২০২৬ এর এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার কৃষ ঘোষ, সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণ সেন বরাট, নৃত্য শিল্পী কোহিনুর সেন বরাট, অভিনেত্রী মিতা চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার চন্দন সেন, পন্ডিত শ্রীবাস্তব। সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত কাজল সেনগুপ্ত

মেমোরিয়াল আওয়ার্ড পেলেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য্য। এছাড়াও জীবনকৃতি সম্মান, সর্বভারতীয় পুরস্কার , রত্নমণি, ট্যালেন্ট ও মেরিট পুরস্কার এবং বিশারদ ও রত্ন ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়। এবছর ১২০০ ছাত্র ছাত্রী মঞ্চে বিশিষ্ঠ শিল্পীদের হাত থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করে । সংযোজনায় ছিলেন দেবাশিস বসু। এই সমগ্র অনুষ্ঠানের ভাবনা, পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ছিলেন সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ এর সম্পাদক ড. শান্তনু সেনগুপ্ত। সব মিলিয়ে জমে উঠেছিলো তিনদিনের এই বর্ণাঢ্য সমাবর্তন উৎসব।

অলোক লাহিড়ী, চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় , গৌড়ীয় নৃত্য শিল্পী ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় সহ আরো অনেক গুণীজন। এই বছর কলামনি পুরস্কার পেলেন তারক ঘরাই, ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়, পন্ডিত সমর সাহা এবং জয় নারায়ন

কালীগঞ্জে ভোটের আগে বোমার খোঁজে পুলিশের তল্লাশি! ডগ স্কোয়াড নিয়ে একাধিক এলাকায় অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৬ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নদীয়ার কালীগঞ্জে বোমার খোঁজে তল্লাশি চালাল পুলিশ। নির্বাচন ঘিরে যাতে এলাকায় কোনওরকম অশান্তি বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেই লক্ষ্যেই আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। কালীগঞ্জ থানার উদ্যোগে রবিবার শিয়ালখেলা, মোলান্দী ও বড়চাঁদঘর-সহ একাধিক এলাকায় ডগ স্কোয়াড নিয়ে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়। সন্দেহভাজন বিভিন্ন জায়গা, ফাঁকা জমি, ঝোপঝাড় ও পরিত্যক্ত জায়গায় বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। এলাকায় কোথাও বিস্ফোরক মজুত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশের দাবি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে একাধিক এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। যাতে ভোটের সময় কোনওরকম সহিংসতা বা গোলমালের ঘটনা না ঘটে এবং ভোট প্রক্রিয়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই নিয়মিতভাবে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন ওই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় ন' বছর বয়সি তামান্না খাতুনের। সেই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ঘটনার পর পুলিশ এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে শতাধিক বোমা উদ্ধার করেছিল বলে জানিয়েছিল প্রশাসন। এই ঘটনার পর থেকেই কালীগঞ্জ এবং আশপাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ সতর্ক রয়েছে পুলিশ প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। রবিবারই নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। সেই ঘোষণার পর থেকেই জেলায় জেলায় প্রশাসনিক তপরতা বাড়ানো হয়েছে। নির্বাচনকে কেঃদ্র করে যাতে কোথাও অশান্তি না ছড়ায় এবং ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসন আগাম নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। এই প্রেক্ষিতেই কালীগঞ্জে ডগ স্কোয়াড নিয়ে বিস্ফোরক সন্ধানে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হল বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। আগামী দিনেও এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেই ইঙ্গিত পুলিশের।

কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে বাঁকুড়ায় মৃত ১, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৬ মার্চ ঃ রবিবার সন্ধ্যা নামার আগেই কালবৈশাখীর ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে বাঁকুড়া। এদিনের ঝড়- বৃষ্টিতে জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছেন একজন। বিষ্ণুপুরে সবজি বাজারের টিনের শেড চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন চারজন। এছাড়া বিষ্ণুপুর বাউরিপাড়ায় একটি ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়লেও অল্পের জন্য রক্ষা পান ওই পরিবারের ৬ সদস্য। ঝড়ের দাপটে ভেঙেছে হাসপাতালের একটি শেড এবং ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন। ওভারহেড তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে একটি এক্সপ্রেস ট্রেন কয়েক ঘণ্টা আটকে থাকে। রবিবার বিকেলের পর হঠাৎই কালবৈশাখীর প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয় বাঁকুড়া জেলায়। বিকেলের পর থেকেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায় এবং শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়া। এরপর শুরু হয় শিলাবৃষ্টি এবং কোনো কোনো এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি। বাঁকুড়া সদরসহ দক্ষিণ বাঁকুড়ার রানিবাঁধ, খাতড়া ও হিড়বাঁধসহ বিভিন্ন ব্লকে প্রবল শিলাবৃষ্টি হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মাঝারি থেকে বড় আকারের শিলা পড়তে শুরু করে এবং প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই পরিস্থিতি চলে। দীর্ঘদিনের দাবদাহের পর এই বৃষ্টিতে জেলাবাসী কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন এবং জেলার তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। তবে শিলাবৃষ্টিতে জেলায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। চাষীরা এতে ভেঙে পড়েছেন। বাজারে আলুর সঠিক দাম নেই, তার ওপর ঋণ করে চাষে নেমেছিলেন তাঁরা। নতুন করে কালবৈশাখীর এই দাপটে সবজি চাষের চরম ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই শিলাবৃষ্টি নিয়ে চিন্তায় প।ছেন জেলার কৃষকরা। বর্তমানে মাঠে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের পাশাপাশি অনেক জায়গায় আলু তোলার কাজও চলছে। কৃষকদের আশঙ্কা, শিলার আঘাতে ফসলের পাতা ও গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ফলনের ওপর ব। প্রভাব প।বে। বিশেষ করে কাঁচা সবজি ও জমিতে থাকা আলু চাষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে মনে করছেন চাষিরা।

শিলিগুড়ি- সহ পশ্চিমবঙ্গের ১০টি স্থানে তল্লাশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গে ফের তল্লাশি অভিযান ইডি-র। অবৈধ কল সেন্টার সংক্রান্ত একটি মামলায় শিলিগুড়ি, হাওড়া, বিধাননগর এবং দুর্গাপুর-সহ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মোট ১০টি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি। অবৈধ কল সেন্টারের সঙ্গে সম্পর্কিত মামলায় সোমবার সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি, হাওড়া, বিধাননগর এবং দুর্গাপুর-সহ ১০টি স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। তল্লাশি করা ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সুরশ্রী কর, সম্রাট ঘোষ, শুভজিত চক্রবর্তী এবং অন্যান্যরা। শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া এলাকায় স্বপন ঘোষের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তিনি পেশায় একজন সোনা ব্যবসায়ী, বিধান বাজারে একটি শোরুম রয়েছে।

তিস্তা খাল থেকে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ মার্চ ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার ডাংরাডাংরি এলাকায় তিস্তা খাল থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সোমবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিন স্থানীয়রা খালের ধারে দেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে চোপড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দেহটি খালের জলে অন্য কোথাও থেকে ভেসে আসতে পারে। তবে মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা সম্ভব হয়নি। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

Shankarpur-1 Gram Panchayat
Baruipur Block, South 24 Parganas
Mail-Shankarpur1gp@gmail.com

Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, Baruipur Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 29,30,31,32/15TH FC TIED AND UNTIED/SGP-1/202526 dt: 12/03/2026 (Fund-15TH FC)**, Last Date of Bid Submission: **21/03/2026, 14:00 Hrs.** Date of Opening: **24/03/2026, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, South 24 PGS,.or Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Shankarpur-1 Gram Panchayat

Ashuti-II Gram Panchayat
(THAKURPUKUR MAHESHTALA PANCHAYAT SAMITY)

Notice Inviting e-Tender

Applications are invited from Bonafide contractors/agencies vide NIT bearing memo no. 11/A-II GP/25-26 (Sl. No 01 to 02), Dt-14/03/26 for Sinking of Tubewell with Submersible Pump under 15th FC Fund. Bid Submission last dt-25/03/26, up to 11.00 AM. The N.I.eT. Documents and others details is available in the website **wbtenders.gov.in**.

Sd/- Prodhan
Ashuti-II Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

কাটিহারে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/১৪_২০২৬/কে/১৮০০ তারিখঃ ১০-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ১৪_২০২৬। কাজের নামঃ** নিউ জলপাইগুড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজঃ বিভিন্ন সেবা ভবনের নবীকরণ সহিত আরপিএফ ব্যারাকের বাউণ্ড্যারি ওয়াল এবং নর্দমার উন্নয়ন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৯০,১৪,৫৭১.৬২/-টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৮০,৩০০/- টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০১-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। বিশ্বরূপ মালিক, পিতা- বিজয় মালিক, ২। উমা দোলুই, স্বামী -সনাতন দোলুই, ৩। গৌরাঙ্গ মাল পিতা- চিন্তামনি মাল, সর্ব্ব সাং- বড়গাছিয়া, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ০৩।০২।২০২৬ তারিখে বড়গাছিয়া সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৮০০৩৫০, ০৫০৮০০৩৬০ ও ০৫০৮০০৩৫২ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা হাসানউল্লা মোল্লা পিতা- ওলিউল্লা মোল্লা দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অধীন বড়গাছিয়া মৌজায় জে. এল.- ৫১ নং ভুক্ত, এল, আর.- ০৬ নং খতিয়ানে এল. আর. ১৪০৬ নং দাগে শালি মোট ০২ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ২০১৪ সালে বড়গাছিয়া রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ৬০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে হোসেনারা বেগম স্বামী- ওলিউল্লা মোল্লা, সাং- পার্ব্বতীপুর, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া মহাশয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল, অ্যান্ড এল, আর. ও. জগৎবল্লভপুর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পিয়ালী মাখাল, স্বামী - টিঙ্কু মাখাল, সাং- মহিষগোট, সাঁকরাইল, হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২০.০২.২০২৬ তারিখে রানিহাটা রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ১০০৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা কৃষ্ণা বোদক স্বামী- সুরজিত বোদক মহাশয়ার নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন চর্তুভুজকাটী মৌজায় জে. এল. ২৩ নং ভুক্ত, এল. আর.-১০২৬ নং খতিয়ানে এল, আর. ৩১৬ নং দাগে ০১ কাঠা ১৩ ছটাক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২০।০২।২০২৬ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৯৭৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা টিঙ্কু মাখাল পিতা- কালীপদ মাখাল মহাশয়ের নিকট হইতে উপরিউক্ত সম্পত্তি খরিদ করেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৭.০২.২০২৬ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০০৮৭৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে পিয়ালী মাখাল স্বামী- টিঙ্কু মাখাল, সাং- মহিষগোট, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড
CIN: L17297WB1981PLC034226
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ রুম নং ৪০৭, ৪র্থ তলা, প্রাঙ্গণ নং ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা - ৭০০০০১। ফোনঃ ৯১-৩৩-২২৬২৩০৫৬
ইমেইলঃ **investors@mavensbiotech.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.mavensbiotech.com**

ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা সকল শেয়ারহোল্ডারকে জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের SEBI সার্কুলার নং. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/I/3750/ 2026 অনুযায়ী, ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের একটি বিশেষ সময়সীমা (Special Window) উন্মুক্ত করা হয়েছে। এই সুবিধাটি প্রদান করা হয়েছে সেইসব ভৌত সিকিউরিটিজ (Physical Securities)-এর হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (Dematerialization) সহজতর করার লক্ষ্যে, যা ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়েছিল।
এই বিশেষ সময়সীমার প্রযোজ্যতা এবং বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত SEBI সার্কুলারটিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mavensbiotech.com-এ পাওয়া যাবে।
এই বিশেষ সুযোগটি সেই সকল বদলির আবেদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যা পূর্বে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নথিপত্র বা কার্যপ্রণালীতে ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত পাঠানো অথবা প্রক্রিয়াজাত করা হয়নি।
এই উইন্ডোর অধীনে স্থানান্তরিত সিকিউরিটিসমূহ আবশ্যিকভাবে কেবল 'ডিম্যাট' (demat) আকারে প্রাপকের অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং স্থানান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের একটি 'লক-ইন' (lock-in) মেয়াদের অধীনে থাকবে। এই লক-ইন মেয়াদের চলাকালীন, উক্ত সিকিউরিটিসমূহ হস্তান্তর, লিয়েন-চিহ্নিত (lien-marked) বা বন্ধক রাখা যাবে না। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের (RTA) সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ M/s. Adroit Corporate Services Pvt. Ltd., ১৯-২০, জাফরভয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০ ০৫৯। ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০, ইমেইলঃ Info@adroltcorporate.com, ওয়েবসাইটঃ www.adroltcorporate.com
শেয়ারহোল্ডারদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁদের KYC সংক্রান্ত বিবরণী (যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে PAN, ইমেল আইডি, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ)-যদি শেয়ারগুলো ডিম্যাট রূপে সংরক্ষিত থাকে তবে তাঁদের 'ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট' (DP)-এর নিকট, অথবা যদি শেয়ারগুলো ভৌত (physical) রূপে সংরক্ষিত থাকে তবে RTA-এর নিকট-হালনাগাদ (update) করে নেওয়ার জন্য।
বিকল্প হিসেবে, শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mavensblotech.com-এর মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেডের পক্ষে,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
জয় প্রকাশ
DIN 02525414

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৬ মার্চ, ২০২৬

উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক
আপকি উমিদ কা খাতা
একটি নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাংক

জোনাল অফিসঃ ২য় তল, ১৩৪এ, ফ্লোর পাটলিপুত্র কলোনি, পলিটেকনিক কলেজের বিপরীতে, পাটনা, বিহার-৮০০০১৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজি সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, উত্তর প্রদেশ-২২১ ১০৫

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা / গণ ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত ঋণটি 'নন-পারফর্মিং অ্যাসেট' (NPA) বা অ-সম্পাদনকারী সম্পদ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী, ঋণগ্রহীতাগণ কর্তৃক ব্যাংকে প্রদত্ত তাঁদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছিল তদুপরি, নিচে তালিকাভুক্ত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের তথ্যের উদ্দেশ্যে, এই গণ-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও তাঁদের বিষয়টি অবহিত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	শাখার নাম	অ্যাকাউন্ট নাম	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	এন.পি.এ তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখে বকেয়া অর্থের পরিমাণ
১	কলকাতা	১৫১০০৫০০ ০০০৬১০৫	প্রদীপ কুমার প্রসাদ, ধনেশ্বর প্রসাদের পুত্র (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা) সোনালী প্রসাদ, প্রদীপ কুমার প্রসাদের স্ত্রী (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৩।০২।২০২৬	২১,৭৭,৪৫৫.৩৪/ -
সম্পত্তির বিবরণঃ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ অংশ ও অংশবিশেষ যার ফ্ল্যাট নম্বর বি-১, অবস্থিত প্রথম তলায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী। এর কার্পেট এরিয়া বা ব্যবহারযোগ্য ক্ষেত্রফল প্রায় ৪৮২.৪ বর্গফুট (অর্থাৎ সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৬০৩ বর্গফুট-যা সামান্য কম বা বেশি হতে পারে)। সম্পত্তিটি মৌজা-নয়নান, তৌজি নং-১২৯৮ / ২৮৬০, জে.এল নং-৮-এর অন্তর্ভুক্ত যা আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং-৬৫৩ / ১৮৭৭ এবং এল.আর. খতিয়ান নং-১১২৬-এর অধীনে অবস্থিত। এর প্রাঙ্গণ নম্বর (Premises No.) ১৩ / বি / ১, থানা-বরানগর, কলকাতা-৭০০০৫০ যা বরানগর পৌরসভার সীমানার অন্তর্ভুক্ত। ওয়ার্ড নং-২৩, হোল্ডিং নং-১৩ / বি / ১, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, A.R.A-I কলকাতা। মূল বিক্রয় দলিল নং-১৯০১০২২৪৯ (বছর-২০২৫), বই নং-১, খণ্ড নং-১৯০১-২০২৫, পৃষ্ঠা নং-৭১৩৮৩ থেকে ৭১৪০৮ অনুযায়ী এই সম্পত্তির চারপাশের সীমানা নিম্নরূপ- পূর্ব দিকেঃ প্রাঙ্গণ নং-২১ /১, সাউথ সিন্থি রোড পশ্চিম দিকেঃ প্রাঙ্গণ নং-২১১, সাউথ সিন্থি রোডের একাংশ উত্তর দিকেঃ প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরীর জমি দক্ষিণ দিকেঃ প্রাঙ্গণ নং-২১ /১/ ২, সাউথ সিন্থি রোড এবং ১২ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ (Common Passage)।					
২	কলকাতা	১৫১০০৫০০০ ০০০৬০৭৪	হাসানুর মন্ডল সোঃ তফুর মন্ডল (ঋণগ্রহীতা / বন্ধক) জান্নাতুন ফিরদৌসী বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা) ছালুদা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা) ছালুদা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৩।০২।২০২৬	১২,৬২,৬৯৪.৩৪/ -
সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তির যে সমগ্র অংশ ও পার্সেলটিতে একটি স্থাপনা বিদ্যমান এবং যার আয়তন প্রায় ১৫ ডেসিমেল (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে), তা মৌজা-মাটিকুমরা, জে.এল. নং-৫৭, আর.এস. নং-৩৭, তৌজি নং-২০০৭-এর অন্তর্ভুক্ত এটি আর.এস. দাগ নং-১০৮৫-এর অধীনস্থ এবং সি.এস. খতিয়ান নং-৮১৫ (যার সমতুল্য আর.এস. খতিয়ান নং-১২৯৯, বর্তমানে ৪৪২-যেমনটি পর্চায় উল্লিখিত আছে)-এর সাথে সম্পর্কিত। উক্ত সম্পত্তির পরিমাপ প্রায় ১৩৩০ বর্গফুট (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে) এবং এটি চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত। থানা-দেগঙ্গা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর. অফিস-দেগঙ্গা, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ। বিক্রয় দলিল নং-৩৬৩৫, সাল-১৯৮৫। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ-পূর্বঃ চলুহার খাতুনের সম্পত্তি পশ্চিমঃ কালু মল্লিকের সম্পত্তি উত্তরঃ চলুহার খাতুনের সম্পত্তি দক্ষিণঃ রাস্তা।					
৩	কলকাতা	১৫১০০৫০০০ ০০০৬০১৯	আসাদুল মন্ডল, রাহুল খুদ্দুসের পুত্র (ঋণগ্রহীতা / বন্ধক) নমিতা দে, আসাদুল মন্ডলের কন্যা (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৩।০২।২০২৬	১১,৩১,৪৬৩.৪৬/ -
সম্পত্তির বিবরণঃ মোট আনুমানিক ৫.১০ ডেসিমেল (কম-বেশি) আয়তনের একখণ্ড জমি ও তসংলগ্ন নির্মিত স্থাপনা (যার আয়তন বর্গফুটে সামান্য কম-বেশি হতে পারে)-যা মৌজা-ইওজনগর, জে.এল. নং-০২-এর অন্তর্গত এটি সাবেক খতিয়ান নং-১৯৪৪, হাল খতিয়ান নং-৩৯০৯, ৩৬৫৭, ৩৬১৩, এল.আর. খতিয়ান নং-৩১৩২ ও ৩২৩২, এল.আর. খতিয়ান নং-৪৭৫৪ এবং নতুন এল.আর. খতিয়ান নং-৫৬২৩ (এল.আর. পর্চা অনুযায়ী)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং-৬২৬৭ ও ৬২৬৮-এর অধীনে অবস্থিত এই সম্পত্তিটি বসিরহাট থানার অন্তর্গত বেগমপুর বিবিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৯৩, এ.ডি.এস.আর. অফিস-বসিরহাট, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ। বিক্রয় দলিল নং-১৫১১০৩২১৮ (২০২১ সালের), ভলিউম নং-১৫১০-২০২১, পৃষ্ঠা নং-৭৬৭২৬ থেকে ৭৬৭৪০। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ-পূর্বঃ পরান পশ্চিমঃ নাইম দিগার উত্তরঃ আবু বক্কর দক্ষিণঃ ৫ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।					
৪	বেহালা কলকাতা	১৫৪৮০৫০০০ ০০০৬০১৫	কনকলতা ভুঁইয়া, নারায়ণ ভুঁইয়ার স্ত্রী (ঋণগ্রহীতা / বন্ধক) নারায়ণ ভুইয়া, ষষ্ঠীচরণ ভুঁইয়ার পুত্র (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৩।০২।২০২৬	৯,৮২,৮৪২.৩৮/ -
সম্পত্তির বিবরণঃ গৌড়দহ মৌজায় অবস্থিত আনুমানিক ০২ কাঠা পরিমাপের একখণ্ড জমি এবং তার ওপর নির্মিত প্রায় ১৭৪৬ বর্গফুট আয়তনের (কিছুটা কম-বেশি হতে পারে) একটি দোতলা ভবনসহ যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি। অবস্থানঃ জে.এল. নং-১৮৯, তৌজি নং-৪০, ২০৮, ক্যানিং সার্কেল-০১ সি.এস. খতিয়ান নং-১০৭, আর.এস. খতিয়ান নং-১১৩ সি.এস. দাগ নং-৯৯, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং-১৬১। স্থানীয় সীমানাঃ বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত থানা-ক্যানিং, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর. অফিস-মাতলা, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ। বিক্রয় দলিল নং-০০০০১৬ (২০১৩ সালের), খণ্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-২৭৮ থেকে ২৯৭। সম্পত্তির চতুঃসীমা- পূর্বঃ অচিন্ত মণ্ডলের সম্পত্তি পশ্চিমঃ প্লট নং পি /৩-এর সম্পত্তি উত্তরঃ দাগ নং ১৬১-এর সম্পত্তি দক্ষিণঃ ৮ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ।					

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা / গণ এবং/ অথবা তাঁদের জামিনদারদের (যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধ করুন অন্যথায়, ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট) অ্যাক্ট, ২০০২'-এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তারিখঃ ১৭-০৩-২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বাক্ষর /-
(অথোরাইজড অফিসার)
উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

বার্সার কাছে হার, তবু কলকাতার মন জিতল সেভিয়া

১৬ মার্চ ঃ লা লিগায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে সেভিয়া এফসি-কে। বার্সেলোনার কাছে ৫-২ গোলে হেরে গেলেও ম্যাচের আগেই এমন একটি পদক্ষেপ নিয়েছিল স্প্যানিশ ক্লাবটি, যা কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয় জিতে নিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টে তারা শ্রদ্ধা জানিয়েছে কলকাতার দুই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব-মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলকে। স্পেনের ফুটবল এবং কলকাতার ফুটবল আবেগের মধ্যে যেন এক অদৃশ্য যোগসূত্র তৈরি করে দিয়েছে সেভিয়ার এই পোস্ট। ম্যাচের আগে তারা একটি ছবি এবং বার্তা শেয়ার করে জানায়, যেমন কলকাতায় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়, তেমনই স্পেনে সেভিয়া ও বার্সেলোনার লড়াই ঘিরেও থাকে একই রকম উন্মাদনা। ফুটবল যে কেবল একটি খেলা নয়, বরং আবেগ ও সংস্কৃতির বন্ধন-সেই কথাই তুলে ধরতে চেয়েছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। সেভিয়ার পোস্টে কলকাতার ফুটবল সংস্কৃতির উল্লেখ ছিল বিশেষভাবে। সেখানে বলা হয়, গঙ্গাপাড়ের শহর কলকাতায় ফুটবল নিয়ে আবেগের শেষ নেই। পাড়ার মোড়, চায়ের দোকান, কিংবা পুরনো ক্লাবের লনে-সব জায়গাতেই দুই প্রধান ক্লাবকে ঘিরে আলোচনা চলতেই থাকে। সেই আবেগের সঙ্গে নিজেদের ফুটবল সংস্কৃতির মিল খুঁজে পেয়েই এই বার্তা দিয়েছে সেভিয়া। পোস্টে একটি জার্সির দোকানের ছবিও ব্যবহার করা হয়, যেখানে সামনে রাখা ছিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহ্যবাহী জার্সি। ছবির ক্যাপশনে লেখা ছিল, কলকাতায় খেলার প্রতি ভালোবাসা সবার। পাশাপাশি দুই ক্লাবের সমর্থকদের কাছ থেকেও সমর্থন চেয়েছে সেভিয়া। এই পোস্ট ঘিরে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। অনেক সমর্থকই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সেভিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। একজন লিখেছেন, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল শুধু কলকাতার নয়, ভারতীয় ফুটবলের গর্ব। বিশ্বের ক্লাব যখন তাদের স্বীকৃতি দেয়, সেটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। অন্য একজন মন্তব্য করেন, ভারতীয় ফুটবলের অস্তিত্ব টিকে আছে এই দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের জন্য। তাদের কোনও বিকল্প নেই। আরেকজন নেটিজেনের মতে, সেভিয়ার এই পোস্ট আবারও প্রমাণ করল যে ফুটবল সত্যিই এক সর্বজনীন ভাষা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে এক সুতোয় গেঁথে দিতে পারে এই খেলাই। এদিকে মাঠের লড়াইয়ে অবশ্য সেভিয়ার দিনটা ভালো কাটেনি। বার্সেলোনা দুর্দান্ত আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে ৫-২ গোলে জয় তুলে নেয়। এই জয়ের ফলে লা লিগার শিরোপা লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করল কাতালান ক্লাবটি। তাদের এই জয়ে বড় ভূমিকা নেন দলের অধিনায়ক রাফিনহা, যিনি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন। বার্সেলোনার হয়ে বাকি দুটি গোল করেন দানি অলমো এবং জোয়াও কাভাকো। অন্যদিকে সেভিয়ার হয়ে দুটি গোল করেন ওসো এবং জিব্রিল সো। যদিও ফলাফল সেভিয়ার পক্ষে যায়নি, তবুও তাদের ফুটবল লড়াই এবং বিশেষ করে কলকাতার ফুটবল সংস্কৃতিকে সম্মান জানানো পোস্ট ইতিমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, লা লিগার এই ম্যাচ শুধু মাঠের ফলাফলের জন্য নয়, বরং ফুটবলের আবেগঘন আন্তর্জাতিক বন্ধনের জন্যও স্মরণীয় হয়ে রইল। স্পেনের একটি ঐতিহ্যবাহী ক্লাব যখন কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন ফুটবল সংস্কৃতিকে সম্মান জানায়, তখন তা নিঃসংঃদেহে গর্বের মুহূর্ত হয়ে ওঠে বাঙালি ফুটবলপ্রেমীদের কাছে।

কেকেআরের জন্য সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ দুইই অপেক্ষা করছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ কেকেআরকে বড় ধাক্কা দিয়েছে তারকা পেসার হর্ষিত রানার চোট। দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য বোলার হওয়া সত্ত্বেও, এবারের আইপিএলে তার খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় অনিশ্চয়তা। সম্প্রতি বিসিসিআইয়ের তারকাখচিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও, হাঁটতে অসুবিধা হওয়ায় মঞ্চে উঠে পুরস্কার নিতে পারেননি তিনি। এই পরিস্থিতি কেকেআরের জন্য নতুন উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে, কারণ গত কয়েক মরশুমে তিনি দলের পেস আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিসিসিআইয়ের 'নমন অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে হর্ষিত রানা পুরুষদের ক্রিকেটে সেরা অভিষেককারী হিসেবে পুরস্কৃত হন। কিন্তু অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেও, শারীরিক অবস্থা তাকে মঞ্চে উঠে পুরস্কার নেওয়ার অনুমতি দেয়নি। ২৪ বছর বয়সী এই তারকা পেসারকে দেখা গেছে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে, যা তার ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আইপিএল ২০২৩-এর আসন্ন মরশুমে হর্ষিতের অনুপস্থিতি কেকেআরের বোলিং আক্রমণে বড় ধাক্কা দিতে পারে, কারণ তিনি দলের পেস বিভাগের একজন অন্যতম নির্ভরযোগ্য সদস্য। এমনকি বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে গিয়ে

তিনি চোট পেয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েন। এরপর অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল তাকে। হর্ষিত রানার জন্য চোটের সমস্যা নতুন নয়। বিশ্বকাপের আগে, নবি মুম্বইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে বল করতে এসে চোট পান তিনি। সেই চোটের কারণে শেষ মুহূর্তে তাকে বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়তে হয়, এবং তার জায়গায় নেয়া হয় মহম্মদ সিরাজকে। সেই সময়ে তার চোট এত গুরুতর ছিল যে, অস্ত্রোপচার করতে হয়। এখন আবার আইপিএলের শুরুর দিকে তিনি খেলতে পারবেন না বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। হর্ষিত রানার মতো গুরুত্বপূর্ণ বোলারকে ছাড়াই আইপিএল মরশুমে কেকেআরের চ্যালেঞ্জ অনেক বড় হতে পারে। তার অনুপস্থিতি দলের বোলিং শক্তিতে বিশাল ফাঁকা জায়গা তৈরি করবে, যা নিশ্চিতভাবেই দলের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলবে। দলের অন্য বোলারদের ওপর দৃষ্টি থাকবে, যারা রানার জায়গায় নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন।

কেকেআরের জন্য এই সময়টা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দলের সেরা পেসার হর্ষিত রানা চোটের কারণে অনিশ্চিত এবং তার খেলা নিয়ে এখনই কোনও নিশ্চয়তা নেই। যদিও কিছু সূত্র থেকে জানা গেছে যে, যদি তিনি শুরুর দিকে না খেলতে পারেন, তবে পরবর্তী সময়ে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তাও বেশ কিছুটা অনিশ্চিত।

এমন পরিস্থিতিতে কেকেআরকে তাদের বোলিং আক্রমণ পুনর্গঠন করতে হতে পারে, এবং এমন কিছু খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া হবে, যারা এখনও নিজের জাত প্রমাণ করতে পারেননি। তবে, হর্ষিত রানা না থাকলে কেকেআরকে বড় ধাক্কা দিতে পারে, বিশেষ করে তাদের পেস আক্রমণে। তবে, কেকেআরের কাছে কিছু আশার আলোও রয়েছে। তাদের দলে বৈভব অরোরা, উমরান মালিক, এবং কার্তিক ত্যাগির মতো প্রতিশ্রুতিশীল পেস বোলাররা রয়েছেন, যাদের কাছে এখন সুযোগ রয়েছে নিজেদের প্রমাণ করার। এই বোলারদের মধ্যে উমরান মালিক আগের মরশুমগুলোতে একাধিক ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পারফরম্যান্স দিয়ে নিজের নাম করেছেন। তাদের কাছেও এখন সুযোগ থাকবে দলের হয়ে বড় ভূমিকা পালন করার। এছাড়া, কেকেআর শিবিরে আশার আরও একটি দিক রয়েছে। জানা যাচ্ছে, নাইটরা আকাশ মাধওয়ালকে দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যিনি ভারতের তরুণ পেস বোলার হিসেবে ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। তার অন্তর্ভুক্তি কেকেআরের পেস আক্রমণকে কিছুটা শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে।

ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোর কি বিদায় অসন্ন, বৈঠকে বসছেন কর্তারা

মুম্বাই, ১৬ মার্চ ঃ আইএসএলে ধারাবাহিক খারাপ ফল এবং বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে চরম অনিশ্চয়তার মুখে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোর ভবিষ্যৎ। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হতাশাজনক ড্রয়ের পর লাল-হলুদ শিবিরে শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ক্লাব কর্তারা কোচের ভবিষ্যৎ নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছেন। সূত্রের খবর, স্পনসর সংস্থা ইমামি ম্যানেজমেন্ট সময় পেলে সোমবারই ব্রুজোকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। না হলে মঙ্গলবারের মধ্যেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগেই ইস্টবেঙ্গল শিবিরে অস্থিরতার ইঙ্গিত মিলেছিল। ম্যাচপূর্ব সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিপক্ষকে নিয়ে কৌশল বা দলের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলার বদলে ক্লাবের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন ব্রুজো। তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় ক্লাবের কিছু কর্তাকে দায়ী করে বলেন, দলের উন্নতি আটকে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই মন্তব্যই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথমে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ছন্নছাড়া ফুটবল খেলতে দেখা যায় ইস্টবেঙ্গলকে। ম্যাচের শেষ পর্যন্ত সেই লিড ধরে রাখতে পারেনি লাল-হলুদ ব্রিগেড। ফলাফল ড্র হওয়ায় মাঠেই সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় দলকে। বিশেষ করে কোচ অস্কার ব্রুজোর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন সমর্থকরা। গ্যালারি থেকে ওঠে ' ব্যাক' স্লোগান।এই পরিস্থিতির মধ্যেই রবিবার রাতে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়। দেখা যায়, ব্রুজো নিজের সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলের বায়ো থেকে ইস্টবেঙ্গলের নাম সরিয়ে দিয়েছেন। এরপরই সমর্থক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে-তাহলে কি তিনি পদত্যাগ করতে চলেছেন? নাকি ক্লাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চরম অবনতির দিকে গড়িয়েছে?এদিকে জানা যাচ্ছে, কোচের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে ক্লাব ও ম্যানেজমেন্ট। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হতে পারে, কেন দলের পারফরম্যান্সের দিকে মনোযোগ দেওয়ার বদলে তিনি বারবার মাঠের বাইরের বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করছেন। ক্লাবের

মতে, এতে দলের ফোকাস নষ্ট হচ্ছে এবং ক্লাবের ভাবমূর্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।শুধু সাংবাদিক সম্মেলনেই নয়, এর আগে সাংবাদিকদেরও নিশানা করেছিলেন ব্রুজো। পরে ক্লাবের কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও সরাসরি অভিযোগ তোলেন তিনি। এই অবস্থায় ইমামি ম্যানেজমেঃটের সঙ্গে ক্লাবের সম্পর্কেও চাপ তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকেই। ক্লাব কর্তারা মনে করছেন, এই ধরনের মন্তব্য সমর্থকদের মধ্যেও বিভ্রান্তি তৈরি করছে এবং দলের ভেতরের অস্থিরতার ছবি বাইরে চলে যাচ্ছে।কেরালা ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তা দেবব্রত সরকারকেও কোচের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, ভেবেছিলাম এ বিষয়ে কিছু বলব না। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এত খারাপ ফুটবল আগে দেখিনি। কোচ বদলের বিষয়টা আমাদের হাতে নেই। কোম্পানিই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, ব্রুজোকে ঘিরে ক্লাবের অন্দরেও অসন্তোষ জমেছে। ফলে পরিস্থিতি যে দ্রুত বদলাতে পারে, তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে, বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল কেরালা ম্যাচের আগের সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই। সেখানে ব্রুজো বলেছিলেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত কিছু লোক আছে যারা দলের উন্নতি চায় না। তারা হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে দলকে বিভক্ত বা অস্থির করার চেষ্টা করছে। সমর্থকদের হতাশা নিয়ে একটি ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। তবে দলের ভেতরে আমরা সেসব নিয়ে ভাবছি না।এই মন্তব্যের জবাবে দেবব্রত সরকার তখনই পাল্টা বলেন, কোচ পেশাদার। আজ আছে, কাল চলে যাবে। তাঁর কথায় আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি না। যদি কোনও সমস্যা থাকে, বোর্ড মিটিং ডেকে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করুক। তখন আমরা বিষয়টি দেখব।ফলে কোচ এবং ক্লাব কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ যে প্রকাশ্যে চলে এসেছে, তা স্পষ্ট।উল্লেখ্য, এবারের আইএসএল মরশুমের শুরুটা বেশ ভালোই করেছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম দুই ম্যাচে জয়ের ফলে সমর্থকদের মধ্যে আশাবাদ তৈরি হয়েছিল

ইন্ডিয়ান ওয়েলস মাস্টার্সের ফাইনালে মেদভেদেভকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ইয়ানিক সিনার

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৬ মার্চ (হি.স.)ঃ ২০২৬ সালের ইন্ডিয়ান ওয়েলস মাস্টার্সের পুরুষদের ফাইনালে দানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন সিনার। সিনার সরাসরি সেটে মেদভেদেভকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রবিবারের টানটান ফাইনালে সিনার ৭-৬(৬), ৭-৬(৪) ব্যবধানে জয়লাভ করেন। এটি সিনারের প্রথম ইন্ডিয়ান ওয়েলস শিরোপা। ম্যাচের দ্বিতীয় সেটে মেদভেদেভ ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেও, সিনার দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরপর ৭টি পয়েন্ট জিতে শিরোপা নিশ্চিত করেন। এই জয়ের ফলে সিনার পুরো টুর্নামেন্টে কোনও সেট না হেরে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এক অনন্য রেকর্ড গড়লেন।

পাক ক্রিকেটার নেওয়ায় তীব্র বিতর্ক, কাব্য মারানকে কড়া আক্রমণ সুনীল গাভাসকরের

মুম্বাই, ১৬ মার্চ ঃ পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া নিয়ে তীব্র বিতর্কের মধ্যে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। তাঁর মতে, ভারতীয় মালিকানাধীন কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি পাকিস্তানের ক্রিকেটারকে দলে নেয়, তাহলে তা শুধু ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত নয়-এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেশের নিরাপত্তা এবং আবেগের বিষয়ও। এই মন্তব্যের জেরে নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স লিডস এবং তার মালকিন কাব্য মারান। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় টি-২০ প্রতিযোগিতা ' হান্ড্রেড'-এ পাকিস্তানের স্পিনার আবরার আহমেদকে দলে নিয়েছে সানরাইজার্স লিডস। আর সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা ও সমালোচনা। এই প্রেক্ষাপটেই একটি সংবাদপত্রের কলামে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে গাভাসকর সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে। গাভাসকর লিখেছেন, ভারতীয় মালিকানাধীন কোনও দল পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে দলে নিলে সমালোচনা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০০৮ সালের মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই আইপিএলে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। সেই ঘটনার পর থেকে ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিও সাধারণত পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের দলে নেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। কিংবদন্তি ক্রিকেটারের মতে, এর পিছনে শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনা নয়, আরও বাস্তব কারণ রয়েছে। তাঁর যুক্তি, কোনও পাকিস্তানি ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক লিগে খেলে যে অর্থ উপার্জন করেন, তার একটি অংশ কর হিসেবে পাকিস্তান সরকারকে দিতে হয়। সেই অর্থই পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যয়ও রয়েছে। গাভাসকরের বক্তব্য, সেই অর্থ দিয়ে কেনা অস্ত্র একসময় ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে। এই যুক্তির ভিত্তিতেই তিনি বলেন, ভারতীয় মালিকানাধীন কোনও দল যদি পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে দলে নেয়, তাহলে তা পরোক্ষভাবে ভারতের মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাঁর মতে, এই বিষয়টি ভারতীয় মালিকদের মাথায় রাখা উচিত। গাভাসকর আরও বলেন, দলের কোচ নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ড্যানিয়েল ভেত্তোরি হয়তো এই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন না। কারণ তিনি অন্য দেশের নাগরিক। তাই দলের কৌশলগত প্রয়োজনের কথা ভেবে তিনি আবরার আহমেদকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। তবে গাভাসকরের মতে, এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব ছিল দলের মালিকানার। তাঁর মন্তব্য, দলের মালকিন কাব্য মারানের উচিত ছিল কোচকে এই বিষয়ে নিরুসাহিত করা। কারণ ক্রিকেটের সাফল্যের থেকেও দেশের মানুষের আবেগ এবং নিরাপত্তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একটি টুর্নামেঃট জেতার জন্য কি ভারতীয়দের জীবনের মূল্য ভুলে যাওয়া যায়? গাভাসকরের এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ক্রিকেট মহলে।

উল্লেখ্য, ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পাকিস্তানি ক্রিকেটার নেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়াতেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অনেকেই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে Shame-OnSRH এবং BoycottSunrisers দ্রুত ট্রেন্ডিং হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরির বক্তব্য, দলের কৌশলগত পরিকল্পনায় আবরার আহমেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর স্পিন বোলিং দলকে শক্তিশালী করবে বলেই মনে করছে ম্যানেজমেঃট। তবে এই যুক্তি সত্ত্বেও বিতর্ক থামার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

গাভাসকরের মতে, ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই উত্তেজনাপূর্ণ। দুই দেশের মধ্যে একাধিক সংঘাত এবং রক্তাক্ত ইতিহাস রয়েছে। তাই এমন সংবেদনশীল বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভারতীয় মালিকদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত।

সব মিলিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার এই সিদ্ধান্ত ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা আগামী দিনেও আলোচনার কেঃদ্রেই থাকবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশ্লেষকরা।

পাকিস্তানের ক্ষোভ-বাংলাদেশের কাছে হারলেও আম্পায়ারের বিরুদ্ধে নালিশ

ইসলামাবাদ, ১৬ মার্চ ঃ পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে বাংলাদেশ, কিন্তু ম্যাচের ফলাফলের পর পাকিস্তানের ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা। শ্রীলঙ্কান আম্পায়ারের বিরুদ্ধে পাকিস্তান অভিযোগ করেছে, তিনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অন্যায্য সুবিধা দিয়েছেন, যার ফলে তাদের সিরিজ জয় হাতছাড়া হয়। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের ফল ছিল ১-১, এবং রবিবার ছিল সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচ। বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ২৯০ রানের একটি বিশাল স্কোর তৈরি করে। পাকিস্তান রান তাড়া করতে নেমে, সলমন আল আঘা দুর্দান্ত শতরান করেন। তবে, শেষ মুহূর্তে পাকিস্তান ১১ রানে পরাজিত হয়, এবং সিরিজও হারিয়ে ফেলে তারা। এই হারের পর পাকিস্তান তার ক্ষোভের জন্য আম্পায়ার ধর্মসেনাকে দায়ী করেছে। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ম্যাচের শেষ ওভার। যখন রিশাদ হোসেন বল করতে আসেন, পাকিস্তানকে জিততে হলে ১৪ রান দরকার ছিল। ওভারের পঞ্চম বলটি বিতর্ক সৃষ্টি করে, যখন ধর্মসেনা প্রথমে বলটি ওয়াইড ঘোষণা করেন। পাকিস্তান তখন আশা করছিল যে এই সিদ্ধান্ত তাদের জয়ী করতে সাহায্য করবে, কিন্তু এর পর বাংলাদেশ রিভিউ আবেদন করে এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়।

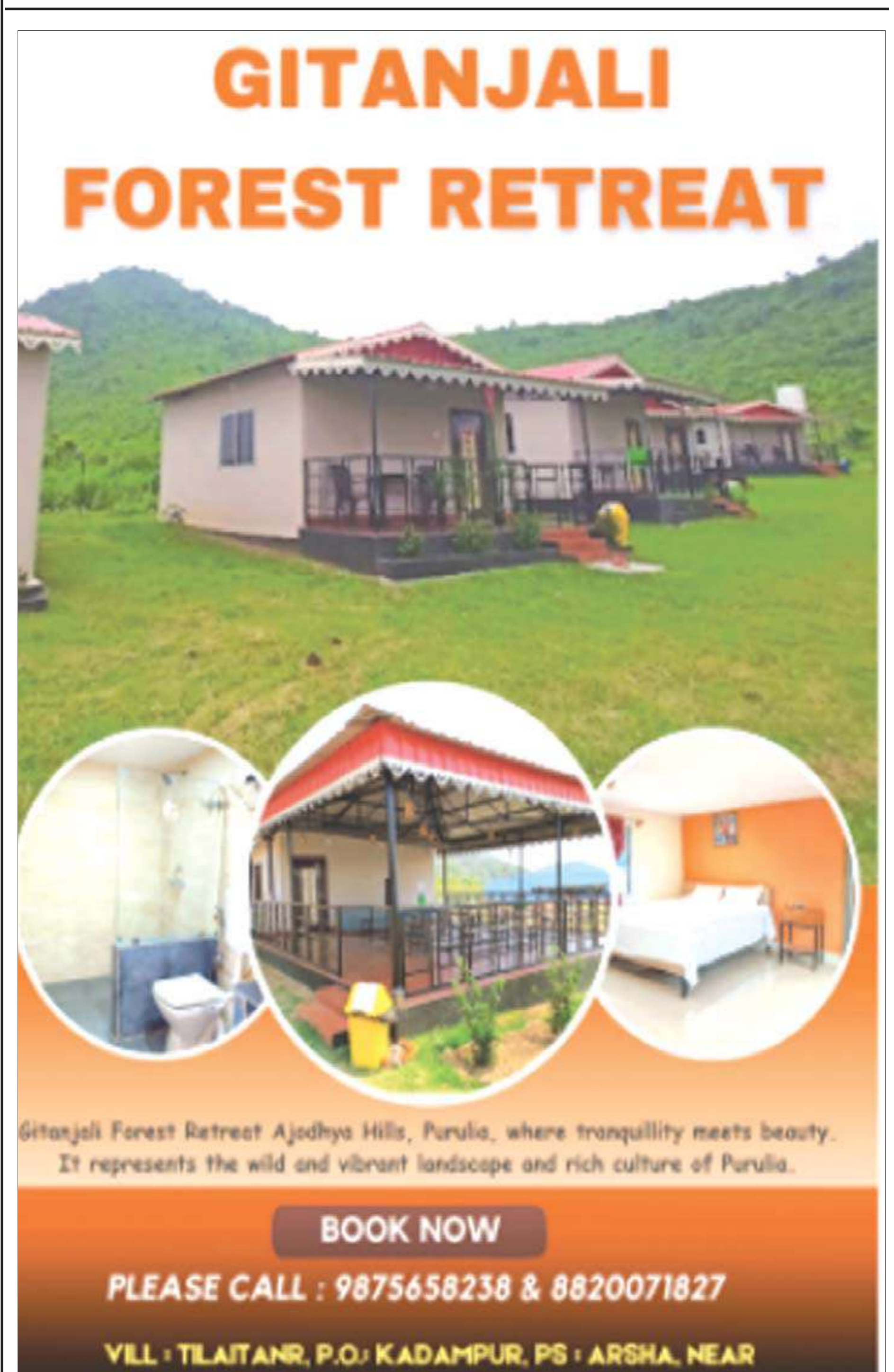

'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী অধিনায়ক'শুভময় গিল! নমন অ্যাওয়ার্ডে বিসিসিআইয়ের গ্রাফিক্স ভুলে তুমুল বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান 'নমন অ্যাওয়ার্ড'-এ ঘটে গেল বড়সড় গাফিলতি। অনুষ্ঠানের মাঝেই একটি গ্রাফিক্স ভুলকে ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার বদলে স্ক্রিনে দেখানো হয় শুভমন গিলের নাম। আর এই ভুল প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রোহিতের অনুরাগীরা। রবিবার দিল্লিতে আয়োজিত হয় বিসিসিআইয়ের বার্ষিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ' অ্যাওয়ার্ড'। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের একাধিক তারকা। অনুষ্ঠানে পুরুষদের টি-টোয়েঃটি বিশ্বকাপ জয়ী দল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দল, মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ী দল এবং অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ ও মহিলা বিশ্বকাপ জয়ী দলকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সময় মঞ্চে ডাক পড়েছিল ভারতীয় দলের তরুণ তারকা শুভমন গিলের। কিন্তু তখনই ঘটে যায় বড় ভুল। টেলিভিশন সম্প্রচারের সময় স্ক্রিনে বড় করে ভেসে ওঠে ' সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী অধিনায়ক'-এবং তার সঙ্গে দেখানো হয় গিলের নাম। অথচ সেই টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন রোহিত শর্মা। গ্রাফিক্সে এই ভুল দেখেই বিস্মিত হয়ে যান অনেক দর্শক। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে। রোহিত শর্মার সমর্থকেরা এই ভুলকে ' বলে দাবি করে সরব হন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এত বড় অনুষ্ঠানে এমন গুরুতর ভুল কীভাবে ঘটতে পারে। একজন নেটিজেন লেখেন, এ কী হচ্ছে! বিসিসিআইয়ের মতো বড় সংস্থার অন্তত এতটুকু দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। গিল আবার কবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অধিনায়ক ছিলেন? অথচ তাঁকেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী অধিনায়ক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। আরেকজনের মন্তব্য, গিলকে কৃতিত্ব দিতে গিয়ে বোর্ড ভুলে যাচ্ছে যে রোহিত শর্মাই ভারতকে দুটি আইসিসি ট্রফি জিতিয়েছেন। কেউ কেউ আবার সরাসরি অভিযোগ করেছেন, ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। অনেকেই বিসিসিআইয়ের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছেন। উল্লেখ্য, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর ভারতীয় ওয়ানডে দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। সেই সময় রোহিত শর্মার জায়গায় নতুন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান শুভমন গিল। বর্তমানে তিনি ভারতীয় দলের টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছেন।নমন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলকে সংবর্ধনা জানানো হলেও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না রোহিত শর্মা। ছিলেন না ভারতের আরেক তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলিও। তাঁদের অনুপস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানে একটি শূন্যতা তৈরি হয়েছিল বলেই মনে করেছেন অনেকেই।এদিনের অনুষ্ঠানে শুভমন গিলকে বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক পুরুষ ক্রিকেটারের সম্মানও দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই পুরস্কার তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য জিতলেন। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় বোর্ডের তরফে। তবে পুরস্কারের আনন্দকে ছাপিয়ে এখন আলোচনার কেঃদ্রবিঃদু হয়ে উঠেছে সেই গ্রাফিক্স ভুল। সমালোচনার ঝড় উঠতেই বিসিসিআইয়ের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে ওই বিতর্কিত ভিডিও ক্লিপটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদিও বোর্ডের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই ভুল নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবু ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের মতে, এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই ধরনের ভুল হওয়া মোটেই কাম্য নয়। সব মিলিয়ে, নমন অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে ঘটে যাওয়া এই একটি ভুলই এখন ক্রিকেট মহলে বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। রোহিত শর্মার অনুরাগীরা চাইছেন, বোর্ড এই ভুলের জন্য প্রকাশ্যে দু ঃখপ্রকাশ করুক এবং ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনা আর না ঘটে তার ব্যবস্থা করা হোক।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com